Contents

গবেষণাপত্র সংকলন-১৪

বিদ'আতের পরিচয় ও পরিণাম

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

বিদ'আতের
পরিচয় ও পরিণাম

ডঃ মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

www.waytojannah.com

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব — লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ — অকটোবর, ২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ — রবিউস সানি ১৪৩৩
ফাল্গুন ১৪১৮
মার্চ ২০১২

ISBN — 984-843-029-0 set
প্রচ্ছদ — গোলাম মাওলা

মুদ্রণ — আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : পঁচাত্তর টাকা মাত্র

Gobesanapatra Sankalan-14 Written by Dr Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition October 2010 2nd Edition March 2012 Price Taka 75.00 only.

www.waytojannah.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত, অকটোবর ২২, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টাডি সেশনে ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া "বিদ'আতের পরিচয় ও পরিণাম" শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।

উপস্থাপিত গবেষণাপত্রের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মূল্যবান পরামর্শ সম্বলিত বক্তব্য রাখেন ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম, অধ্যাপক আ.ন.ম. রফীকুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ খান, মাওলানা নাজমুল ইসলাম, মুহাদ্দিস ইমদাদুল্লাহ, ড. আহমদ আলী, ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মাদ শাফী উদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, জনাব এ.কিউ.এম. আবদুশ শাকুর, ড. মুহাম্মাদ সামিউল হক ফারুকী, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম ও ড. মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম।

সম্মানিত গবেষক আলোচকদের পরামর্শের নিরিখে তাঁর গবেষণা পত্রটি বেশ পরিমার্জন করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার আলোচ্য বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণাপত্রটি বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরছে।

আমরা আশা করি গবেষণাপত্রটি বিপুলভাবে সমাদৃত হবে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

www.waytojannah.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ॥ ৭
বিদ'আতের পরিচয় ॥ ৯
বিদ'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ ॥ ১০
বিদ'আতের পারিভাষিক সংজ্ঞা ॥ ১০
বিদ'আত চেনার সহজ উপায় ১২
সুন্নাত ও বিদ'আত ॥ ১৩
বিদ'আতের ধরন ॥ ১৬
বিদ'আতের হুকুম ॥ ১৮-২৪
এক: শিরকী বিদ'আত ॥ ১৯
দুই: হারাম বিদ'আত ॥ ১৯
শারী'য়াতের দৃষ্টিতে বিদ'আত প্রত্যাখ্যাত ॥ ২৪
শিরক, অন্ধ তাকলীদ এবং বিদ'আত একই সূত্রে গাঁথা ॥ ২৬
বিদ'আতমুক্ত 'ইবাদাত পালনে সাহাবায়ে কিরামের ভূমিকা ॥ ২৮
বিদ'আতের বিভাজন ॥ ৩০
বিদ'আতকে ভাল ও মন্দে বিভক্ত করণের ভয়াবহ পরিণাম ॥ ৩১
দ্বন্দ্বের অপনোদন ॥ ৩২-৩৬
এক: তারাবীহের নামায ॥ ৩২
দুই: বিদ'আতের প্রকরণ ও হযরত 'উমার (রা) ॥ ৩৪
ইসলামে 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলতে কিছু আছে কি ॥ ৩৬
বিদ'আত হলো সুন্নাতের বিপরীত ॥ ৩৮
বিদ'আত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যের পরিপন্থি ॥ ৪১
বিদ'আতের ভয়াবহ পরিণাম ৪৪-৬০
এক: মহান আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ ॥ ৪৪
দুই: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর অপবাদ আরোপ ॥ ৪৫
তিন: সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার উপর চরম আঘাত ॥ ৪৬
চার: ইসলামের উপর অসম্পূর্ণতার অপবাদ আরোপ ॥ ৪৮
পাঁচ: ইহুদী ও খৃস্টানদের অনুকরণ ॥ ৪৯
ছয়: ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যক্তিপূজার দ্বার উন্মোচন ॥ ৪৯

www.waytojannah.com

সাত: দীনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রবঞ্চনা ॥ ৫১
আট: পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুকরণের জাহিলী স্বভাবের পুনরাবৃত্তি ॥ ৫২
নয়. সুন্নাতের অপমৃত্যু ঘটানো ॥ ৫৩
নামায সংক্রান্ত আরো কতিপয় বহুল প্রচলিত বিদ'আত ॥ ৬০-৮৬
ক. বিতরের পর নফল নামায বসে পড়ায় অধিক সাওয়াব ॥ ৬০
খ. বিবাহিত ও অবিবাহিতদের নামাযে বৈষম্য ॥ ৬৫
গ. মহিলাদেরকে জামা'আত, জুমু'আহ ও ঈদের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখা ॥ ৬৬
ঘ. শবে বরাত ও শবে মি'রাজের নামায ॥ ৭১
ঙ. নামাযের কাফ্ফারাহ ॥ ৭৩
চ. জুমু'আর নামায ২২ রাক'আত ॥ ৭৬
ছ. জুমু'আয় অতিরিক্ত খুতবার প্রচলন ও কাবলাল জুমু'আর জন্য সময় দান ॥ ৭৭
জ. তারাবীহের দুই ও চার রাক'আত পর পর পঠিত দু'আ ॥ ৮০
ঝ. জানাযার নামাযের পর পর সম্মিলিত দু'আ পাঠ ॥ ৮৩
ঞ. নামাযের ওমরি কাযা পালনের রেওয়াজ ॥ ৮৫
একশত ত্রিশ ফরযের বিদ'আত ॥ ৮৬
কবর কেন্দ্রিক বিদ'আত ॥ ৮৮
বুখারী খতমের বিদ'আত ॥ ৯১
বিদ'আতীদের পরকালীন পরিণাম ॥ ৯২
পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে প্রচলিত আরেকটি গুরুতর বিদ'আত ॥ ৯৫
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর সালাত ও সালাম আদায়ের পদ্ধতি ॥ ১০৩
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালবাসার গুরুত্ব ॥ ১০৪
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালবাসার সঠিক পন্থা ॥ ১০৬
বিদ'আত প্রতিরোধে আমাদের করণীয় ॥ ১০৭
উপসংহার ॥ ১০৮
গ্রন্থপঞ্জী ॥ ১১০

www.waytojannah.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة و نصح الأمة و جاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد:

ভূমিকা :

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এ জীবন ব্যবস্থা একদিকে যেমন পরিপূর্ণ, অপরদিকে সুস্পষ্ট। এতে কোন গোঁজামিল বা অস্পষ্টতা নেই। এর প্রতিটি বিধান বাস্তবে অনুশীলনযোগ্য। সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে এ জীবন বিধানকে বাস্তবে রূপায়িত করে দেখানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক প্রদর্শিত এ জীবন বিধানের বাস্তব রূপই হচ্ছে তাঁর সুন্নাত। আর এর বাইরে পরবর্তীকালে যেসব নব নব পন্থা চালু হয়েছে, সে সবই বিদ'আত।

তবে পরবর্তীতে এ বিদ'আতকে ভাল এবং মন্দে বিভক্ত করে অনেকে এগুলোকে ইসলামী শারী'য়াতের অন্তর্ভুক্ত করার হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। যা একদিকে যেমন এই বিধানের পরিপূর্ণতা ও সর্বজনীনতায় সংশয়ের ডানা বিস্তার করেছে, অপরদিকে তেমনি বিধান দাতা মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর একত্ববাদে কলংক লেপণের অপপ্রয়াস বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। তাই এ পুস্তিকায় বিদ'আতের স্বরূপ উদঘাটন, এর প্রকরণের শুদ্ধাশুদ্ধি বিশ্লেষণ, মৌলিক 'ইবাদাত সমূহে বাংলাদেশে প্রচলিত কতক বিদ'আতের নমুনা পেশ এবং সর্বোপরি বিদ'আতের সুদূরপ্রসারী পরিণাম নিয়ে আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। বিদ'আতের ফিরিস্তি দেয়া এ পুস্তিকায় আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাই এতে বহুল প্রচলিত কিছু বিদ'আতের নমুনা আলোচনা করা হয়েছে মাত্র। তবে সুধী পাঠক ও গবেষক এ লেখা থেকে বিদ'আতের ব্যাপারে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। আর এ ধারণার নিরিখে সমাজে প্রচলিত অন্যান্য বিদ'আতকেও তারা চিহ্নিত করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। লেখাটিকে তথ্য

www.waytojannah.com

নির্ভর ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য যেসব সম্মানিত গবেষক তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে এর উত্তম প্রতিফল দান করুন। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে এখনো এ বইতে যে কোন ধরনের ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে তেমন কিছু ধরা পড়লে তা আমাকে অবহিত করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

পুস্তিকাটি ছাপানোর দায়িত্ব নেয়ায় আমি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সম্মানিত পরিচালককে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। মহান আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে তিনি ক্ষমা করুন এবং সুধী পাঠক সমাজকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

www.waytojannah.com

বিদ'আতের পরিচয়

'বিদআত' (بدعة) আরবী শব্দ। শব্দটি আরবী হলেও সারা দুনিয়ার মুসলিমদের কাছে এটি একটি অতীব পরিচিত পরিভাষা। অর্থ ও প্রয়োগগত দিক থেকে এটি সুন্নাতের বিপরীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো 'নতুন সৃষ্টি; যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিলনা।' ইংরেজীতে যার অনুবাদ করা হয়- newness/novelty[১] অর্থাৎ নতুনত্ব/ অভিনবত্ব; unprecedented বা নজিরবিহীন; innovation/innovated practice[২] তথা নতুন কোন প্রথা প্রবর্তন করা অথবা নতুন কিছু চর্চা করা। এ অর্থেই মহান রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হলো বাদী' (بـديع) । যার অর্থ creator বা স্রষ্টা; innovator (one who introduces something new) বা কোন নতুন প্রথার উদ্ভাবক।[৩] মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে মহান আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন: (بَدِيعُ السَّموٰاتِ وَالأَرضِ) অর্থাৎ 'আসমান ও যমীনের নূতন উদ্ভাবনকারী (যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিলনা)।'[৪] অন্য আয়াতে তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে এভাবে বলেছেন:

(قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَ مَا أَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلاَ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحىٰ إِلَيَّ وَ مَا أَنَا إِلاَّ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ)

"আপনি বলুন, আমি এমন কোন রাসূল নই যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। আমি জানি না আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আর আমি তো শুধু স্পষ্ট সতর্ককারী।"[৫]

এ আয়াতে উল্লেখিত بدع শব্দটি (যা বিদ'আতের মূল) কোরআনুল কারীমে মাত্র একবার এসেছে। তবে এই ধাতু থেকে উদ্ভূত আরেকটি শব্দও কোরআনুল মাজীদে এসেছে।

যেমন- (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ)

---

১. HANS WEHR, A Dictionary of Modern Written Arabic, (London: May 1980, 3rd printing), p. 46

২. ড. মুহাম্মদ 'আলী আল-খাওলী, মু'জামুল আলফায আল-ইসলামিয়্যাহ (আরবী-ইংরেজী-আরবী), (জর্দান: মুদ্রণ-৩), পৃ. ১৬

৩. Munir Baalabaki, AL-MAWRID DICTIONARY (Arabic-English), (Lebanon: Beirut, 1999, 4th Edition), p. 228

৪. সূরা আল-বাকারা, ২:১১৭, সূরা আল-আন'আম, ৬:১০১

৫. সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:৯

www.waytojannah.com

"আর বৈরাগ্যবাদ সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। আমি এটি তাদের উপর আরোপ করিনি।"[৬]

বিদ'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ

বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ হলো- (هِيَ كُلُّ مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ)

'প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত জিনিস যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।'[৭] আর তাই এটি সুন্নাতের বিপরীত। কেননা সুন্নাতের পূর্ব দৃষ্টান্ত আছে। সুন্নাত হলো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসৃত পন্থা। ইমাম রাগিব (মৃ. ৫০২হি./ ১১০৮খৃ.) 'বিদ'আত' শব্দের অর্থ লিখেছেন:

إِنْشَاءُ صَنْعَةٍ بِلاَ اعْتِدَاءٍ وَ اقْتِدَاءٍ

"কোনরূপ পূর্ব নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুকরণ অনুসরণ না করেই কোন কার্য নতুনভাবে সৃষ্টি করা।"[৮]

মাওলানা আবদুর রহীম ইমাম নববী (৬৭৬হি./ ১২৭৭খৃ.) এর বরাত দিয়ে 'বিদ'আত' শব্দের অর্থ লিখেছেন:

(البدعة كل شيئ عمل على غير مثال سابق)

"পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়া যে কাজ করা হয় তা-ই বিদ'আত" ।'[৯]

তাছাড়া ভাষাগত দিক থেকে বিদ'আত শব্দটি (فِعْلَةٌ) ফি'লাতুন এর ওযনে (اسم نوع) ইসমু নাউ' বা ধরন বাচক বিশেষ্য। এ হিসেবে সাধারণভাবে প্রচলিত এবং পরম্পরাগতভাবে চলে আসা নিয়মনীতি ভেঙ্গে নতুন কিছু উদ্ভাবন করাকে বিদ'আত বলে।

বিদ'আতের পারিভাষিক সংজ্ঞা

বিদ'আতের পরিচয় এবং এর শাব্দিক বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি যে, পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়া যে কোন নতুন বিষয়কেই বলা হয় বিদ'আত। কিন্তু যারা এই বিদ'আত চর্চা ও লালন করেন, তাঁরা যেহেতু 'ইবাদাত মনে করেই এটি পালন করে থাকেন তাই সেদিক থেকে এর একটি সুনির্দিষ্ট পারিভাষিক পরিচয় রয়েছে। আর তা হলো-

মহান আল্লাহ 'ইবাদাতের যে অবকাঠামো, আকৃতি-প্রকৃতি ও সীমারেখা নির্ধারণ করে

---

৬. সূরা আল- হাদীদ, ৫৭:২৭

৭. আল-মুনজিদ ফিল্-লুগাতি ওয়াল আ'লাম, (লেবানন: বৈরূত, দার আল-মাশরিক, ১৯৮৬ ইং), পৃ. ২৯

৮. মুহাম্মাদ 'আবদুর রহীম, সুন্নাত ও বিদ'আত, (ঢাকা:খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৬) পৃ. ৬

৯. মুহাম্মাদ 'আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

www.waytojannah.com

দিয়েছেন এবং তা যথার্থভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি যে পদ্ধতি-প্রণালী, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিয়েছেন, তার নিরিখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে যে পন্থায় 'ইবাদাত করেছেন এবং যেভাবে করতে তাঁর উম্মাতকে আদেশ করেছেন- এর বাইরে 'ইবাদাতের যত পন্থা পরবর্তীতে চালু হয়েছে তা-ই বিদ'আত। তাছাড়া আল্লাহর নির্ধারিত 'ইবাদাতের মধ্যে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি সাধন কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করাও বিদ'আত। এ কারণেই বিদ'আতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করলে যথার্থ হবে বলে আমি মনে করি যে-

(هي ما استحدث في الدين على وجه القربة)

নৈকট্য লাভের আশায় দীনের মধ্যে যা কিছু নতুন করে সৃষ্টি করা হয় তা সবই বিদ'আত।

অন্য কথায়, বিদ'আত হলো শারী'য়াতে যার কোন ভিত্তি নেই এমন কিছু দীনের মধ্যে উদ্ভাবন করা। ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.) (মৃ. ৭২৮হি./ ১৩২৮খৃ.) বিদ'আতের সংজ্ঞায় লিখেছেন:

(إن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب)

"দীনের মধ্যে বিদ'আত হচ্ছে এমন জিনিস যার বিধান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেননি, যে ব্যাপারে অবশ্যই করতে হবে বা করাটা উত্তম (মুস্তাহাব) এমন কোন আদেশ বা বিধান নেই।"[১০]

ইমাম ইবন রজব আল-হাম্বলী (মৃ. ৭৯৫হি./ ১৩৯৩খৃ.) বিদ'আতের সংজ্ঞায় লিখেন:

(والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه)

'বিদ'আত বলতে এমন নতুন উদ্ভাবিত জিনিসকে বুঝায় যা প্রমাণের জন্য শারী'য়াতে কোন ভিত্তি নেই।'[১১]

মাওলানা 'আবদুর রহীম বিদ'আত প্রসঙ্গে লিখেছেন:'কোরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত কোন কাজ, বিষয়, ব্যাপার, নিয়ম-প্রথা ও পদ্ধতিকে ধর্মের নামে নেক আমল ও সওয়াবের

---

১০. আহমাদ ইবন তাইমিয়া, শাইখুল ইসলাম, মাজমু'উল ফাতাওয়া, (রিয়াদ: দারু 'আলামিল কুতুব, ১৯৯১),খ.৪, পৃ- ১০৭-১০৮

১১. আল-হাম্বলী, 'আবদুর রহমান ইবন রজব, জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম, (বৈরুত: আল-মাকতাবাহ আল-আসরিয়্যাহ), মুদ্রণ- ৩, পৃ-২৮৯

www.waytojannah.com

কাজ বলে চালিয়ে দেয়াই হলো বিদ'আত- যে সম্পর্কে কোরআন ও সুন্নাহ থেকে কোন সনদ পেশ করা যাবে না এবং যার কোন নজীর পাওয়া যাবেনা খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে।'[১২]

ইমাম শাতিবী (মৃ. ৭৯০হি./ ১৩৮৮খৃ.) বিদ'আতের সংজ্ঞায় বলেন:

(البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخـــترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه)

"যে সকল কাজ শারী'য়াতের পরিপন্থী এবং যা সম্পাদনে আল্লাহর 'ইবাদাতে অতিরঞ্জন করা উদ্দেশ্য হয়, এমন কর্মপন্থা চালু করার নামই হলো বিদ'আত।"[১৩]

বিদ'আত চেনার সহজ উপায়

বিদ'আতের যারা প্রবর্তন করে, তারা সুন্নাতের নাম দিয়েই তার প্রবর্তন করে। আর পরবর্তীতে যারা এর অনুকরণ করে তারাও সুন্নাত মনে করেই তা পালন করে, বিদ'আত মনে করে নয়। তাই বিদ'আতপ্রবণ ব্যক্তির কাছে সুন্নাত ও বিদ'আতে কোন তফাৎ থাকে না। এমতাবস্থায় তাকে কেমন করে বুঝানো যাবে যে, কোন্‌টি সুন্নাত আর কোন্‌টি বিদ'আত? অর্থাৎ সুন্নাত থেকে বিদ'আতকে পৃথক করার কি কোন সহজ উপায় আছে? উত্তরে আমরা বলব যে, হ্যাঁ সুন্নাত থেকে বিদ'আতকে পৃথক করার সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। আর তা হলো শারী'য়াতের দলীলের শরণাপন্ন হওয়া। কিন্তু এ কাজ তো সহজ নয়। প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের দলীল খুঁজে বের করা তো সহজ কথা নয়। এটা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা শারী'য়াতের দলীলের ব্যাপারে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। এমতাবস্থায় সহজতর কোন পন্থা থাকলে যে কেউ সুন্নাত নামে পরিচিত সকল কাজ থেকে বিদ'আতগুলোকে আলাদা করে ফেলতে পারত।

যে কোন বিষয়ে শারী'য়াতের দলীল খোঁজা যদিও সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি কঠিন হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বসে থাকলেও চলবে না। বরং প্রত্যেক মুসলিমেরই শারী'য়াতের দলীল সংক্রান্ত ন্যূনতম জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা থাকা চাই। তবে প্রকাশ্য বিদ'আতগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য শারী'য়াতের দলীল ছাড়াও আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক বুদ্ধি খাটালে অতি সহজেই তা চিনে ফেলা সম্ভব। যেমন-

সুন্নাত থেকে বিদ'আতকে পৃথক করার একটি অতি সহজ উপায় হলো, সুন্নাতের কোন রকমারি রূপ নেই। এটি সর্বদা এবং সর্বত্র একই রকম। পক্ষান্তরে বিদ'আত এককে

---

১২. মুহাম্মাদ 'আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬৭
১৩. শাতিবী, আবূ ইসহাক ইবরাহীম, আল ই'তিসাম, (বৈরুত:দার আল-মা'রিফা), খ. ১, পৃ- ১৯

www.waytojannah.com

স্থানে একেক রকম। এমনকি একই বিদ'আত এক এলাকায় একভাবে পালিত হয়, আবার আরেক এলাকায় অন্যভাবে পালিত হয়। সুতরাং স্টাইল (style) বা ধরনের ভিন্নতার দ্বারা সুন্নাত থেকে বিদ'আতকে আলাদা করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন কোন আমলও একাধিক পন্থায় পালিত হয়, কিন্তু তা বিদ'আত নয়। কেননা তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকেই সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত। সম্ভবত তা উম্মাতের জন্য সহজ করার লক্ষ্যেই এরূপভাবে চালু করা হয়েছে। কেননা অন্ততপক্ষে তার ভিত্তি তো বর্তমান। কিন্তু বিদ'আতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহতে এর কোন ভিত্তি তো নেইই, উপরন্তু বিদ'আতপন্থীরা একেকজন তা একেকভাবে পালন করে থাকে।

সুন্নাত ও বিদ'আত

সুন্নাত / সুন্নাহ (السنة) একটি আরবী শব্দ। এক বচন বিশেষ্য, বহু বচনে 'সুনান' (السنن)। এটি বিদ'আতের বিপরীতার্থক। এর অভিধানগত অর্থ হলো- (الطريقة — محمودة كانت أو مذمومة) পন্থা-পদ্ধতি, রীতি, নিয়ম, পথ, স্বভাব ইত্যাদি- চাই তা ভাল হোক কিংবা মন্দ। হাদীস শরীফে এ অর্থেই এটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئ ، و من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئ)

"যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন ভাল রীতি-পদ্ধতি চালু করে সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে তাদের সমান প্রতিদানও সে পাবে। তবে তাদের প্রতিদানে কোন কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ রীতি-পদ্ধতি চালু করবে তার উপর এর প্রতিফল বর্তাবে, তেমনিভাবে তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা অনুসরণ করবে তাদের সমপরিমাণ প্রতিফলও তার উপর বর্তাবে। তবে তাদের প্রতিফলে কোন কমতি করা হবে না।"[১৪]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

---

১৪. সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১০২

www.waytojannah.com

(لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ)

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ করবে- তারা এক বিঘৎ পরিমাণ করলে তোমরাও এক বিঘৎ করবে, তারা এক হাত পরিমাণ করলে তোমরাও এক হাত পরিমাণ করবে। এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তে ঢুকে, তোমরাও তাতে ঢুকবে।"[১৫]

উল্লেখিত হাদীস দু'টিতে সুন্নাহ শব্দটি রীতি, পদ্ধতি, পথ ও পন্থা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনেও একই অর্থে শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। তবে সেখানে শুধু ভাল অর্থেই এসেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন:

(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُم وَ يَهدِيَكُم سُنَنَ الَّذِينَ من قَبلِكُم)

"আল্লাহ চান তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থায় হিদায়াত করতে।"[১৬]

তাছাড়া রীতি-নীতি, হুকুম ও কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা বুঝানোর জন্যও আল-কোরআনে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

(سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوا من قَبلُ وَ لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبدِيلاً)

"পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এ ছিল আল্লাহর রীতি। তুমি কখনও আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।"[১৭]

হাদীসে সুন্নাহ শব্দটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী ও কর্ম বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

(تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ)

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা

---

১৫. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী (বৈরূত: দার ইবন কাসীর, ১৪০৭ হি.), খ. ৩, পৃ. ১২৭৪

১৬ সূরা আন-নিসা, ৪:২৬

১৭ সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৬২

www.waytojannah.com

কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।"[১৮]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনাদর্শ বুঝানোর জন্যও হাদীসে সুন্নাহ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)

"বিয়ে করা আমার সুন্নাহ (আদর্শ)। সুতরাং যে আমার এ সুন্নাতের উপর আমল করবে না সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১৯]

অনুরূপভাবে রাষ্ট্র পরিচালন-নীতি ও রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান বুঝানোর জন্যও হাদীসে সুন্নাহ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(اتَّقُوا الله ، عَلَيكُم بالسَّمع وَ الطَّاعَة ، وَ أنَّه مَن يَعش منكُم فَسَيَرَى اختلافًا كَثيرًا ، فَعَلَيكُم بسُنَّتِي وَ سُنَّة الخُلَفَاء الرَّاشدينَ عَضُّوا عَلَيها بالنَّوَاجذ)

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের কর্তব্য হলো শুনা ও আনুগত্য করা। তোমাদের মধ্য থেকে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের অবশ্য করণীয় হবে আমার এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহর অনুসরণ করা। তোমরা তা দাঁত কামড়ে ধরার মত শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে।"[২০]

এ হাদীসে সুন্নাহ বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশিদীনের রাষ্ট্র পরিচালন-নীতিকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এখানে তিনি কেবল খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ অনুসরণের কথা বলেছেন। অন্য সকল সাহাবীর সুন্নাহ অনুসরণের কথা বলেননি। সাহাবীদের মধ্যে কেবল খুলাফায়ে রাশিদীনই রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে যথাযথ আদর্শ উপস্থাপন করে গেছেন। এ আদর্শ অন্য সাহাবীগণ উপস্থাপন করে যাননি। অতএব এখানে খুলাফায়ে রাশিদীনের সেই বিশেষ সুন্নাহ তথা তাঁদের রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতিরই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতকে এভাবে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, যখন নানারকম মতভেদ পরিলক্ষিত হবে তখন তোমাদের করণীয়

১৮. মুসনাদুস সাহাবাহ ফী কুতুবিস সিত্তাহ, খ. ২৭, পৃ. ১৭৫
১৯. মুসনাদুস সাহাবাহ ফী কুতুবিস সিত্তাহ, খ. ১১, পৃ. ৫৪
২০. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম, ২/১৮০

www.waytojannah.com

হবে আমার সুন্নাহ তথা রাষ্ট্র পরিচালন নীতির অনুসরণ করা এবং আমার সুন্নাহকে সঠিকভাবে পরিপালনকারী খালীফাদের অনুসৃত রাষ্ট্র পরিচালন নীতির অনুসরণ করা।

সুন্নাহ সংক্রান্ত উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক অনুসৃত ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল কর্মনীতিই হলো সুন্নাহ। আর এ নীতিতে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধনেরই অপর নাম হলো বিদ'আত। এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা আশ্ শাওকানী (মৃ. ১২৫৫ হি./ ১৮৩৪ খৃ.) বলেন:

(اَلبِدعَةُ أَصلُهَا مَا أُحدِثَ عَلَى غَيرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وَ تُطلَقُ فِي الشَّرعِ عَلَى مُقَابَلَةِ السُّـــنَّةِ فَـــتَكُونَ مَذمُومَةً)

"বিদ'আত মূলত: এমন নতুন উদ্ভাবিত বিষয় পূর্ববর্তী সমাজে যার কোন দৃষ্টান্তই পাওয়া যায় না। আর শারী'য়াতের পরিভাষায় এটি হলো সুন্নাতের বিপরীত। অতএব তা অবশ্যই নিন্দনীয়।"[২১]

বিদ'আতের ধরন

পরিচয়গত দিক থেকে বিদ'আতী কাজগুলো প্রধানত: তিন ধরনের। যথা:

এক (البدعة الحقيقية) হাকীকী বিদ'আত বা মৌলিক বিদ'আত: এমন বিদ'আত কোরআন এবং সুন্নাহয় যার কোন ভিত্তি নেই। কোরআন ও সুন্নাহয় কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই বলেই এটি মৌলিক বিদ'আত। যেমন- কবরে আযান দেয়া, মৃত ব্যক্তিদের কাছে কিছু চাওয়া, কবরের উপর ছাদ দেওয়া বা গম্বুজ বানানো, মুরব্বীদের কদমবুসী করা, গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, মৃত বুযর্গ ব্যক্তির নিকট সন্তান চাওয়া, বিপদ থেকে মুক্তির জন্য তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া, মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা পালন করা, মৃত ব্যক্তির জন্য মাছের মেজবান, ফলের মেজবান ইত্যাদির আয়োজন করা, কবরস্থানে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে লোক নিয়োগ করে কোরআন খানি করানো, জন্মদিন পালন করা, মীলাদ মাহফিল করা এবং মীলাদে কিয়াম করা, ইত্যাদি।

দুই. (البدعة الإضافية) ইদাফী বিদ'আত বা সংযুক্ত বিদ'আত: এমন বিদ'আত কোরআন এবং হাদীসে যার ভিত্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসে এগুলোর ভিত্তি থাকায় এক দিক থেকে এগুলো শারী'য়াত সম্মত, কিন্তু এগুলো আদায়ের পন্থা-পদ্ধতি, ধরন, পরিমাণ ও সময়কাল ইত্যাদির দিক থেকে

---

২১. আশ্-শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, নাইলুল আওতার, (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৮০) খ. ৩, পৃ-৬৩

www.waytojannah.com

শারী'য়াত বিবর্জিত। যেমন- ফরয নামাযের পর যেসব সামষ্টিক যিকর ও সামষ্টিক মুনাজাত করা হয়, এগুলো এভাবে এবং উচ্চস্বরে পড়া বিদ'আত। কিন্তু মূলতঃ এসব দু'আ ও যিকর বিদ'আত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলো নিয়মিতভাবেই পড়তেন। এ প্রসঙ্গে সুনানুদ দারিমীর একটি বর্ণনা উল্লেখযোগ্য।

(كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة ... فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة. فيقول: هللوا مائة، فيهللون مائة . و يقول: سبحوا مائة، فيسبحون مائة.... ثم مضى حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم ؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح . قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئ، ويحك يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم .... والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد ؟ أو مفتوحون باب ضلالة . وفي رواية: إما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم محمدا و أصحابه علما. قالوا: والله يا أباعبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه.....)

দ্বিপ্রহরের নামাযের আগে আমরা একবার 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের দরজার নিকটে বসা ছিলাম। তিনি যখন বের হলেন, তখন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখন আবূ মূসা (রা) তাঁকে বললেন: হে আবূ 'আবদির রহমান! আমি মাসজিদে একদল লোককে দেখেছি, তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নামাযের অপেক্ষা করছে। তাদের হাতে রয়েছে পাথরকুচি বিশেষ। তাদের একজন বলছে- একশত বার তাকবীর বলো। তখন তারা একশত বার তাকবীর বলছে। এরপর বলছে- একশত বার তাহলীল বলো। তখন তারা একশত বার তাহলীল বলছে। আবার বলছে- একশত বার তাসবীহ বলো। তখন তারা একশত বার তাসবীহ বলছে। অত:পর তিনি তাদের দিকে রওয়ানা করলেন। তাদের একটি দলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন: তোমাদেরকে এসব কি করতে দেখছি? তারা বললো: হে আবূ 'আবদুর রহমান! এ হলো কিছু শস্য দানা, এগুলো দিয়ে আমরা গুণে গুণে তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ পড়ছি। তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের গুনাহরাজিকে গণনা কর। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তোমাদের পুণ্য থেকে

www.waytojannah.com

কিছুই হারিয়ে যাবে না। হে মুহাম্মাদের উম্মাত, তোমাদের কি হল? এত তাড়াতাড়ি তোমরা ধ্বংসের দিকে পা বাড়ালে? আমি ঐ সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা কি মুহাম্মাদের মিল্লাতের চেয়ে সুপথপ্রাপ্ত কোন মিল্লাতের সাথে রয়েছ, নাকি কোন ভ্রষ্টতার দ্বার উম্মোচন করছ? আরেক বর্ণনায় এসেছে- তিনি এভাবে বলেছেন: তোমরা হয় অন্যায়ভাবে কোন বিদ'আতের প্রচলন করছ, অথবা জ্ঞানের দিক থেকে তোমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে ছাড়িয়ে গেছ। তখন তারা বললো: হে আবূ 'আবদুর রহমান! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা কেবল কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তা করেছি। এবার তিনি বললেন: কত কল্যাণ প্রার্থীই রয়েছে যারা কখনো কল্যাণ পায় না। ....[২২]

এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মূল কাজটি শারী'য়াত সম্মত হলেও তার পন্থা-পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার অধিকার কারো নেই। এটি সুস্পষ্ট বিদ'আত হিসেবে গণ্য। আর এরূপ পরিবর্তনের লক্ষ্য যতই মহৎ হোক না কেন শারী'য়াতের দৃষ্টিতে তা অগ্রাহ্য।

তিন. (البدعة التركية) তারকী বিদ'আত বা বর্জিত বিদ'আত: এমন বিদ'আত যা কোরআন এবং সুন্নায় বর্ণিত বিধানের বর্জনের মাধ্যমে করা হয়। যেমন- বিশেষ কোন 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে পন্থা অবলম্বন করেননি তা করা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব বিষয় উপভোগ করার অনুমোদন দিয়েছেন অধিক দীনদারী দেখিয়ে নিজে তা না করা ইত্যাদি। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ কোন শব্দমালা উচ্চারণ করে নামাযের নিয়্যাত বলেননি, শুধু তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করেই নামায আরম্ভ করেছেন। তাই এভাবে বিশেষ বাক্য উচ্চারণ করে নামাযের নিয়্যাত বলা বিদ'আত। আবার শারী'য়াত যেসব জিনিসকে হালাল সাব্যস্ত করেছে কেউ যদি সেগুলো থেকে কোনটিকে নিজের অধিক দীনদারী দেখানোর জন্য বর্জন করে তাহলে তাও হবে বিদ'আত। তবে শারী'য়াতের অনুমোদিত খাদ্য-দ্রব্য থেকে কেউ যদি কোনটিকে নিজের স্বাস্থ্যগত কারণে বর্জন করে তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই এবং তা বিদ'আতও নয়।

বিদ'আতের হুকুম

বর্তমান দুনিয়ায় যত রকমের বিদ'আত চালু আছে তা সবই একই পর্যায়ের নয়। ইসলামী শারী'য়াতের দৃষ্টিতে জঘন্যতার মানদণ্ডে এগুলো বিভিন্ন পর্যায়ের। কোনটা শিরকের দিকে ধাবিত করে, কোনটা হারামের পথ বাতলায়, আবার কোনটা হালাল কাজকেই শারী'য়াতের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে নিজস্ব নিয়মে করতে উদ্বুদ্ধ করে।

২২. সুনানুদ দারিমী, কিতাবু কারাহিয়াতি আখযির রায়, হাদীস নং- ২০৩

www.waytojannah.com

এ দিক থেকে মানব সমাজে প্রচলিত এসব বিদ'আতকে আমরা প্রধানত: দু'টি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। আর তা হলো:

এক. শিরকী বিদ'আত: কিছু কিছু বিদ'আত এমন আছে যা আল্লাহর সাথে তাঁর কোন সৃষ্টিকে শরীক করার শামিল। এসব বিদ'আতে যা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এবং কেবল তাঁরই সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, তাও বান্দার সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়। যথা - অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির কাছে কিংবা মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আ করা, বুযর্গ ব্যক্তির কাছে বিপদে সাহায্য কামনা করা, তার নিকট কোন কিছু চাওয়া। যেমন- কোন কোন বিদ'আতী এভাবে বলে যে, "হে গাউছে পাক, হে 'আবদুল কাদের জিলানী! আমাকে সাহায্য কর, আমাকে উদ্ধার কর, আমাকে সন্তান দাও ......" ইত্যাদি। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউই তো এসব কিছু দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে এসব চাওয়াকে আল্লাহ অনুমোদন করেন না। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো:

(وَالَّذِينَ تَدعُونَ مِن دُونه لاَ يَستَطِيعُونَ نَصرَكُم وَلاَ أَنفُسَهُم يَنصُرُونَ)

'তোমরা তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকো তারা (তোমাদের) সাহায্য তো করতেই পারেনা, নিজেদের সাহায্যও করতে পারেনা।'[২৩] মহান আল্লাহ আরো বলেন:

(قُل أَتَعبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَملِكُ لَكُم ضَرًّا وَلاَ نَفعًا وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ)

"(হে নবী! আপনি মানুষদেরকে) বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কারো 'ইবাদাত করবে, যে তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহই হলেন সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।"[২৪]

দুই. হারাম বিদ'আত: কতক বিদ'আত আছে এমন যাতে আল্লাহর সাথে সরাসরি শরীক করা হয় না, কিন্তু তাতে শারী'য়াতের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এমন পন্থার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়, অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করা হয়। যেমন- কোন মৃত ব্যক্তির ওসীলা করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা এবং দু'আ করা। সেখানে মানত করা, গম্বুজ নির্মাণ করা, পুষ্পমাল্য অর্পণ করা, কবরে চুনকাম করা, চুম্বন করা, আতর-সুগন্ধি মাখানো, কোন কিছু লিখা, কবরের উপর বসা, কবরকে আলোকিত করা ও তাওয়াফ করা, তার উপরে ঘর বা মসজিদ তৈরি করা,

২৩. সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৯৭
২৪. সূরা আল-মায়িদা, ৫:৭৬

www.waytojannah.com

মুরব্বীদের কদমবুসী করা, মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা[২৫] পালন করা, মৃত ব্যক্তির জন্য মাছের মেজবান[২৬], ফলের মেজবান[২৭] ইত্যাদির আয়োজন করা, কবরস্থানে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে লোক নিয়োগ করে কোরআন খানি[২৮] করানো, জন্মদিন পালন করা, মিলাদ মাহফিল করা এবং মিলাদে কিয়াম[২৯] করা, জানাযার নামাযের পর মুনাজাত করা, আযানের আগে দরূদ শরীফ পড়া, আযানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম শুনে আঙ্গুল চুম্বন করা ....ইত্যাদি।

আমরা আল্লাহর বান্দাহ বা দাস এবং তিনি আমাদের মনিব। দাস হিসেবে মনিবের কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলা আমাদের অধিকার। যদি কেউ মনে করে যে, এই মহা মনিবের কাছে সরাসরি চাওয়া যায়না, তাহলে সে মহান আল্লাহর মহানুভবতার উপর কলংক লেপন করতে চাইল। কেননা তিনি দুনিয়ার কোন রাজা বাদশাহর মত মধ্যস্থতাকারীর মুখাপেক্ষী নন, বরং তিনি এসব কিছুর উর্ধ্বে। বান্দার চাওয়া ছাড়াও তিনি তার মনের আকুতি পর্যন্ত জানেন। তাঁর জ্ঞান সর্বদা সর্বত্র ব্যাপৃত। তিনি বান্দার (ধমনীর) চেয়েও তার বেশি নিকটে। এ প্রসংগে আল-কোরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে:

(وَ لَقَد خَلَقنَا الإِنسَانَ وَنَعلَمُ مَا تُوَسوِسُ بِه نَفسُهُ ۚ وَنَحنُ أَقرَبُ إِلَيه مِن حَبلِ الوَرِيد)

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, তাও আমি অবগত। এবং আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও তার অধিক নিকটবর্তী।"[৩০]

অতএব তাঁর কাছে চাওয়ার জন্য কোন প্রকার ওসীলা কিংবা মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই।

---

২৫. আমাদের দেশে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর চল্লিশ দিনের মাথায় তার জন্য যে বিশেষ দু'আ ও ভোজের আয়োজন করা হয় তাকে চল্লিশা বলে।

২৬. কোন কোন এলাকায় মৃত ব্যক্তির নামে মাছ দিয়ে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের আপ্যায়নের যে ব্যবস্থা করা হয় তাকে মাছের মেজবান বলে।

২৭. কোন কোন এলাকায় মৃত ব্যক্তির নামে ফল দিয়ে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের আপ্যায়নের যে ব্যবস্থা করা হয় তাকে ফলের মেজবান বলে।

২৮. আমাদের দেশে লোক নিয়োগ করে মৃত ব্যক্তির নামে কোরআন খতম করাবার যে রেওয়াজ আছে তাকে কোরআন খানি বলে।

২৯. কিয়াম আরবী শব্দ। এর অর্থ দাঁড়ানো। কোন কোন এলাকায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে দরুদ পাঠের অনুষ্ঠানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে আবার বিশেষ ভাষায় দরুদ ও সালাম পড়া হয়। এটিই মিলাদে কিয়াম নামে পরিচিত।

৩০. সূরা **কাফ**, ৫০:১৬

www.waytojannah.com

এ ব্যাপারে তিনি নবীকে স্পষ্ট জানিয়েও দিয়েছেন-

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

"আমার বান্দারা যখন আপনার নিকট আমার কথা জিজ্ঞেস করে, (আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে) আমি অত্যন্ত নিকটে।"[৩১] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

(أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ)

"হে লোক সকল, তোমাদের নিজেদের প্রতি সদয় হও। (আল্লাহকে অনেক দূরে ভেবে তাঁকে ডাকার সময় জোরে জোরে চিৎকার করো না)। তোমরা এমন কাউকে ডাকছ না যিনি বধির কিংবা অনুপস্থিত। নিশ্চয়ই তোমরা এমন এক সত্তাকে ডাকছ, যিনি অত্যন্ত নিকটে ও সর্বশ্রোতা এবং তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।"[৩২]

অনুরূপভাবে সৃষ্টজীবের জন্য (চাই সে জীবিত হোক কিংবা মৃত) কোন কিছু মান্নত করা, তার কাছ থেকে কোন কল্যাণ আশা করা, তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা ইত্যাদি ইসলামী শারী'য়াতে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং সুস্পষ্ট হারাম। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

"তোমরা কবরের দিকে সালাত আদায় করো না, আর না তার উপর উপবেশন করবে।"[৩৩] আরেক হাদীসে তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে এভাবে বলছেন:

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"ইহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মাসজিদ বানিয়েছিল।"[৩৪]

আবার কতক বিদ'আত আছে যার মূল কাজগুলো কোন না কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু তার জন্য নিজে নিজে এমন সব পন্থা তৈরি করে নেয়া হয়েছে, যার কোন শার'য়ী

---

৩১. সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৬
৩২. মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্-নীসাবুরী, সহীহ মুসলিম (বৈরূতঃ দারুল জীল), খ. ৮, পৃ. ৭৩
৩৩. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬২
৩৪. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬৮ ও সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৭

www.waytojannah.com

ভিত্তি নেই। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পড়ার নামে মিলাদ মাহফিল করা, জুমু'আর নামায আদায়ের পর যোহর নামায (আখেরী যোহর) আদায় করা, আযানের পূর্বে ও পরে জোরে জোরে সালাত ও সালাম (দরূদ) পাঠ করা, তারাবীহের নামাযে দুই ও চার রাক'আত পর পর বিশেষ দু'আ পাঠ করা, শবে কদর, শবে বরাত ও শবে মি'রাজের নামে বিশেষ নামায পড়া, নামায, তিলাওয়াতে সিজদাহ, সোহ সিজদাহ ইত্যাদি অনাদায়ি থাকলে তার বিনিময়ে অর্থ কড়ি দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা, জুমু'আর নামাযকে মোট ২২ রাক'আত আদায় করা ...... ইত্যাদি।[৩৫] নামাযের জন্য জায়নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআনের যে আয়াতটি[৩৬] পড়ার প্রচলন আমাদের সমাজে চালু আছে তাও মূলতঃ জায়নামাযের দু'আ নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা হিসেবে পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের সমাজে এটিকে জায়নামাযের দু'আ হিসেবে বাচ্চাদেরকে শিখানো হয়। তাছাড়া প্রতিটি নামাযের শুরুতে আরবীতে আলাদা আলাদা ভাষায় নিয়্যাত করা এবং নামাযের পোশাক তথা জামা ও টুপি নিয়ে তো বাড়াবাড়ি আছেই।

এ বিষয়ে একবার কলেজ পড়ুয়া তিন বন্ধুর একটি গল্প শুনেছিলাম। গল্পটিতে নামাযের ব্যাপারে আমাদের সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার স্বরূপ উম্মোচিত হয়েছে। গল্পটি হলো- "হোস্টেলে থাকা তিন বন্ধু বিকেল বেলা হাঁটতে বের হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পাক্কা নামাযী এবং সে নামাযের নিয়ম-কানুন ভালভাবে জানে। আরেকজন মাঝে মাঝে নামায পড়ে, কিন্তু সব নিয়ম কানুন ভাল করে জানে না। তৃতীয় জন কখনোই নামায পড়ে না। কিছুক্ষণ পর যখন মাগরিবের আযান শুরু হল তখন পাক্কা নামাযী বন্ধু তার সাথীদেরকে বললোঃ এই চল নামাযে যাই, আযান হচ্ছে। যে বন্ধুটি নামায পড়ে না এবং আজও তার পড়ার ইচ্ছা নেই, সে তড়িঘড়ি তার প্যান্টের পকেট খোঁজাখুঁজি করে বললোঃ এই তোরা যা, আমি টুপি আনি নি। এ কথা বলেই সে হোস্টেলের দিকে রওয়ানা করল। অপর দুই বন্ধু এবার চলল মসজিদের দিকে। জলদি করে ঢুকে পড়ল ওযুখানায়। কিন্তু তারা ওযু শেষ করে আসার আগেই নামাযের জামা'আত শুরু হয়ে গেল।[৩৭] মুসল্লিদের কাতার পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পৌঁছতে ইমামের প্রথম রাক'আতের

---

৩৫. মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ, আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান ও আল-আকীদাহ আল-ইসলামিয়াহ, (ঢাকাঃ রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি- কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস, ডিসেম্বর ২০০৩), পৃ- ১৭

৩৬. আয়াতটি হলো- (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين) (আমি তো একমুখী হয়ে তাঁর দিকেই আমার মুখ ফিরালাম, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।) সূরা আল-আন'আম, ৬:৭৯

৩৭. আমাদের দেশের অধিকাংশ মসজিদেই প্রচলিত নিয়ম হলো- মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়ার দোহাই দিয়ে আযান শেষ হওয়া মাত্রই ইকামাত শুরু করা হয়। অথচ এ দেশেই আবার রামাদান

www.waytojannah.com

কিরাআত পড়া শেষ। তিনি রুকুর তাকবীর বলে ফেলেছেন। এমতাবস্থায় পাক্কা নামাযী বন্ধুটি 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযে শামিল হয়ে গেল। কিন্তু তার সাথী পড়ে গেল বিপাকে। সে আরবীতে নিয়্যাত উচ্চারণ করার জটিলতার সম্মুখীন হলো। অনেক চেষ্টা করেও সে মাগরিবের নামাযের নিয়্যাতটা মনে করতে পারছিল না। অবশেষে সে তার বন্ধুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে ফিসফিস আওয়াজে ঢাকাইয়্যা ভাষায় বলছিল- "আবে আলায় নিয়্যাতটা কয়না বেঠা'/আমাকে নিয়্যাতটা বলে দে, নইলে আমি যে নামাযে শামিল হতে পারছি না'।"

উপরের ঘটনাটি আমি এজন্যে লিখলাম যে, এর মাধ্যমে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর 'আলিম এবং তাদের অনুসারীদের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। আমি নিজেও ছোট বেলায় অনেক কষ্ট করে আরবীতে এ নিয়্যাতগুলো মুখস্থ করেছিলাম। অনেক কষ্ট হয়েছিল এজন্যে যে, আরবী ভাষা না বুঝা সত্ত্বেও ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, দুই রাকা'আত, তিন

মাসে ইফতার খাওয়ার জন্য ১০/১২ মিনিট সময় দেওয়া হয়, তারপর মাগরিবের জামা'আত শুরু হয়। এর মাধ্যমে কি বছরের অন্যান্য সময়ে যারা রোযা রাখেন তাদেরকে সেদিনের মাগরিবের জামা'আত থেকে বঞ্চিত করা হয় না? অথবা তাদেরকে কি এ দুটোর যে কোন একটির ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয় না? তাছাড়া আযানের মাধ্যমে যাদেরকে নামাযের জন্য ডাকা হলো তাদেরকে তো এই ডাকে সাড়া দেওয়ার পর্যাপ্ত সময়ও দেওয়া হলো না। অবশ্য কিছু কিছু মসজিদে সারা বছরই মাগরিবের আযানের পর মুসল্লীদের মসজিদে আসার সুবিধার জন্য ৫/৭ মিনিট সময় দেয়া হয়। এটি সারা দেশের সকল মসজিদেই হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। মসজিদের সম্মানিত ইমামগণ নিজেরাই মুসল্লীদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়ে একটি ঘোষণার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে পারেন। এর ফলে নামাযের ব্যাপারে এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে একটি ইতিবাচক সাড়া পড়বে বলে আমার বিশ্বাস। তাছাড়া এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আরেকটি সুন্নাতকেও জীবিত করা হবে। আর তা হলো- সহীহ মুসলিমে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে আমরা সূর্যাস্তের পর মাগরিবের আগে দুই রাক'আত নামায পড়তাম। জিজ্ঞেস করা হলো- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি এই দুই রাক'আত নামায পড়তেন? তিনি বললেন: তিনি আমাদেরকে তা পড়তে দেখতেন। কিন্তু তাতে তিনি আদেশ বা নিষেধ করতেন না। অন্য বর্ণনায় এসেছে- (صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب – لمن شاء–) "তোমরা মাগরিবের আগে নামায পড়ো, মাগরিবের আগে নামায পড়ো, (যে চাও) মাগরিবের আগে নামায পড়ো' (সহীহুল বুখারী, ৩/৪৯)। আবূ দাউদের বর্ণনায় বলা হয়েছে- (صلوا قبل المغرب ركعتين) "তোমরা মাগরিবের আগে দুই রাক'আত নামায পড়ো' (আবূ দাউদ, হাদীস নং- ১২৮১)। আনাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, আমরা মদীনায় থাকা অবস্থায় মুয়ায্যিন যখন মাগরিবের আযান দিত, সবাই জলদি করে মসজিদের খুঁটিসমূহের পেছনে গিয়ে দুই রাক'আত নামায পড়ে নিত। এত বেশি সংখ্যক লোকেরা এই নামায পড়ত যে, তখন বাইরের কোন আগন্তুক আসলে মনে করত যে, ফরয নামায হয়ত পড়া হয়ে গেছে (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৮৩৭)। তাছাড়া 'আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: প্রত্যেক দুই আযানের (আযান ও ইকামাত) মাঝখানে নামায রয়েছে। কথাটি তিনি তিন বার বলেছেন। অবশ্য তৃতীয় বারে বলেছেন: যে ব্যক্তি চায়। (মুত্তাফাকুন 'আলাইহি)। অতএব কেউ চাইলে তখন দুই রাক'আত নামায পড়তে পারে। সাহাবীদের মধ্যে এর উপর আমলও চালু ছিল।

www.waytojannah.com

রাকা'আত, চার রাকা'আত, ইমাম হয়ে অথবা মুক্তাদী হয়ে, ফজর, জোহর, 'আছর, মাগরিব, 'ইশা, বিতর, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, ঈদের নামায, জুমু'আর নামায, জানাযার নামায ইত্যাদি - প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করে তা শিখতে হয়েছিল। অথচ বড় হয়ে এবং মহান আল্লাহর অনুগ্রহে দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে এখন দেখছি যে, নিয়্যাতের এ ভাষাগুলো কোরআন অথবা হাদীসের কোথাও নেই। একথা ঠিক যে, সকল কাজের ফলাফলই নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নামাযের এসব ভাষাগত নিয়্যাতের উপর এর শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভরশীল নয়। মুখে বলতে গিয়ে ভুলক্রমে কেউ অন্যটা বলে ফেললেও সেটাই হবে যা সে মনে মনে নিয়্যাত করেছে। ফজরে ঘুম থেকে জেগে ওযু করে কেউ তো আর যোহরের নামাযের জন্য দাঁড়ায় না। মসজিদে গিয়ে যিনি ইমাম হয়েছেন তার পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর অর্থই হচ্ছে এই ইমামের আনুগত্য মেনে নেওয়া। ইমামের জন্য নির্ধারিত জায়গায় দাঁড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নামায শুরু করার অর্থই হচ্ছে পেছনের মুসল্লীদের ইমামতের দায়িত্ব গ্রহণ করা। অতএব নামায বিষয়ক এ জাতীয় বিদ'আতগুলোর ব্যাপারে আমাদের সজাগ ও সচেতন হওয়া উচিত। সাথে সাথে মানুষের মাঝেও এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত।

শারী'য়াতের দৃষ্টিতে বিদ'আত প্রত্যাখ্যাত

'ইবাদাতের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মনিবের আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি। কিন্তু মনিবের আদেশের ব্যতিক্রম করলে তিনি সন্তুষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। মনিবের নির্ধারিত পন্থার বাইরে অন্য কোন পন্থা বেছে নেয়ার অর্থই হচ্ছে মনিবকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে খুশী করতে চাওয়া। অথচ যাঁর জন্য 'ইবাদাত নিবেদিত হয়, কেবল তিনিই এই 'ইবাদাতের পন্থা নির্ধারণের নিরংকুশ অধিকারী। এজন্যেই আল্লাহর অনুমোদনহীন, মানবীয় প্রবৃত্তি উদ্ভূত কাল্পনিক কোন প্রথা প্রবর্তন করে তার প্রতি 'ইবাদাতের মাহাত্ম্য আরোপকে ইসলামের দৃষ্টিতে বিদ'আত নামে আখ্যায়িত করা হয়।

তাছাড়া এটি যেহেতু মহান আল্লাহর নিরংকুশ অধিকারে অনধিকার চর্চার শামিল, তাই এটি শিরকতুল্য অপরাধ। এ কারণেই মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় উম্মাতকে বিদ'আতের ব্যাপারে অত্যন্ত জোরালোভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:

(مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)

"যে ব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[৩৮]

---

৩৮. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩২ ও আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি.), খ. ৪৩, পৃ. ৩৫১

www.waytojannah.com

(مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

"কেউ যদি এমন কাজ করে যা আমাদের এই দীনে নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[৩৯]

(كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)

"(দীনের ব্যাপারে) নতুন সৃষ্ট যে কোন প্রথাই বিদ'আত। আর সব বিদ'আতই গুমরাহী।"[৪০]

(فَعَلَيكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِينَ عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُم وَ مُحدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحدَثَةٍ بِدعَةٌ وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلاَلَةٌ)

"তোমরা আমার ও খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শকে গ্রহণ কর এবং খুব মজবুতভাবে তা ধারণ কর। আর সাবধান! নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয়ে সতর্ক থাক। কেননা নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয়ই বিদ'আত। আর সকল বিদ'আতই গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা।"[৪১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমু'আর দিন খুতবায় বলতেন:

(أَمَّا بَعدُ، فَإِنَّ أَصدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيرَ الهَديِ هَديُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحدَثَةٍ بِدعَةٌ وَكُلُّ بِدعَةٍ ضَلاَلَةٌ)

"নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ এর হিদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয়। আর প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী বা ভ্রষ্টতা।"[৪২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদ'আতের অনিষ্ট বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বিদ'আতকে প্রশ্রয় দিতেও নিষেধ করেছেন। যারা বিদ'আতকে প্রশ্রয় দেয় তাদেরকে তিনি বদ দু'আ করে বলেছেন: (لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا)

---

৩৯. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩২
৪০. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস, সুনানু আবী দাউদ (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা. বি.), খ. ৪, পৃ. ৩২৯
৪১. মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ আল-কাযবীনী, সুনান ইবন মাজাহ (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ১৫
৪২. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩২

www.waytojannah.com

'যে ব্যক্তি নতুন উদ্ভাবিত কাজ (বিদ'আত) কে আশ্রয় দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিন।'[৪৩]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

(فَلْيَحْذَرِ الذينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُم فتنةٌ أو يُصِيبَهُم عَذَابٌ أليمٌ)

"যারা তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর কোন ফিতনা বা কোন মর্মন্তুদ শাস্তি আসতে পারে।"[৪৪]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন :

وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُم عَنهُ فَانتَهُوا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।"[৪৫]

উপরের আলোচনা ও দলীল প্রমাণের নিরিখে একথা প্রমাণিত হলো যে, যে কাজের পক্ষে শারী'য়াতে কোন দলীল নেই তাই বিদ'আত। আর সকল বিদ'আতই গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা। তাই ইসলামী শারী'য়াতে এ ধরনের সকল কাজই প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য।

শিরক, অন্ধ তাকলীদ এবং বিদ'আত একই সূত্রে গাঁথা

মানব সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসা শিরক, অন্ধ তাকলীদ এবং বিদ'আত এগুলো সবই যেন এক সূত্রে গাঁথা। যারা শিরকে লিপ্ত, যারা তাকলীদের ক্ষেত্রে গোঁড়ামীতে নিমজ্জিত এবং যারা বিদ'আত চর্চার ব্যাপারে আপসহীন- তারা সকলেই চিন্তা-চেতনা ও যুক্তি-তর্কে প্রায় একই রকম। তাদের মধ্যে কয়েকটি দিক থেকে মিল পাওয়া যায়। যেমন- (ক) পূর্ববর্তীদের অনুকরণের ক্ষেত্রে তারা সকলেই অন্ধত্ব প্রদর্শন করে। এ ব্যাপারে তারা কোন দলীলের দোহাই শুনতে রাজী নয়। (খ) তাদের সঠিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে এবং তারা সকলেই জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করে। সত্য ও সঠিক জ্ঞানের দিশা দিলে তারা তা মানতে রাজী হয় না। বরং পূর্ববর্তীদের দোহাই দিয়ে তা থেকে নিরাপদ দূরে অবস্থানের চেষ্টা করে। (গ) তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি হয় অতিভক্তিপ্রবণ। পূর্ববর্তীরা কখনো ভুলের মধ্যে থাকতে পারে এ যেন কল্পনার অতীত বিষয়। তাই তাদের সামনে কেউ প্রচলিত নিয়ম নীতির বাইরে কোন সত্যের পথ

---

৪৩. আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বাইহাকী, আস্-সুনানুল কুবরা (মক্কা আল-মুকাররামাহ: মাকতাবাতু দারিল বায, ১৪১৪ হি.), খ. ৬, পৃ. ৯৯

৪৪. সূরা আন্-নূর, ২৪:৬৩

৪৫. সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭

www.waytojannah.com

প্রদর্শন করলে তারা তা কিছুতেই শুনতে রাজী হয় না। এ ব্যাপারে তারা নিজের বিবেক বুদ্ধিকে কিছুতেই কাজে লাগাতে চায় না। এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা পূর্ব পুরুষদের দোহাই দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে।

বিদ'আতের কট্টর অনুসারী ও অন্ধ তাকলীদের স্বপক্ষীয়দের সাথে কথা বললে তাদের মাঝে উপরের এ চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ের কাফির ও মুশরিকদের যে বর্ণনা আল-কোরআনে পাওয়া যায় তা থেকেও উপরোক্ত চিত্রটিই ভেসে উঠে। আল-কোরআনের একাধিক জায়গায় তাদের বক্তব্যকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

(كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ)

.... আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে একটি নীতির উপর পেয়েছি। আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।[৪৬]

অন্ধ তাকলীদ পন্থীরা নিজ নিজ ইমামের কথা এভাবে বলে আর বিদ'আতীরাও তাদের পূর্ব পুরুষ 'আলিম ও বিজ্ঞজনের কথা একইভাবে বলে বেড়ায়। তাদের প্রদর্শিত নীতি ও আদর্শের বিপরীতে কোন কথাই যেন তারা আর শুনতে রাজী নয়। আর এ নীতির ভিত্তিতেই মুকাল্লিদরা তাদের স্ব স্ব মাযহাবের উপর এবং বিদ'আত পন্থীরা বিদ'আতের উপর টিকে থাকে। পূর্ব পুরুষদেরকে এ অবস্থার উপর পাওয়া, তাদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করা ও তাদের অনুসৃত পথই আল্লাহর নির্দেশিত সঠিক পথ বলে মনে করাই হলো যার যার পথে টিকে থাকার ভিত্তি। অথচ মহান আল্লাহ কেবল তাঁর রাসূলকেই (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন:

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا)

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক।"[৪৭] এ আয়াতের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা যা নিজে করেছেন এবং আমাদেরকে করতে বলেছেন তা আমাদেরকে করতে হবে। আর যা যা তিনি নিজে করেননি এবং করতে বারণ করেছেন তা থেকে

---

৪৬ সূরা আয-যুখরূফ, ৪৩:২৩ (একই রকম বক্তব্য আরো রয়েছে সূরা আয-যুখরূফ, ৪৩:২২, সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৭৪ এবং সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৫৩)

৪৭ সূরা আল-হাশর, ৫৯:৮

www.waytojannah.com

আমাদের সবাইকে দূরে থাকতে হবে। পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিষেধ করা বিষয়সমূহের একটি। অতএব এগুলো থেকে সবসময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে।

বিদ'আতমুক্ত 'ইবাদাত পালনে সাহাবায়ে কিরামের ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যথার্থ অনুকরণের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম হলেন মূর্ত প্রতীক। তাঁরা সব সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন। তাঁকে যা করতে দেখতেন তাই করতেন। যেভাবে করতে দেখতেন সেভাবেই করতেন। আর তিনিও তাদেরকে এরূপ নির্দেশনাই দিতেন। নিজেদের জীবনের প্রতিটি বিষয়কে তারা তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে ঢেলে সাজাতেন। এ ব্যাপারে কখনো বুদ্ধি বৃত্তি বা যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নিতেন না। রাসূলের জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও তারা সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় তাঁর রেখে যাওয়া প্রতিটি কর্মের বাস্তব অনুশীলন করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা)-কে হাজ্জ বা 'উমরার সফরে প্রতিবারই একই জায়গায় যাত্রাবিরতি করতে দেখে একজন সাহাবী কৌতুহল বশত: তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি জানালেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাঁর হাজ্জের সফরে ছিলাম। আমি তাঁকে অমুক অমুক জায়গায় যাত্রাবিরতি করতে দেখেছি এবং অমুক অমুক জায়গায় ইসতিন্‌জা করতে দেখেছি। তাই আমি সেই সেই জায়গায় সেভাবে করার চেষ্টা করি।

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিটি কাজকে অবিকল অনুকরণ করতেন এবং এক্ষেত্রে নিজে থেকে কোন কিছু বাড়াতেন না, বা কমাতেনও না। আর এক্ষেত্রে কোন রকম অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়িরও ধার ধারতেন না তারা। এমনকি কোথাও বাড়াবাড়ির কোন সম্ভাবনা দেখতে পেলে তারা তা অংকুরেই মুছে দিতেন। হাজরে আসাওয়াদকে চুম্বন করতে গিয়ে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর সেই উক্তিটি আমাদেরকে একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেছিলেন: 'হে পাথর! আমি জানি তুমি একটি পাথর, তুমি কোন ক্ষতি বা উপকার করার সামর্থ রাখ না। যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না'।[৪৮] খালীফা 'উমার (রা) তাঁর খিলাফাতকালেই হুদাইবিয়ার সেই বিখ্যাত গাছটিকে কেটে ফেলেছিলেন যার নিচে বসে

---

৪৮. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ১৫২০ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১২৭০

www.waytojannah.com

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে বাই'য়াত হয়েছিলেন। এবং যে বাই'য়াতের উপর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে বলে আল-কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা 'উমার (রা) আশংকা করেছিলেন যে, এ গাছটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে বাড়াবাড়ি হতে পারে, শিরক ও বিদ'আতের বিস্তার ঘটতে পারে। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়কার আরেকটি ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তাঁর সাহাবায়ে কিরামের নির্ভেজাল ভালবাসা ও তাঁকে অবিকল অনুকরণের উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কাফিরদের সাথে সম্পাদিত সন্ধির ধারা অনুসারে মুসলিমদেরকে এখন মদীনায় ফেরত যেতে হবে। অতএব তারা যেন নিজেদের মাথার চুল মুন্ডন করে ইহরাম ভেঙ্গে ফেলেন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এমন আদেশকে মেনে নিতে হঠাৎ করেই সবাই যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন পর জন্মভূমিতে যেতে পারার তীব্র আকাংখা এবং বাইতুল্লাহ যিয়ারাতের সুযোগটি এভাবে হাতছাড়া হতে দিতে যেন তারা কিছুতেই প্রস্তুত নন। যেই সাহাবীদেরকে তিনি কখনো কোন কিছুর আদেশ করলে তারা তা বাস্তবায়নে এক মুহূর্ত দেরী করতেন না তাদের এ অবস্থাটি দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। নিজের তাঁবুতে গিয়ে উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রা)-কে বিষয়টি জানালেন। আর অমনি তিনি একটি সুন্দর পরামর্শ দিলেন এবং বললেন যে, আপনি নিজে তাদের মাঝে গিয়ে নিজের মাথার চুল মুন্ডন করতে শুরু করে দিন। দেখবেন সবাই আপনার দেখাদেখি তাই করছে। সত্যি সত্যি উম্মু সালামার সেই পরামর্শ সেদিন দারুন কাজ করেছিল। যেই আবেগের বশবর্তী হয়ে এতক্ষণ তারা ইহরাম ভাঙ্গতে প্রস্তুত ছিলেন না, এখন সেই আবেগকে বিসর্জন দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতের অনুকরণে মত্ত হয়ে গেলেন।

এখান থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে তা হলো, সাহাবায়ে কিরাম নি:শর্তভাবে ও নির্ভেজালরূপে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুকরণ করতেন। তাঁর অনুকরণের বেলায় তারা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা কিংবা আবেগ-অনুভূতির কোনই তোয়াক্কা করতেন না। আর এই অনুকরণের ক্ষেত্রে তারা নিজেরাও কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করতেন না এবং অন্যদের বেলায়ও কোন কিছুতে কোন প্রকার বাড়াবাড়িকে তারা প্রশ্রয় দিতেন না। কখনো কোন সাহাবীকে সুন্নাতের ব্যতিক্রম আমল করতে দেখলে সাথে সাথে তারা তার কাছে দলীল তলব করতেন। তিনি তার সপক্ষে দলীল উপস্থাপন করতে না পারলে তাকে তারা নিজেদের জানা দলীলের ভিত্তিতে সঠিক সুন্নাহর উপর আমলের তাকীদ করতেন। অথবা এর বিপরীতে

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন আমল বা উক্তি থাকলে তা তাকে বলে দিতেন।

বিদ'আতের বিভাজন

আজকাল আমাদের সমাজে অনেককেই হরহামেশা এরূপ কথা বলতে শুনা যায় যে, 'আপনারা যেভাবে বিদ'আত বিদ'আত করছেন তাতে তো কোন কাজই আর বিদ'আতের বাইরে নয়।......... সব বিদ'আতই তো আর খারাপ নয় । অনেক বিদ'আত আছে যা দীনেরই স্বার্থে বা সুন্নাতেরই অনুকূলে পালিত হয়। বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতকে জিইয়ে রাখা বা চালু রাখার লক্ষ্যেই সেগুলো করা হয়।' অর্থাৎ যেন তারা বলতে চান যে; যে কোন মূল্যে যে কোন পন্থায় আল্লাহর দীন তথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতকে টিকিয়ে রাখার গুরু দায়িত্ব যেন তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। আর আল্লাহর দীন যেন এতই ঠুনকো যে নব নব এই সব পন্থার উদ্ভাবন ছাড়া একে টিকিয়ে রাখাই দুষ্কর।

তারা আরো বলেন যে; 'কিছু কিছু বিদ'আত আছে যেগুলো ভাল এবং কল্যাণকর। আর কিছু কিছু আছে যা মন্দ ও অকল্যাণকর। ভাল গুলোকে আমরা বিদ'আতে হাসানাহ বা উত্তম বিদ'আত বলতে পারি। আর মন্দ গুলোকে বলতে পারি বিদ'আতে সাইয়্যিয়াহ বা খারাপ বিদ'আত।'[৪৯] শুধু তাই নয়; বিদ'আতের এরূপ বিভাজনের সপক্ষে তারা দ্বিতীয় খালীফা আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) একটি উক্তিকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত এ হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী হলেন 'আবদুর রহমান ইবন 'আবদুল কারী। তিনি বলেন:

(خرجت مع عمر بن الخطاب–رضي الله عنه– في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون: يصلى الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل .ثم عزم فجمعهم على أبي ابن كعب . ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال عمر: نعمت البدعة هذه)

"আমি 'উমার (রা) এর সাথে রামাদান মাসে মসজিদে গেলাম। সেখানে দেখলাম লোকেরা বিচ্ছিন্ন ভাবে নিজের নিজের (তারাবীহ) নামায পড়ছে। আবার কোথাও একজন নামায পড়ছে আর তার সাথে পড়ছে আরো কিছু লোক। তখন 'উমার (রা)

৪৯. মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫২

www.waytojannah.com

বললেন: আমি মনে করছি; এ সব নামাযীকে একজন ভাল কারীর পেছনে একত্রে নামায পড়তে দিলে খুবই ভাল হয়। পরে তিনি তাই করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং উবাই ইবন কা'য়াবের (রা) ইমামতিতে জামা'য়াতে নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। অত:পর আরেক রাতে তাঁর সাথে আমিও বের হলাম। তখন লোকেরা একজন ইমামের পেছনে জামা'য়াতবদ্ধ হয়ে তারাবীহের নামায পড়ছিলেন। (এ দেখে) 'উমার (রা) বললেন: 'কতইনা ভাল বিদ'আত এটি'।"[৫০]

এ হাদীসে উল্লেখিত 'উমারের (রা) সর্বশেষ উক্তিটিই তাদের মতে বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করার মূল ভিত্তি। কেননা 'উমার (রা) বলেছেন: نعمت البدعة هذه অর্থাৎ 'কতইনা উত্তম বিদ'আত এটি'। 'উমার (রা) যেহেতু এটিকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাকে আবার উত্তম বলে অভিহিত করেছেন; কাজেই কতক বিদ'আত এমন আছে যা উত্তম আবার কতক বিদ'আত উত্তম নয় বা যা অবশ্যই খারাপ। সম্ভবত: এখান থেকেই মুসলিম সমাজের এক শ্রেণীর লোকের মাঝে এরূপ ধারণার প্রচলন ঘটেছে যে; বিদ'আত দু' প্রকার। একটি হলো- بدعة حسنة (বিদ'আতে হাসানাহ) বা 'ভাল বিদ'আত' আর অপরটি হলো- بدعة سيئة (বিদ'আতে সাইয়্যিয়াহ) বা 'মন্দ বিদ'আত'।

বিদ'আতকে ভাল ও মন্দে বিভক্তকরণের ভয়াবহ পরিণাম

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতের প্রতি পর্যাপ্ত দরদ ভরা মন নিয়ে যখন কোন সাধারণ মুসলিম বিদ'আতের এই বিভক্তির কথা শুনতে পায় তখন সংগত কারণেই তার মন আবেগে ভরে উঠে এবং সুন্নাতের নামে ভাল কিছু হতে দেখলে অতি সহজেই তা কবুল করে নেয় এই ভেবে যে এটি তো মন্দ কিছু নয়। অবশ্য ব্যাপারটি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তখন যখন এই বিদ'আতটি কালক্রমে চলতে থাকে এবং পরবর্তী জেনারেশন ভাবতে শুরু করে যে এটি আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় একটি সুন্নাত। আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে অমুক অমুক বিশেষ ব্যক্তি এই সুন্নাতেরই পাবন্দ ছিলেন। ফলে যে কাজটির যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি ভাল বিদ'আত নামে তা এখন অতি সহজেই সুন্নাত নামে পালিত হতে থাকল, যেমনটি আমরা আরো অনেক বিদ'আতের ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করে থাকি। যেমন; মিলাদ শরীফের নামে যে বিশেষ পন্থা আজ আমাদের দেশের কোন কোন এলাকায় ব্যাপক হারে চালু হয়ে আছে তা হয়ত প্রথমে কোন একজন বিশেষ 'আবিদ (عابد) আবেগাপ্লুত হয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে পালন করেছিলেন, পরে তাঁর ভক্ত অনুরক্তরা এই পন্থাকে নিজেদের জন্য অনুকরণীয় ভেবে পালন করতে থাকলেন। অথচ তারা বেমালুম ভুলে গেলেন যে কোন 'ইবাদাতের

---

৫০. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ২০১০

www.waytojannah.com

বেলায় পন্থা নির্ধারণের অধিকার কেবল শারী'য়াতের, ব্যক্তির নিজের নয়। এ প্রসঙ্গে কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো-

(وَعَلَى اللهِ قَصدُ السَّبِيلِ وَ مِنهَا جَائِرٌ وَ لَو شَاءَ لَهَدَاكُم أَجمَعِينَ)

"তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করা আল্লাহরই দায়িত্ব। এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারেন।"[৫১]

আল-কোরআনের অন্যত্র মহান আল্লাহ মুশরিকদের বিদ'আতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের প্রতি ভর্ৎসনার স্বরে বলছেন-

(أَم لَهُم شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَم يَأذَن بِهِ اللهُ)

"তাদের কি এমন কোন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য দীনের ঐসব বিধান প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?"[৫২]

দ্বন্দ্বের অপনোদন

বিদ'আতের প্রকরণ নিয়ে উপরোক্ত আলোচনা থেকে যেসব ধারণার সৃষ্টি হতে পারে তা হলো- ১. তারাবীহের নামায ইসলামের প্রথম বিদ'আত এবং জামা'য়াতের সাথে তারাবীহ পড়া বিদ'আত। ২. 'উমারই (রা) ইসলামে প্রথম বিদ'আতের প্রচলন করেন। এবং তিনিই প্রথম বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করেন ...ইত্যাদি। সুতরাং দলীল প্রমাণ ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে এসব ধারণার অপনোদন করে বিষয়টির সঠিক সমাধান পেশ করার চেষ্টা করা উচিত।

এক: তারাবীহের নামায

বিদ'আতের পরিচয়ে দেখা গেছে যে বিদ'আত হলো এমন নতুন উদ্ভাবিত কথা বা কাজ যার কোন দৃষ্টান্তই পূর্ববর্তী সমাজ তথা ইসলামের সোনালী যুগে (শারী'য়াত প্রবর্তন কালে) পাওয়া যায় না। এবং শারী'য়াতের পরিভাষায় যা সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সে হিসেবে তারাবীহের নামাযের বিষয়টিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে; এটি ইসলামের সোনালী যুগ তথা রাসূলের যুগেই বিদ্যমান ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই তা আমলও করেছেন। শুধু তাই নয়; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ নামায জামা'য়াতের সাথেও আদায় করেছেন।

---

৫১. সূরা আন্-নাহল, ১৬:৯
৫২. সূরা আশ্ -শূরা, ৪২:২১

www.waytojannah.com

সুতরাং তা নতুন উদ্ভাবিত কাজও যেমন নয়; আবার সুন্নাতের বিপরীতও নয়। কেননা জামা'য়াতের সাথে এ নামায আদায়ের ব্যাপারটিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ই হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীস প্রণিধানযোগ্য; যা 'আয়িশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন:

(أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : « رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ » . وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে নিজের (তারাবীহ) নামায পড়ছিলেন। বহু লোক তাঁর সঙ্গে নামায পড়ল। দ্বিতীয় রাত্রিতেও অনুরূপ হল। এমনকি এ নামাযে খুব বেশি সংখ্যক লোক শরীক হতে থাকল। অত:পর তৃতীয় বা চতুর্থ রাত্রে যখন লোকেরা পূর্বের ন্যায় একত্রিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কাছে গেলেন না। পরের সকালে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: তোমরা যা করেছ তা আমি লক্ষ্য করেছি। আমি তোমাদের সাথে নামাযের জন্য আসিনি শুধু একটি কারণে। তা হলো; আমার ভয় হচ্ছে যে; এভাবে জামা'আতবদ্ধ হয়ে (তারাবীহ) নামায পড়লে হয়ত তা তোমাদের উপর ফরযই করে দেয়া হবে। ('আয়িশা রা. বলেন:) এ ঘটনা ছিল রামাদান মাসের।"[৫৩]

এ হাদীস থেকে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে জামা'আতের সাথে তারাবীহের নামায পড়াবার কাজ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই প্রথম শুরু করেন। পর পর তিন রাত লোকেরা তাঁর পেছনে জামা'আতে শামিল হলেও তিনি তাদেরকে নিষেধ করেননি। বরং তিনি ভাবলেন যে যেহেতু তখনও শারী'য়াতের নতুন নতুন বিধান প্রবর্তিত হচ্ছে, এমতাবস্থায় তাঁর (নবীর) নিজের নেতৃত্বে যদি একটি সুন্নাত 'ইবাদাতকেও নিয়মিত আদায় করা হয় তাহলে না জানি মহান আল্লাহ তা তাঁর উম্মাতের জন্য ফরয বানিয়ে দেন। এ আশংকা থেকেই মূলত: তিনি পরবর্তীতে এ সুন্নাত

---

৫৩. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ২০১২ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭৬১

www.waytojannah.com

নামাযের ইমামতি করা থেকে বিরত হন। এবং সাহাবীগণ নিজেরা যে নামায পড়েছিলেন তাতে তিনি বাধা দেননি। উপরোক্ত হাদীস থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুপস্থিতিতেও সাহাবীগণ এ নামায জামা'আতের সাথেই আদায় করছিলেন। কেননা পরের সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে লক্ষ্য করে এভাবে বলেছিলেন যে, তোমরা যা করেছ (অর্থাৎ জামা'আতের সাথে তারাবীহের নামায পড়েছ); তা আমি দেখেছি। কিন্তু যে কারণে আমি তোমাদের সাথে শামিল হওয়া থেকে বিরত থেকেছি; তা হলো– আমার ভয় হচ্ছিল যে; আমিও তোমাদের সাথে এভাবে শামিল হতে থাকলে হয়ত এটি তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে। 'আয়িশা সিদ্দিকার (রা) একটি উক্তি থেকেও একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি বলেছেন:

(كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ)

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কোন কাজ করতে ভালবাসতেন; তথাপি তিনি তা করা থেকে বিরত থাকতেন শুধু এই ভয়ে যে, তাঁর সাথে লোকেরা তা নিয়মিত করতে থাকলে হয়ত তা তাদের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে।"[৫৪]

অতএব তারাবীহের নামায বিদ'আত তো নয়ই; বরং এটি একটি পাক্কা সুন্নাত। আর জামা'আতের সাথে এ নামায আদায় করাও কোন নতুন আবিস্কৃত বিদ'আত নয়। তাই এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ'আতকে ভাল ও মন্দে বিভক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই এবং সুযোগও নেই।

দুই: বিদ'আতের বিভাজন ও খালীফা 'উমার (রা)

প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, কে তাহলে প্রথম বিদ'আতের প্রচলন করেন এবং কেই বা একে দুই ভাগে ভাগ করেন? উপরে বর্ণিত বুখারীর হাদীস থেকে কেউ হয়ত এর জন্য 'উমার (রা) কেই দায়ী মনে করতে চাইবেন। কিন্তু তারাবীহের নামাযকে যেহেতু বিদ'আত হিসেবে চিহ্নিত করা গেল না; অথবা জামা'আতের সাথে তারাবীহ আদায়ও যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ই হয়েছে; অতএব 'উমারকে (রা) প্রথম বিদ'আতের প্রচলনকারী বলারও আর কোন অবকাশ থাকলো না। অবশ্য তার পরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে; 'উমার (রা) কেন তাহলে এভাবে বললেন যে; نعمت البدعة

৫৪. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ১০৬০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১১৭৪, সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং- ১১০১

www.waytojannah.com

هذه (কতইনা সুন্দর বিদ'আত এটি)! অর্থাৎ কেন তিনি এটিকে বিদ'আত বললেন ? কোন্ হিসেবে এটি বিদ'আত হতে পারে? আবার এটিকে উত্তম হিসেবেই বা আখ্যায়িত করলেন কেন? অথচ 'উমার (রা) 'আয়িশার (রা) হাদীসের কথা জানতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক কয়েকদিন এ নামায জামা'আতের সাথে আদায়ের ব্যাপারেও তিনি অবগত ছিলেন। এমনকি যে কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তারাবীহের জামা'আত ছেড়ে দিয়েছিলেন তাও 'উমারের (রা) অজানা ছিলো না।

তাছাড়া ফরয বিহীন অপরাপর (নফল) নামায (যেমন- তাহাজ্জুদ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে ইবন 'আব্বাস (রা)[৫৫] এবং আনাস (রা) কে সাথে নিয়ে যে জামা'আতের সাথে আদায় করেছেন তাও তিনি জানতেন।[৫৬] আর জামা'আতে নামায আদায়ের ২৭ (সাতাশ) গুণ সাওয়াবের ব্যাপারেও 'উমার (রা) ভালভাবেই অবগত ছিলেন।[৫৭] কাজেই তারাবীহের ব্যাপারে তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য হলো এই যে রামাদান মাস হলো সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত মাস। এ মাসে প্রতিটি আমলের নেকী বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়া হয়। আর এ মাসের একটি বিশেষ 'ইবাদাত হলো তারাবীহ যা অন্য মাসের বেলায় প্রযোজ্য নয়।[৫৮] জামা'আতের সাথে এটি আদায় করতে পারলে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী অনেক বেশি প্রতিদান পাওয়া যাবে। সম্ভবত উম্মাতকে এ বিরাট প্রতিদানের ভাগী করার জন্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই এ নামাযের জামা'আতের প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু উম্মাতের জন্য অন্য আরেকটি কল্যাণ বিবেচনা করতে গিয়ে তিনি নিজে জামা'আতে শামিল হওয়া থেকে বিরত হলেন। এভাবে চলতে থাকল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত। তারাবীহের ব্যাপারে আর কোন কেন্দ্রীয় জামা'আত চালু থাকল না। এরপর আসল প্রথম খালীফা আবূ বাকর (রা) এর খিলাফাত কাল। আল্লাহর নবীর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা, সেই সঙ্গে আবার মিথ্যা নাবুওয়াতের দাবীদারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে শায়েস্তাকরণ, কোরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সর্বোপরি বিজয়াভিযান গুলো পরিচালনা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে অতি দ্রুত তাঁর খিলাফাতকাল অতিবাহিত হয়ে যায়। যদ্দরুন জামা'আতের সাথে তারাবীহের নামায নতুন করে চালু করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। এরপর খালীফা 'উমারের (রা) শাসনকালে

---

৫৫. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৭২৮

৫৬. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৩৮০, ৮৬০ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৬৫৮, ৬৬০

৫৭. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৬৪৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৬৫০

৫৮. অবশ্য রাত্রিকালীন নফল নামায যা 'কিয়ামুল লাইল' নামে খ্যাত তা সারা বছরের জন্যই প্রযোজ্য। কারো কারো মতে, রামাদান মাসের (সালাতুত তারাবীহ) তারাবীহের নামাযও কিয়ামুল লাইলেরই অন্তর্ভুক্ত। (লেখক)

www.waytojannah.com

রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। এবং রামাদানের কোন এক রজনীতে খালীফা নিজে মুসলিমদেরকে এভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে নামায আদায় করতে দেখে তাদেরকে এক জামা'আতের অধীন করার উদ্যোগ নেন। এবং যে কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করা থেকে বিরত ছিলেন সে কারণও আর তখন অবশিষ্ট ছিলোনা বিধায় তিনি নির্দ্বিধায় এ উদ্যোগকে বাস্তবায়ন করেন। এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি বিলুপ্তপ্রায় সুন্নাতকে নতুন করে চালু করেন।

যেহেতু মাঝখানে দীর্ঘদিন যাবত এ কেন্দ্রীয় জামা'আত বন্ধ ছিল এবং খালীফা 'উমারের (রা) উদ্যোগে উবাই ইবন কা'বের (রা) নেতৃত্বে আবার তা নতুন ভাবে চালু হয়েছে, তাই শাব্দিক অর্থেই তিনি একে বিদ'আত বলেছেন। অন্যথায় এটি তো আর সুন্নাতের বিপরীত নয়। বরং এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে চলে আসা একটি সুন্নাত। এমনকি যে মুহূর্তে 'উমার (রা) এই নতুন কেন্দ্রীয় জামা'আতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন; ঠিক তখনও এই নামায কেউ কেউ জামা'আতের সাথেই আদায় করছিলেন। যা 'আবদুর রহমান ইবন 'আবদুল কারীর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।[৫৯] অতএব বিদ'আতকে ভাল এবং মন্দ এ দু' ভাগে ভাগ করার জন্য 'উমার (রা) একথা বলেননি এবং বিদ'আতের প্রবর্তকও তিনি নন। বরং একথা বলার মাধ্যমে তিনি যেন এটাই সতর্ক করে দিতে চাইলেন যে, জামা'আতে তারাবীহের নামায আদায়ের ভিত্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়েই ছিল এবং কেউ যেন তাঁর এই উদ্যোগকে বিদ'আত বলে মনে না করে বসে।

ইসলামে 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলতে কিছু আছে কি?

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সকল বিদ'আতকে ভ্রষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই কিছু কিছু বিদ'আতকে আর হাসানাহ বলার কোন সুযোগ নেই। কিছু বিদ'আতকে হাসানাহ বা ভাল বলার অর্থই হলো বিদ'আতকে স্বীকৃতি দেয়া এবং এর ভ্রষ্টতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘোষণাকে অস্বীকার করা। কেননা এ ব্যাপারে তাঁর বাণী অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন- (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ) 'সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'। তাই বিদ'আতকে দু' ভাগ করে এর এক ভাগকে ভাল বলে আখ্যায়িত করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘোষণাকেই অগ্রাহ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে শাইখ ইবন ফাউযান বলেছেন:

---

৫৯. প্রাগুক্ত, বুখারী

www.waytojannah.com

(مَنْ قَسَّمَ الْبِدْعَةَ إِلىٰ بِدْعَةٍ حَسَنَةٍ وَ بِدْعَةٍ سَــيِّـــئَةٍ فَهُوَ غَالِطٌ مُخْطِئٌ وَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ – فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ – ، لأَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ عَلَى الْبِدَعِ كُلِّهَا بِأَنَّهَا ضَلاَلَةٌ . وَ هٰذَا يَقُوْلُ: لَيْسَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً ، بَلْ هُنَاكَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ)

"যে ব্যক্তি বিদ'আতকে হাসানাহ (ভাল) ও সাইয়্যিয়ায় (মন্দ) বিভক্ত করল, সে ভুল করল এবং 'সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা' মর্মে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীর বিরোধিতা করল। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল বিদ'আতকেই গুমরাহী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এ ব্যক্তি বলছে যে, সকল বিদ'আত গুমরাহী নয়, বরং কিছু কিছু বিদ'আত আছে যা ভাল"।[৬০]

হাফিয ইবন রজব তাঁর 'চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা' গ্রন্থে বলেন:

(فَــقَوْلُــهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ – مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ ، لاَ يَخْرُجُ عَنْهُ شَيْءٌ . وَ هُوَ أَصْلٌ عَظِيْمٌ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ . وَ هُوَ شَبِيْهٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ – . فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا وَ نَسَبَهُ إِلَى الدِّيْنِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّيْنِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، فَهُوَ ضَلاَلَةٌ ، وَالدِّيْنُ بَرِيْءٌ مِنْهُ . سَوَاءٌ فِيْ ذٰلِكَ مَسَائِلُ الاِعْتِقَادَاتِ أَوِ الأَعْمَالِ أَوِ الأَقْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ)

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী 'সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'- একটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য, যা থেকে কোন কিছুই বাদ পড়ে না। এটি দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুরূপ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী হলো- 'কেউ যদি আমাদের এ দীনে এমন কোন নতুনত্ব আরোপ করে (মূলত) যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত'। অতএব যে

৬০. ইবন ফাউযান, দুরুসুন ফিল 'আকীদাতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১২৬

www.waytojannah.com

কেউ নতুন কিছু আরোপ করবে এবং তাকে দীনের অংশ বলে চালিয়ে দেবে, অথচ তা দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোন ভিত্তি নেই, তাহলে তা গুমরাহী। আর দীন এথেকে (এ ধরনের নতুনত্ব আরোপ) মুক্ত। চাই তা 'আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে হোক, কিংবা প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য কোন আমল সংক্রান্ত অথবা বাণী সংক্রান্ত"।[৬১]

অতএব বিদ'আতকে ভাগ করে এর এক ভাগকে হাসানাহ বললে মূল বিদ'আতকেই স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল প্রকার বিদ'আতকেই গুমরাহী বলেছেন সে কথার গুরুত্ব দেয়া হলো না। বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথাকে ডিঙ্গিয়ে নিজে এমন কিছু বিষয়কে ইসলামী শারী'য়াতের অন্তর্ভুক্ত করা হলো যাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে গুমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই বিদ'আতকে এভাবে ভাগ করে এর কিছু অংশকে হাসানাহ বলে ঘোষণা দেয়া গুমরাহী বৈ কিছু নয়।

বিদ'আত হলো সুন্নাতের বিপরীত

বিদ'আত কাজগুলোকে মানুষ যদিও সুন্নাত মনে করেই আমল করে থাকে, কিন্তু আসলে তা সুন্নাত নয় বরং সুন্নাতের বিপরীত। যেমনিভাবে শিরক তাওহীদের বিপরীত। বিদ'আত পালন করেও আল্লাহর নৈকট্য এবং সাওয়াব আশা করা হয়, যেমনি আশা করা হয় সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে। বিদ'আত প্রবণ ব্যক্তিও মনে করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতই মেনে চলছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কাজ যে পন্থায় করেছেন তিনি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সে কাজ সে পন্থায় করছেন না। যেমন- ঈদে মিলাদুন্নবীর[৬২] (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে যা যা করা হয় তা এই মনে করেই করা হয় যে, এটি করা সুন্নাত। এর মাধ্যমে সাওয়াব অর্জিত হবে এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে। অথচ এই বিশেষ পন্থার কোন 'ইবাদাত কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো করেছেন? কিংবা তিনি কি এরূপ করতে কাউকে আদেশ করেছেন? অথবা কেউ কি তাঁর জীবদ্দশায় এরূপ করলে তিনি চুপ ছিলেন? সর্বোপরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত অনুসারী, তাঁর আদর্শের যথার্থ বাস্তবায়নকারী সাহাবায়ে কিরাম কি তাঁর ওফাতের পর কখনো এরূপ করেছেন ? নি:সন্দেহে তাঁরা কেউ তা করেননি। তাহলে তা যেমনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিজের সুন্নাত নয়, তেমনি তাঁর সাহাবীদের সুন্নাতও নয়। রাসূলুল্লাহ

---

৬১. আল-ইরশাদু ইলা সাহীহিল ই'তিকাদ, পৃ. ২৯৪, জামি'উল 'উলূম, পৃ. ২২৩
৬২. রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্মোৎসব পালনের বিশেষ প্রথা।

www.waytojannah.com

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)

"তোমাদের উচিত আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত ন্যায়বান খালীফাদের সুন্নাতকেও। তোমরা তা দৃঢ়ভাবে কামড়ে ধর।"[৬৩]

সুতরাং মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং এ জাতীয় আরো অনেক নতুন নতুন বিষয় (যেমন, শবে কদর ও শবে বরাতের বিশেষ নামায ও তাসবীহ, কোন বুযর্গ ব্যক্তির দেয়া নিজস্ব অযীফা, মাযারের উদ্দেশ্যে বিশেষ মান্নত ইত্যাদি) কে আমরা যদি নিছক ভাল কাজ হওয়ায় সুন্নাত হিসেবে স্বীকৃতি দেই, তাহলে দীনের ভেতর প্রতিদিনই এরূপ নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে থাকবে। ফলশ্রুতিতে পরিপূর্ণ জীবন বিধান আল-ইসলামের উপর অপরিপূর্ণতার কালিমা লেপন করার উদ্দেশ্যই সাধিত হবে।

এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা আশ্ শাওকানীর (মৃ. ১২৫৫ হি./ ১৮৩৪ খৃ.) কথা উল্লেখ করতে চাই। তিনি লিখেছেন:

(اَلبدعَةُ أَصلُهَا مَا أُحدثَ عَلَى غَير مثَال سَابق، وَ تُطلَقُ في الشَّرع عَلَى مُقَابَلَة السُّـــنَّة فَـــتَكُونَ مَذمُومَةً)

"বিদ'আত মূলত: এমন নতুন উদ্ভাবিত বিষয় পূর্ববর্তী সমাজে যার কোন দৃষ্টান্তই পাওয়া যায় না। আর শারী'য়াতের পরিভাষায় এটি হলো সুন্নাতের বিপরীত। অতএব তা অবশ্যই নিন্দনীয়।"[৬৪]

অর্থাৎ– যা-ই সুন্নাতের বিপরীত তা-ই বিদ'আত। কাজেই এর মধ্যে কোন প্রশংসনীয় বা ভাল দিক থাকতে পারে না। বরং এর সব কিছুই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। সুতরাং একে দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগকে ভাল আর আরেক ভাগকে মন্দ বলার কোনই যৌক্তিকতা নেই।

পক্ষান্তরে শারী'য়াতে যার কোন না কোন ভিত্তি বা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, তা কোনক্রমেই সুন্নাতের বিপরীত হতে পারে না। আর যা সুন্নাতের বিপরীত নয় তা

---

৬৩. আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৬০৭
৬৪. আশ্-শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, নাইলুল আওতার, (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ১৯৮০) খ. ৩, পৃ-৬৩

www.waytojannah.com

বিদ'আতও নয়।[৬৫]

আর 'উমারের (রা) উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যায় 'আল্লামা আশ্ শাওকানী (রহ.) লিখেছেন:

(نــعمَ الأَمرُ البَديعُ الَّذي ثَبَتَ عَن رَسُول اللهِ– صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ– وَ تُرِكَ فِي زَمَان أَبِي بَكر لاشتغَال النَّاس فيمَا حَصَلَ بَعدَ وَفَاة الرَّسُول – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ –)

"'উমারের (রা) উক্তির তাৎপর্য হলো এই যে; জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ পড়া অতি চমৎকার একটি নতুন উদ্ভাবিত ব্যবস্থা, যা রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের পর মানুষেরা নানাভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তা আবূ বাকরের (রা) খিলাফাতকালে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল।"[৬৬]

আরেকজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ 'আল্লামা মোল্লা 'আলী আল-কারী 'উমার ফারুকের (রা) এ উক্তির ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

(وَ إِنَّمَا سَمَّاهَا بدعَةً باعتبَار صُورَتــهَا فَإِنَّ هَذَا الاجتمَاع مُحدَثٌ بَــعدَه عَلَيه الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَأَمَّا باعتــبَار الــحَقيقَة فَلَيسَت بدعَةً)

"'উমার (রা) তারাবীহের জামা'আতকে বিদ'আত বলেছেন তার বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে। কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর এটি আবার নতুন করে চালু হল। নতুবা প্রকৃতপক্ষে জামা'আতের সাথে এ নামায পড়া মোটেও বিদ'আত নয়।"[৬৭]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একনিষ্ঠ সহচর 'উমারের (রা) একটি উক্তিকে পুঁজি করে কিংবা বিশ্বময় স্বীকৃত ও সর্বসম্মত আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাত তারাবীহের জামা'আতকে কেন্দ্র করে নিজেদের ইচ্ছেমত যে কোন বিষয়কে সুন্নাত রূপে চালু করার হীন প্রচেষ্টা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আর এ লক্ষ্যে বিদ'আতকে

---

৪৩. মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৩

৬৬. আশ্-শাওকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৬৭. মোল্লা 'আলী আল- ক্বারী, আল-মিরকাতুল মাফাতীহ, (মিশর: আল-মাকতাবাতুল মাইমানিয়্যাহ, ১৩০৯ হি.) খ. ৩, পৃ- ১৮৬

www.waytojannah.com

দু'ভাগে ভাগ করার অপচেষ্টাও আরেক বিদ'আত; যা প্রকারান্তরে ইসলামের অভ্যন্তরে মুসলিমদের অজান্তেই অসংখ্য মারাত্মক বিদ'আতের জন্ম দেবে।

বিদ'আত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যের পরিপন্থি

বিদ'আত চর্চা করার আরেক অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়া। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করাকে ইসলামী শারী'য়াতে সুন্নাত নামে অভিহিত করা হয়। আর বিদ'আত যেহেতু সুন্নাতের বিপরীত, তাই বিদ'আতের অনুসরণের অর্থই হলো সুন্নাতের বৈপরীত্য অবলম্বন করা। এ কারণেই মহান রাব্বুল 'আলামীন তাঁর হাবীবকে শারী'য়াতের সুস্পষ্ট বিধান বলে দিয়ে কেবল ঐ বিধানেরই আনুগত্য করতে আদেশ করেছেন। এর বাইরে মানুষের মনগড়া অন্য সব মতাদর্শের আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:

(ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَــتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ)

"অত:পর আমি আপনাকে 'দীনের এক বিশেষ বিধানের' উপর রেখেছি। অতএব আপনি এর অনুসরণ করুন এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করবেন না।"[৬৮]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও তাই একদিকে যেমন আমাদেরকে তাঁর সুন্নাতের অনুকরণের তাকীদ করেছেন, অপরদিকে বিদ'আতকে পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। 'উসমান ইবন হাযির আযাদী বলেন: একবার আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, 'আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন। তদুত্তরে তিনি বলেন:

(عَلَيْكَ بِــتَــقْوَى اللهِ وَالاِسْتِــقَامَةِ ، وَاتَّبِعْ وَلاَ تَبْتَدِعْ)

"তোমার উচিত তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অবলম্বন করা এবং এর উপর অটল অবিচল থাকা। (যার পন্থা হলো এই যে) আমার আদর্শের অনুসরণ কর, কিন্তু কিছুতেই নতুন কিছু উদ্ভাবন করো না।"[৬৯]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ তাই সুন্নাতের অনুকরণের

---

৬৮. সূরা আল-জাছিয়া, ৪৫:১৮

৬৯. আদ্-দারিমী, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান, সুনানুদ্-দারিমী, (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৭ হি.) খ. ১, পৃ. ৬৫

www.waytojannah.com

ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। কোন প্রকার যুক্তি-তর্ক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে কখনোই তারা সুন্নাতের সামান্যতম ব্যত্যয় ঘটানোর কথা ঘুণাক্ষরেও মনে আনতেন না। ইবন 'আব্বাসের নিম্নোক্ত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহর ব্যাপারে তাঁদের এরূপ অনমনীয় মনোভাবেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

(عن ابن عَبَّاس أنـــه سُئِلَ: مَا بَالُ الـــمُسَافِر يُصَلِّي رَكعَتَين إذَا انفرَدَ، وَ أربَعًا إذَا ائتَمَّ بـــمُقيم؟ فَقَالَ: تلكَ السُّـــنَّةُ. وَ فِي لَـــفظ أنَّـــه قَالَ لَه مُوسى بنُ سَلَمَةَ: إنَّا إذَا كُنَّا مَعَكُم صَلَّينَا أربَعًا، وَ إذَا رَجَعنَا صَلَّينَا رَكعَتَين . فَقَالَ: تلكَ سُنَّةُ أبِي القَاسم – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ-)

"ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, মুসাফিরের নামায সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, সে যখন একা নামায পড়ে তখন দুই রাক'আত পড়ে, আর যখন মুকিমের পেছনে ইক্তেদা করে তখন কেন চার রাক'আত পড়ে? তখন তিনি বললেন, এটিই হলো সুন্নাত (রাসূলের অনুসৃত পন্থা)। অন্য এক বর্ণণায় এভাবে এসেছে যে, মূসা ইবন সালামাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো যে, আমরা যখন আপনার সাথে থাকি তখন চার রাক'আত নামায পড়ি, আর যখন নিজেদের মাঝে চলে যাই, তখন দুই রাক'আত পড়ি কেন? তখন তিনি বললেন: এটিই হলো আবুল কাসিমের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত।'[৭০]

'আলী ইবন আবি তালিবের (রা) নিম্নোক্ত উক্তিটিও অনুরূপ প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেছিলেন:

(لَو كَانَ الدِّينُ بالرَّأي لَكَانَ أسفَلَ الـــخُفَّين أولَى بالـــمَسح من أعلاهُ)

"দীনের বিধান যদি বুদ্ধিবৃত্তি তথা যুক্তিতর্কের মাধ্যমেই নির্ণিত হত, তাহলে মোজার উপরের অংশ মাসেহ করার চেয়ে নিচের অংশ মাসেহ করাই উত্তম হত।"[৭১]

সারকথা: কোন বিদ'আত দেখলেই আমরা একে ভাল বিদ'আত কিংবা মন্দ বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করতে পারি কি? অথবা আমরা যেখানে যা নতুন দেখতে পাই তা-ই কি বিদ'আত? অর্থাৎ কালের আবর্তে নতুন নতুন যা কিছু আবিস্কৃত হচ্ছে; বিজ্ঞানের উন্নতিতে মানুষের জীবনযাত্রার যে পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটেই চলছে; তাও কি

৭০. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং- ১৮৬২
৭১. আবূ দাউদ, হাদীস নং- ১৬২

www.waytojannah.com

বিদ'আত? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য আমাদেরকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যেমন- (ক) আমরা যাকে বিদ'আত বলছি; তা দ্বারা সাওয়াব অর্জনের লক্ষ্য থাকে। যদি তাতে সাওয়াব অর্জনের লক্ষ্য না থাকে তাহলে তাকে বিদ'আত বলার প্রয়োজন পড়ে না। (খ) তাকে 'ইবাদাত তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করা হয়। কেননা যদি আল্লাহর নৈকট্যই উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে তাহলে তাকেও বিদ'আত বলার প্রয়োজন নেই। (গ) এবং তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত মনে করেই আমল করা হয়। যদি তা না হত তাহলে তাকেও বিদ'আত বলার কোন প্রয়োজন পড়ত না। অর্থাৎ আমরা যে বিদ'আতের অনিষ্টের কথা বলছি তা হলো শারী'য়াতের দৃষ্টিতে বিদ'আত, নিছক শাব্দিক অর্থে বিদ'আত নয়। আর এ কথাটিকেই ইমাম শাতিবী (রহ:) এভাবে বলেছেন যে-

(وَ لاَ مَعنًى لِلبدعَة إلاَّ أن يَكُونَ الـــفعلُ فِي اعتقَاد الـــمُبتَدع شَرعًا)

"বিদ'আতের অনুসারীর দৃষ্টিতে কাজটি শারী'য়াতের কোন নির্দেশ বলে বিবেচিত হলেই (অথচ বাস্তবে তা ঘুণাক্ষরেও শারী'য়াতের নির্দেশ নয়) তাকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করা হবে।"[৭২]

সাওয়াবের নিয়াতে 'ইবাদাত মনে করে সুন্নাত পালনের অভিপ্রায়ে আমরা যা করি, তা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সুন্নাত না হয়ে থাকে, তবে তা-ই হলো বিদ'আত। অতএব শাব্দিক অর্থে বিদ'আত মানে নতুন উদ্ভাবিত বিষয় হলেও পারিভাষিক অর্থে সব নতুন জিনিসকেই বিদ'আত বলা হয় না। আর তাই অধুনা যুগের উন্নত রাস্তা ঘাট, পরিকল্পিত আবাসন, দ্রুততর যানবাহন, স্বাস্থ্যসম্মত পয়:প্রণালী, সুরম্য প্রাসাদ, শৈল্পিক স্থাপত্য এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আসবাব পত্র ও সরঞ্জামাদি ইত্যাদি কোন কিছুই বিদ'আতের আওতায় পড়ে না। যদিও তা অনেক মৌলিক 'ইবাদাতের সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- সেকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে উটের পিঠে চড়ে হাজ্জে গেলেন। আর আজকাল আমরা যাই অত্যাধুনিক বিমানে চড়ে। বর্তমান সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেঁচে থাকলে তিনিও নিশ্চয়ই এরূপ অত্যাধুনিক বিমানে চড়েই হাজ্জ করতে যেতেন। স্বল্প সংখ্যক সাহাবীর মাঝে তখন নামাযের সময় ইমাম এবং মুকাব্বিরদের ধ্বনিই যথেষ্ট ছিল; অথবা অন্য কোন ব্যবস্থাও তখন ছিলনা। কিন্তু আজকাল আমরা মাইক্রোফোনের সাহায্যে সরাসরি ইমামের কণ্ঠস্বর লক্ষ জনতার মাঝে ছড়িয়ে দেই। ফলে এখন আর মুকাব্বিরেরও কোন প্রয়োজন পড়ে না।

---

৭২. শাতিবী, প্রাগুক্ত।

www.waytojannah.com

তবে একথা অনস্বীকার্য যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেমনিভাবে হাজ্জের মূল কাজ তথা কা'বা ঘরের তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ এবং 'আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ইত্যাদি সচরাচর উটের পিঠে চড়ে করেননি,[৭৩] কিংবা নামাযের মূল কাজ তথা তিলাওয়াত, রুকু' ও সিজদা ইত্যাদি তিনি মুকাব্বিরকে দিয়ে করাননি। আমরাও তেমনি হেলিকপ্টার দিয়ে তাওয়াফ করি না, উটের পিঠে চড়ে সা'ঈ করি না এবং ক্যাসেট বাজিয়ে নামাযের তিলাওয়াতও শুনি না। কেননা এগুলো মূল 'ইবাদাত; এদের আদায় প্রক্রিয়া শারী'য়াত প্রণেতা নিজেই প্রবর্তন করে গেছেন। কোন মানুষ নিজের ইচ্ছামত তাতে পরিবর্তন আনতে পারে না। কিন্তু মূল 'ইবাদাতের বাইরে যেসব সহায়ক উপকরণ রয়েছে; তা অবস্থাভেদে পরিবর্তনীয় এবং তা নেকী অর্জনের মাধ্যমও নয়। ফলে তা বিদ'আতের আওতাভুক্তও নয়। তাই এসব উপকরণকে শাব্দিক অর্থে বিদ'আত বা নতুন সৃষ্টি বলা গেলেও শারী'য়াতের পরিভাষায় এগুলো বিদ'আত নয়। কেননা এগুলো সুন্নাতের বিপরীতও নয়, আবার আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কোন 'ইবাদাত বা ধর্মীয় প্রথাও নয়।

অতএব মূল 'ইবাদাতে ইচ্ছামত পরিবর্তন পরিবর্ধন যেমন নিষিদ্ধ, সহায়ক উপকরণাদিকেও তেমনি 'ইবাদাতের অংশ মনে করাও অবৈধ। আবার মূল 'ইবাদাতকে যেমন ভাল ও মন্দে বিভক্ত করা যাবে না, সহায়ক উপকরণাদিকেও তেমনি ভাল ও মন্দে বিভক্ত করে এর ভালটিকে 'ইবাদাতের মধ্যে গণ্য করে ফেলা চলবে না।

বিদ'আতের ভয়াবহ পরিণাম

বিদ'আত নিছক কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। বরং এর রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব। 'ইবাদাতের আকৃতিতে সম্পাদিত হয় বিধায় এটি অতি সহজেই ধর্মপ্রাণ লোকদের দৃষ্টি কাড়ে। এবং তারাও এর আদলে নিজেদের ধর্মীয় জীবনকে ঢেলে সাজাতে তৎপর হয়ে উঠে। এভাবে তা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে ক্রমান্বয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে থাকে। পরিশেষে তা এক ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। নিম্নে আমি বিদ'আতের কতক ভয়াবহ পরিণামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরছি।

এক: মহান আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ:

বিদ'আতের প্রবক্তারা তাদের বিদ'আত চর্চার মাধ্যমে প্রকারান্তরে মহান আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করতে চান যে, তিনি তাঁর বিধান তাঁর বান্দাদের উপর পরিপূর্ণ না

---

৭৩. তবে অসুস্থ অবস্থায় বা 'উযরের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিজেও সাহাবীদের কাঁধে ভর করে অথবা বাহনের উপর চড়ে তাওয়াফ আদায় করেছেন তা প্রমাণিত। আর এ কারণেই আজও কারো 'উযর থাকলে তিনি এভাবে অন্যের সহায়তায় তাওয়াফ করতে পারবেন। কিন্তু তা তাওয়াফ বা সা'ঈ এর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত স্বাভাবিক অবস্থা নয়, বরং বিশেষ অবস্থা।

www.waytojannah.com

করেই নবীকে উঠিয়ে নিয়েছেন। যদ্দরুন নতুন নতুন 'ইবাদাত-বন্দেগী ও আনুগত্যের ধারা-উপধারা কালক্রমে প্রবর্তিত হয়েই চলেছে। আর এ যেন এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, আজ এটি- কাল আরেকটি এভাবে অব্যাহতভাবে চলতেই থাকবে। অথচ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহর পরিষ্কার ঘোষণা হলো:

(اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا)

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নি'য়ামাতকে পূর্ণতা দান করলাম এবং তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকেই মনোনীত করলাম।"[৭৪]

আল্লাহর পক্ষ থেকে এরূপ সুস্পষ্ট ঘোষণার পর একথা মনে করার আর কোন সুযোগই অবশিষ্ট থাকল না যে, নতুন কোন বিষয় যোগ করে এ দীনকে পরিপূর্ণ করতে হবে। এজন্যেই বিদায় হজ্জের সময় যখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন ইসলামের প্রকৃত ধারক ও বাহক তথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ একথা অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু ইসলামী শারী'য়াত পূর্ণতা লাভ করেছে সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। কেননা এ ঘটনার প্রায় তিন মাস পরেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন।

কাজেই দীনের মধ্যে বিদ'আতের প্রচলন করার মাধ্যমে একে অসম্পূর্ণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে তা মহান আল্লাহর উপর দীনকে অসম্পূর্ণ রাখার অপবাদ হিসেবে গণ্য হয়।

দুই: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর অপবাদ আরোপ:

বিদ'আতের সমর্থন ও চর্চার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরও অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সুসম্পন্ন করে যাননি। বরং উম্মাতের ভেতর থেকে একদল 'আবিদ ব্যক্তির উপর অবশিষ্ট দায়িত্ব রেখে গেছেন। অথচ এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সুস্পষ্ট আকীদা যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উপর অর্পিত 'আল-বালাগুল মুবীন' বা স্পষ্ট বার্তাকে পৌঁছাবার এবং কথায় ও কাজে শারী'য়াতকে বাস্তবায়িত করার পরই মৃত্যুবরণ করেন। তাই তিনি বিদায় হাজ্জের ভাষণে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে

---

৭৪. সূরা আল-মায়িদা, ৫:৩

www.waytojannah.com

পেরেছিলেনঃ

(تَرَكْتُ فِيكُم شَيئَينِ لَن تَضِلُّوا مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّه)

"আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিষ রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, পথভ্রষ্ট হবে না। আর সে দুটো জিনিষ হলো- আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাত।"[৭৫]

এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (রহ.) (মৃ. ১৭৯হি./ ৭৯৫খৃ.)-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ

(مَن ابتَدَعَ فِي الإِسلاَم بِدعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَد زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا– صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ– خَانَ الرِّسَالَةَ، فَإِنَّ اللهَ سُبحَانَه وَ تَعَالَى يَقُولُ: اَليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم، فَمَا لَم يَكُن يَومَئِذ دِينًا، فَلاَ يَكُونُ اليَومَ دِينًا)

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোন বিদ'আতের সৃষ্টি করল এবং সে তাকে খুবই ভাল মনে করল, সে প্রকারান্তরে ঘোষণা করল যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন (না'উযুবিল্লাহ)। কেননা আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেনঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। অতএব, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সময় যা দীনভুক্ত ছিল না, আজ তা দীনভুক্ত হতে পারে না।"[৭৬]

তিনঃ সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার উপর চরম আঘাতঃ

বিদ'আতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণের মর্যাদার উপর চরম আঘাত হানা হয়। কেননা এসব বিদ'আতের স্বীকৃতি পাওয়ার অর্থই হলো যে, সাহাবীগণ ইসলামের অনুশীলন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। কারণ নব আবিস্কৃত এসব 'ইবাদাত নামের বিদ'আতগুলো তাঁরা পালন করেননি। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর তাঁরাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান। কোরআন এবং সুন্নাহয় তাঁদেরকে এ উম্মাতের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এবং তাঁদের

---

৭৫. আল-হাকিম, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ, আল-মুসতাদরাক 'আলা আস্-সাহীহাইন, (বৈরূতঃ দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.) খ. ১, পৃ. ১৭২

৭৬. শাতিবী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯

www.waytojannah.com

প্রতি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিরও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

(وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ وَأَعَدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجرِي تَحتَهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفَوزُ العَظِيمُ)

"সেসব মুহাজির ও আনসার, যারা সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত কবুল করেছিল এবং যারা নিতান্ত সততার সাথে তাদের অনুসরণ করেছিল তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ তৈরি করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এই জান্নাতে তারা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। বস্তুত: এটি এক বিরাট সাফল্য।"[৭৭]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে তাঁর সাহাবীদের ব্যাপারে বলেছেন:

(عَلَيكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ)

"তোমাদের উচিত আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত ন্যায়বান খালীফাদের সুন্নাতকেও। তোমরা তা দৃঢ়ভাবে কামড়ে ধর।"[৭৮]

তিনি আরো বলেছেন :

(خَيرُ القُرُونِ قَرنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم)

"সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, অত:পর যারা আসবে তাদের যুগ, অত:পর যারা আসবে তাদের যুগ।"[৭৯]

সুতরাং আমাদের নিজেদের বানানো এসব নতুন নতুন 'ইবাদাতের দোহাই দিয়ে আমরা কি সেই শ্রেষ্ঠ উম্মাতের মর্যাদার দাবীদার হতে পারি? শ্রেষ্ঠ উম্মাতের দাবীদার হতে হলে আমাদেরকেও সেই পথ অনুসরণ করতে হবে যেই পথ অনুসরণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যথার্থ রূপে অনুকরণের ক্ষেত্রে তাঁরাই হলেন আমাদের জন্য একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ। যাঁরা নিজেদের চিন্তা প্রসূত কোন মতকে কখনোই প্রাধান্য

---

৭৭. সূরা আত্-তাওবা, ৯:১০০
৭৮. আদ্-দারিমী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭
৭৯. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং-১৯০,১৯১ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৩৫।

www.waytojannah.com

দিতেন না, বরং কোরআন সুন্নাহর কোন নির্দেশ লাভ করলে তা তাঁরা 'ইবাদাত গণ্য করে একনিষ্ঠতার সাথে পালন করতেন।

'আবিস ইবন রাবি'আহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) কে চুম্বন করেছেন এবং বলেছেন: 'আমি জানি তুমি একটি পাথর মাত্র; তুমি কোন উপকার করতে পার না এবং অপকারও নয়। যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।[৮০]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যথার্থ অনুকরণের এর চেয়ে উত্তম উদাহরণ আর কি হতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ সকলেই তাঁকে অনুকরণের ক্ষেত্রে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কোন প্রকার বাড়াবাড়ি কিংবা মনগড়া পদ্ধতির অনুসরণ করতেন না।

চার: ইসলামের উপর অসম্পূর্ণতার অপবাদ আরোপ:

বিদ'আতের ফলে একইভাবে ইসলামের উপরও অসম্পূর্ণতার অপবাদ আরোপ করা হয়। কেননা ইসলাম যদি সম্পূর্ণই হতো তাহলে তার মধ্যে নতুন নতুন এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না। অর্থাৎ ভাবখানা এমন যে, এসব বিদ'আতের অনুসারীরা যেন অনুগ্রহ পূর্বক তাদের নব নব পন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে ইসলামের অপূর্ণাঙ্গতা দূর করে চলেছেন। অথচ তাদের দৃষ্টিতে যা অপূর্ণাঙ্গ, মহান আল্লাহ তাকেই তাঁর মনোনীত ও পূর্ণাঙ্গ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:

(إِنَّ الدِّيـــنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ)

"নি:সন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন (জীবন ব্যবস্থা) হলো একমাত্র আল-ইসলাম।"[৮১] তাই এ দীনকে তিনি তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবতার দীন হিসেবে বিবেচ্য হবে এবং যা শেষ পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

(وَمَنْ يَـبْتَـغِ غَيْرَالإِسْلاَمِ دِيْنًا فَـلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِيْنَ)

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বিধান অবলম্বন করতে চায়, কস্মিনকালেও তার

---

৮০. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ১৫২০ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১২৭০
৮১. সূরা আলে 'ইমরান, ৩:১৯

www.waytojannah.com

নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"[৮২]

মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে ইসলামই হলো মানুষের জন্য একমাত্র নির্ভুল ও বিশুদ্ধ জীবনযাপন পদ্ধতি। আর ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আমাদের উচিত কেবল তাঁরই বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং নিজেদের আবিষ্কার করা মত ও পথকে তাঁর বিধানের সাথে মিলিয়ে না ফেলা।

পাঁচ: ইহুদী ও খৃস্টানদের অনুকরণ:

ইহুদী খৃস্টানদের সাথে বিদ'আতের অনুসারী মুসলিমদের এক দারুণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের ধর্মে নিজেদের ইচ্ছামত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে। সেখানে মহান আল্লাহর আসল উক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কেননা তারা সেখানে তাদের চাহিদা মাফিক যোগ করেছে, বিয়োগ করেছে, বাড়িয়েছে এবং কমিয়েছে। কিন্তু তারা দাবী করে যে, তারাই সত্যপন্থী এবং জান্নাতে যাবার তারাই একমাত্র অধিকারী। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে ইরশাদ হয়েছে:

(وَقَالُوا لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَو نَصَارَى تِلكَ أَمَانِيُّهُم قُل هَاتُوا بُرهَانَكُم إن كُنتُم صَادِقِينَ)

"ওরা বলে, ইহুদী অথবা খৃস্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর।"[৮৩]

বিদ'আতের অনুসারীরাও তদ্রুপ নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং ধর্মীয় আবেগ অনুভূতির অন্ধ মোহে সুন্নাতের বেশে বিভিন্ন বিদ'আতের প্রচলন করে থাকে। এবং নিছক 'কাজটি তো আর মন্দ নয়'- এই যুক্তিতে বড্ড বাড়াবাড়ি ও মারাত্মক গোঁড়ামীতে মত্ত হয়। আর অধিক আনুগত্যের পথে চলছে ভেবে মনে মনে আত্মম্ভরিতায় মেতে উঠে। আর যারা এসব বিদ'আতের অনুসারী নয়, তাদেরকে কথায় কথায় গালমন্দ করতে দ্বিধাবোধ করে না। তারা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খাঁটি অনুসারী বলে দাবী করে এবং অন্যদেরকে গুমরাহ ভেবে কাফির বলে আখ্যায়িত করতেও কুণ্ঠিত হয়না।

ছয়: ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যক্তিপূজার দ্বার উন্মোচন:

বিদ'আত যেহেতু সুন্নাতের বিপরীত, তাই এর ধরণ-প্রক্রিয়া স্থান, কাল ও পরিবেশ

---

৮২. সূরা আলে 'ইমরান, ৩:৮৫
৮৩. সূরা আল-বাকারা, ২:১১১

www.waytojannah.com

ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কোন পন্থা নির্ধারিত থাকে না। ফলে এক এক এলাকায় এক এক জন ধর্মগুরু এক্ষেত্রে প্রক্রিয়া নির্ধারণ পূর্বক নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। ফলে অশিক্ষিত কিংবা কম শিক্ষিত সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা সংশ্লিষ্ট এলাকার ঐ ধর্মগুরুর পদাংক অনুসরণ করতে থাকে এবং একমাত্র ঐ পন্থারই অনুকরণ বাধ্যতামূলক মনে করে। আর কাউকে অন্য কোন পন্থা অনুকরণ করতে দেখলে সে কখনো কখনো মারমুখো পর্যন্ত হয়ে উঠে। কেননা তার দৃষ্টিতে কেবল ঐ ধর্মগুরুর পন্থাই নির্ভুল এবং এটি অনুকরণ করা অবশ্য কর্তব্য। আর এভাবেই বিদ'আত ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিপূজার পথ খুলে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁকে নিয়েও কোন প্রকার অতিরঞ্জন এবং বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

(لاَ تَطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُوْلُوْا: عَبْدُ اللهِ وَ رَسُوْلُهُ)

"তোমরা আমার এমন অতি প্রশংসা করো না যেমন খৃস্টানগণ 'ঈসা ইবন মারইয়ামের (আ) অতি প্রশংসায় লিপ্ত হয়েছিল। আমি একজন বান্দাহ, তাই আমাকে আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল বলে উল্লেখ করো।"[৮৪]

এ হাদীসে উল্লেখিত 'এতরা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা। যেমনটি নাসারারা 'ঈসা ইবন মারইয়ামের (আ) ক্ষেত্রে করেছে। এভাবে তারা শিরকে লিপ্ত হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ব্যাপারে আমাদেরকে এরূপ বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিজে যখন কোন পেরেশানীতে পড়তেন, তখন বলতেন: (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ)

'হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী, তোমার দয়ার ওসীলায় সাহায্য চাচ্ছি'।[৮৫]

অন্যত্র তিনি বলেছেন: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ)

"যখন কোন কিছু চাও একমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাও, আর যখন বিপদে সাহায্য চাও, তখনও একমাত্র তাঁর নিকটেই সাহায্য চাও"।[৮৬]

---

৮৪. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৩৪৪৫

৮৫. মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত্-তিরমিযী, সুনানুত্-তিরমিযী, (বৈরূত: দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), খ. ৫, পৃ. ৫৩৯। ইমাম তিরমিযী বলেছেন যে, এটি হাসান হাদীস।

৮৬. ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর বলেছেন যে, এটি হাসান এবং সহীহ হাদীস।

www.waytojannah.com

তিনি আরো বলেছেন: "সাবধান! দীনে অতিরঞ্জন করোনা। তোমাদের আগে যারা ছিল তারা দীনে অতিরঞ্জনের ফলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।"[৮৭]

হুসাইন ইবন 'আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

(لاَ تَرْفَعُوْنِـــيْ فَوْقَ حَقِّيْ فَإِنَّ اللهَ تَعَالىٰ اتَّـــخَذَنِيْ عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَنِيْ رَسُوْلاً)

"তোমরা আমাকে আমার প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে উপরে স্থান দিও না, কেননা মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর রাসূল হিসেবে মনোনীত করার আগে বান্দাহ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।"[৮৮]

আর এই যদি হয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিজের অবস্থা, তাহলে দুনিয়ার অন্য কোন ব্যক্তির (তিনি যত বড় বুযর্গই হোন না কেন) অন্ধ আনুগত্য করার তো প্রশ্নই আসে না।

সাত: দীনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রবঞ্চণা:

এটি মানুষের একটি সাধারণ প্রবণতা যে, তারা কোন কাজে অধিক সংখ্যক লোককে নিয়োজিত দেখলে কম সংখ্যকের তুলনায় তাদেরকেই অধিকতর সঠিক বলে মনে করে। অথচ দীনী কাজের বেলায় হক বা নাহক, ন্যায় বা অন্যায় এবং সঠিক কিংবা বেঠিক কেবল সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে জানা যায় না, বরং শারী'য়াতের যথাযথ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতেই তা নির্ণিত হয়। সুতরাং নিরানব্বই জনের বিপরীতে এক জনও যদি সঠিক শারী'য়াতের পন্থার উপর থেকে থাকে, তাহলে তাই হক এবং ন্যায়। পক্ষান্তরে মাত্র একজন ছাড়া নিরানব্বই জনও যদি কোন ভুল পন্থার উপর অবিচল থাকে, তাহলেও তা নাহক এবং অন্যায়।

বিদ'আতের বেলায় সাধারণ মুসলিমদের অনেককেই এরূপ সংখ্যাধিক্যের প্রবঞ্চণায় পড়তে হয়। কেননা যে এলাকায় যে বিদ'আতটি কালক্রমে চলে আসছে, সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই জেনে হোক কিংবা না জেনে সেই বিদ'আতের অনুকরণ করে চলেছে। এমতাবস্থায় কোরআন ও সুন্নাহর কোন সঠিক অনুসারী তাদেরকে এ ব্যাপারে বারণ করলেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথা যুক্তি হিসেবে পেশ করে। অথচ এ বিষয়ে আল-কোরআনের স্পষ্ট বক্তব্য হলো:

---

৮৭. 'আবদুল 'আযীয ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন বায, উজুবু লুযুমিস্-সুন্নাহ ওয়াল হাযারি মিনাল বিদ'আহ, পৃ. ২৪

৮৮. আত্ তাবারানী, আল-মু'জাম আল-কাবীর, হাদীস নং- ২৮৮৯

www.waytojannah.com

(وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ)

"যদি আপনি এই পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের অনুসরণ করেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেবে।"[৮৯]

অতএব কোন কিছু সঠিক হওয়ার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কখনোই দলীল হতে পারেনা। বরং কোরআন ও সুন্নাহ তথা ইসলামী শারী'য়াত যাকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে তা-ই কেবল সঠিক এবং গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হতে পারে যদিও তা পালনকারীরা সংখ্যায় অতি নগন্য হোক না কেন। অন্যথায় তা হবে বেঠিক এবং অগ্রাহ্য যদিও তা পালনকারীদের সংখ্যা অনেক বেশি হোক না কেন।

আটঃ পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুকরণের জাহিলী স্বভাবের পুনরাবৃত্তিঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কার কাফিরদেরকে দেবদেবীর উপাসনা ছেড়ে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে ডাকতেন, তখন তারা বাপ-দাদার অজুহাত পেশ করে বলতো যে আমাদের পূর্বপুরুষরা কি এতই মূর্খ ছিলেন, তারা কি কিছুই বুঝতেন না? আল-কোরআন তাদের এই চরিত্রকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

(وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُوْنَ. وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَّنِدَاءً ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ)

"আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলেঃ কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না, আর সরল সঠিক পথেও ছিল না। বস্তুতঃ এসব কাফিরদের উদাহরণ এমন, যেমন কেউ এমন জীবকে আহ্বান করছে যে কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া। এরা বধির, মূক এবং অন্ধ। সুতরাং এরা কিছুই বুঝে না।"[৯০]

আল-কোরআনের অন্যত্র মহান আল্লাহ তাদের এহেন অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ

---

৮৯. সূরা আল-আন'আম, ৬:১১৬
৯০. সূরা আল-বাকারা, ২:১৭০-১৭১

www.waytojannah.com

(إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّيْنَ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُوْنَ)

"তারা তাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। অত:পর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে তৎপর ছিল।"[৯১]

অনুরূপভাবে বিদ'আতের অনুসারীরাও নিজেদের কৃতকর্মের বৈধতা প্রমাণের জন্য বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসা পূর্ব পুরুষদের দোহাই দিয়ে থাকে। কোরআন ও সুন্নাহর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই তারা বলে উঠে যে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের অমুক বুযর্গ, অমুক 'আলিম, অমুক 'আবিদ ... ইত্যাদি, তারা কি কোরআন এবং হাদীস কম জানতেন? না তাদের পরহেযগারী কম ছিল!

আসলে শয়তানের প্রবঞ্চণায় পড়েই তারা এভাবে বাপ-দাদার দোহাই দিত। একথাও আল-কোরআন আমাদের জন্য চিত্রিত করে রেখেছে তার বক্ষপটে। ইরশাদ হয়েছে:

(وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوْهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيْرِ)

"তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি?"[৯২]

নয়: সুন্নাতের অপমৃত্যু ঘটানো:

সুন্নাতের যথার্থ চর্চা থাকলে বিদ'আত প্রকাশ পেতে পারে না। পক্ষান্তরে বিদ'আত চর্চার ফলে সুন্নাতের অপমৃত্যু ঘটে। যেমন: বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত একটি বিদ'আতের কথাই বলি। যেখানে প্রতিদিন ফজর এবং আসরের নামাযের পর ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে সমস্বরে জোরেসোরে দরুদ পাঠ করা হয়। এমনকি এভাবে উচ্চস্বরে দরুদ পড়ার কারণে 'মাসবূক' তথা পেছনে আসা মুসল্লীদেরকে অবশিষ্ট নামায আদায় করতে প্রতিনিয়তই যথেষ্ট অসুবিধার শিকার হতে হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশেষ আমল (সুন্নাত) ছিল এই যে, তিনি ফরয নামায শেষ করে মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসতেন[৯৩] এবং

---

৯১. সূরা আস্-সাফফাত, ৩৭:৬৯-৭০
৯২. সূরা লুকমান, ৩১:২১
৯৩. আবূ দাউদ এবং তিরমিযীতে কাবীসাহ ইবন হুলাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ইমামতি করতেন। অত:পর তিনি আমাদের দিকে

www.waytojannah.com

নামাযের পর যেসব নিয়মিত তাসবীহ্ রয়েছে সেগুলো আদায় করার পর কখনো কখনো বিগত সময়ে তাদের কারো কোন সমস্যা ছিল কিনা তা শুনতেন। আর আগত সময়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নসীহত এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। এর ফলে ইমাম তথা নেতার সাথে তাঁর অনুগামীদের সুসম্পর্ক আরো নিবিড় হত এবং মুসল্লী সাধারণের পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কও বৃদ্ধি পেত। যদ্দরুন একে অপরের সুবিধা অসুবিধা অতি সহজেই জানার এবং পরস্পর শেয়ার করার সুযোগ লাভ করত।

বস্তুত মসজিদই ছিল তখন সকল সামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। সমাজের ধনী ও গরীব সকল স্তরের লোকদের মিলনমেলা ছিল এ মসজিদ। এখানে এসেই তারা পরস্পরের সুবিধা অসুবিধা জানতেন এবং তা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে বিদ'আতে ছেয়ে যাওয়া আজকের এ সমাজের চিত্র হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজকাল সমাজপতি এবং কর্মক্ষম ব্যক্তিদের খুব কম সংখ্যককেই মসজিদে দেখা যায়। মাঝে মধ্যে যারা আসেন তারাও কেবল কয়েকবার সেজদাবনত হওয়ার পরই অতি দ্রুত ঘরে ফিরে যান। ইমাম সাহেব ফরয নামাযের সালাম ফিরাবার পর কেউ কেউ আবার নিজের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও অনেক মনোকষ্ট নিয়ে তাড়াতাড়ি মুনাজাত করে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। অথচ এই মুনাজাত নামাযের অংশ নয় এবং ফরয নামাযের পর এভাবে সামষ্টিক মুনাজাত করা একটি বিদ'আত। এ সময়ে ঘটা করে এভাবে সমস্বরে সামষ্টিক মুনাজাত করার ফলে মাসবূক[৯৪] মুসল্লীদের তাদের অবশিষ্ট নামায আদায়েও যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। উপরন্তু যেসব তাসবীহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরয নামাযের পর নিয়মিতভাবে আদায় করতেন সেগুলো অনেকেই আদায় করেন না। আবার কেউ কেউ ফরযের সালাম ফিরানো মাত্রই দ্রুত উঠে সুন্নাত পড়া শুরু করে দেন। অবশ্য ফরয পরবর্তী সুন্নাত আদায় শেষে কেউ কেউ কিছু তাসবীহও পড়ে থাকেন। অথচ এই তাসবীহের যথার্থ স্থান আসলে এটি নয়। আর ফরযের সাথে এভাবে সুন্নাতকে মিলিয়ে ফেলাও সঠিক নয়। ফরয নামাযের পর পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব তাসবীহ নিয়মিত পড়তেন তার কয়েকটি নিচে উদ্ধৃত হলো।

عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من

হয়ে ফিরে বসতেন। (ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)

৯৪. মাসবূক আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো পিছনে পড়া ব্যক্তি। পারিভাষিক অর্থে মাসবূক বলা হয় ঐ মুসল্লীকে যিনি ইমামের সাথে প্রথম থেকে নামাযে শামিল হতে পারেননি। এক রাক'আত বা তার অধিক পরিমাণ নামায যার পড়া বাকী রয়ে গেছে। (লেখক)

www.waytojannah.com

صلاته استغفر ثلاثا و قال: اللهم أنت السلام و منك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام .

"সাওবান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর নামায শেষ করতেন, তখন তিনি তিন বার ইস্তিগফার পড়তেন এবং বলতেন: আল্লাহুম্মা আন্তাস্-সালাম, ওয়া মিনকাস্-সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।"[৯৫]

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ! إني لأحبك . أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك .

"মু'য়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা তার হাত ধরে বললেন: হে মু'য়ায! নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালবাসি। হে মু'য়ায! আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর একথা বলতে ছেড়ো না: আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিকা। (হে আল্লাহ! তোমার স্মরণ, তোমার শুকর ও তোমার উত্তম 'ইবাদাত করতে আমাকে সহযোগিতা কর)।"[৯৬]

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"মুগীরাহ ইবন শু'বাহ (রা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর বলতেন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা, ওয়া লা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়া লা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক

---

৯৫. সহীহ মুসলিম।
৯৬. আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাকিম আন্-নীসাবুরী, মুসতাদরাক 'আলা আস্-সাহীহাইন, (বৈরূত: দার আল-কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.) খ. ১, পৃ. ৪০৭

www.waytojannah.com

নেই। তাঁরই জন্য রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা রোধকারী কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা আপনার নিকট থেকে কোন উপকার আদায় করে দিতে পারে না।)"[৯৭]

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دُبُرَ كُلِّ صلاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّة إلاَّ أَن يموت) رواه النسائي فِي "عمل اليوم والليلة".

"আবূ উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়ল, তার জান্নাতে যেতে মৃত্যু ছাড়া আর কোন বাধা রইলো না।"[৯৮]

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا و ثلاثين و كبر ثلاثا و ثلاثين ، وحمد ثلاثا وثلاثين ، وكبر ثلاثا وثلاثين ، فتلك تسعة و تسعون. وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد و هو على كل شيئ قدير ، غفرت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر .

"আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পড়ল, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ পড়ল এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়ল। এই হলো মোট ৯৯ বার। আর ১০০ বার পূর্তি করতে পড়ল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান) - তার গুনাহরাজি ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সাগরের ফেনা পরিমাণ হোক না কেন।"[৯৯]

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ

---

৯৭. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৫

৯৮. আন্-নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ। শাইখ আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন (সহীহুল জামি', হাদীস নং- ৬৪৬৪)।

৯৯. আল-আলবানী, মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সহীহ ওয়া দা'য়ীফুল জামি' আস-সাগীর, (আল-ইসকান্দারিয়্যাহ: মারকায নূরুল ইসলাম লিল আবহাস, তা. বি.), খ. ২৩, পৃ. ২৩১

www.waytojannah.com

دبر كل صلاة بهذه الكلمات: اللّٰهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ من البُخْلِ وأعُوذُ بِكَ من الجُبْن، وأعوذُ بِك من أن أُردَّ إلى أرذَلِ العُمُر، وأعُوذُ بِكَ من فتنة الدُّنيا وأعُوذُ بِكَ من عذاب القَبْر .

"সা'আদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক নামাযের পর এই বাক্যগুলো পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন- আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল বুখলি, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাল জুবুনি, ওয়া আ'উযু বিকা মিন আন আরুদ্দা ইলা আরযালিল 'উমুরি, ওয়া আ'উযু বিকা মিন ফিতনাতিদ্-দুনইয়া, ওয়া আ'উযু বিকা মিন 'আযাবিল কাবরি।"[১০০]

হাদীসে উল্লেখিত উপরোক্ত দু'আসমূহ ছাড়াও আরো কিছু মাসনূন দু'আ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। যা তিনি এবং তাঁর সাহাবীরা নিয়মিতভাবে ফরয নামাযের পর আমল করতেন। অথচ ফরযের পর পর সামষ্টিক মুনাজাতের বিদ'আতটি এসে এইসব সুন্নাতের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ফকীহ সাহাবী মু'য়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন আমরা যেন ফরযের সাথে মিলিয়ে সুন্নাত আদায় না করি। কথা বলার মাধ্যমে কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যেন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করি।[১০১] আবূ রিমসা (রা) ছিলেন এক সমাজের ইমাম। তিনি একবার ইমামতি শেষে মুক্তাদিদের দিকে ফিরে বসে বললেন: আমি যেমন আপনাদের প্রতি ফিরে বসেছি এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত শেষে ফিরে বসতেন। একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। আবূ বাকর (রা) ও 'উমার (রা) প্রায়ই সামনের কাতারের ডান দিকে দাঁড়াতেন। এক ব্যক্তি তাকবীরে উলা থেকে সালাতে শরীক ছিল। আল্লাহর নবী সালাত শেষে ডানে বামে সালাম ফিরালেন। আমরা তাঁর গালের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করলাম। তাকবীরে উলা থেকে যে ব্যক্তিটি সালাতে শরীক ছিল সে দুই রাক'আত সুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। এটি দেখে 'উমার (রা) তার প্রতি ধাবিত হয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বললেন, বসো। আহলে কিতাবরা ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে তাদের সালাতের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। (আগ-পিছ হওয়া বা কথাবার্তা বলা কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে

---

১০০. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৪২
১০১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৮৮৩

www.waytojannah.com

পড়ার মাধ্যমে দুইয়ের মাঝে তারতম্য না করা, ইত্যাদি)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তার প্রতি চোখ তুলে তাকালেন আর বললেন, ওহে খাত্তাব পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।[১০২]

সুন্নাত বা নফল আদায়ের উত্তম স্থান হলো নিজ বাসস্থান। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তা মসজিদেও আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমল ছিল তিনি সুন্নাত ঘরে আদায় করে মসজিদে এসে ফরয আদায় করতেন। ফরয শেষে মুক্তাদিদের প্রতি কিছুক্ষণ ফিরে বসতেন। এরপর ঘরে চলে যেতেন এবং সেখানেই বাকি সুন্নাত আদায় করতেন। আপন বাসগৃহকে সালাতমুক্ত না রাখার তিনি পরামর্শ দিতেন। সালাতমুক্ত ঘরকে তিনি কবরস্থানের সাথে তুলনা করেছেন।

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، ولا تتخذوها قبورا .

"ইবন 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: তোমরা তোমাদের নামাযের কিছু অংশ ঘরে পড়বে। আর (কোন নামাযই ঘরে না পড়ে) তাকে কবর বানিয়ে ফেলো না।"[১০৩] এছাড়া তাঁর মৌখিক নির্দেশ ছিল যে: তোমরা ঘরের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করো। ফরয ব্যতীত অন্যান্য সালাত ঘরে আদায় করা উত্তম।

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة .

"যায়িদ ইবন সাবিত (রা) সূত্রে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঘরে (কিছু) নামায পড়ো। কেননা ফরয ছাড়া যত নামায তা ঘরে পড়াই উত্তম।"[১০৪]

অতএব যখনই কোন বিদ'আতের প্রতিপালন শুরু হয় তখনই এর বিপরীত সুন্নাতটির গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং এর অপমৃত্যু ঘটে। অথবা যখনই কোন সুন্নাতের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা হয়, কিংবা একে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়, তখনই এর বিপরীত বিদ'আতটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ফজরের সুন্নাতের ব্যাপারে

---

১০২. সুনান আবী দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫২৩
১০৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭৭৭
১০৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭৮১

www.waytojannah.com

মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী ও তাঁর কর্মমূলক হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতকে অন্যান্য সকল সুন্নাতের তুলনায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যদ্দরুন তিনি মুসাফির অবস্থায়ও এই সুন্নাতকে কখনো ছাড়তেন না। এবং তাঁর সাহাবীদের কেউ কেউ ফজরের সুন্নাতকে কাযা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সহীহুল বুখারীতে এ বিষয়ে আলাদা অধ্যায় রচিত হয়েছে। 'আয়িশা সিদ্দিকা (রা) থেকে এ বিষয়ে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদীস হলো-

يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيئ من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر .

"ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতের তুলনায় অপর কোন নফল আদায়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এত বেশি তৎপরতা প্রদর্শন করতেন না।"[১০৫]

কিন্তু বর্তমান সমাজের কেউ কেউ এ সুন্নাতকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে একে ফজরের ফরযে ব্যাঘাত ঘটিয়ে আদায়েরও নির্দেশ দিচ্ছেন। যা ফরয আদায়ে কিছুটা হলেও ব্যত্যয় ঘটায় এবং বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অপর একটি বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে ফজরের সময় প্রতিদিনই এ চিত্রটি লক্ষ্য করা যায় যে, একদিকে ফরযের জামা'আত চলছে, আবার অপরদিকে একদল লোক ঐ সময় অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে নিজেদের সুন্নাত আদায়ের জন্য গলদগর্ম হচ্ছে। অথচ এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। তিনি বলেছেন:

(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)

"যখন (ফরয) নামায দাঁড়িয়ে যায়, তখন ফরয ছাড়া অন্য আর কোন নামায নেই"।[১০৬]

এ হাদীসের ভাষ্য অত্যন্ত পরিষ্কার। ফরয চলা অবস্থায় অন্য নামায পড়লে ফরযের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। কোন সুন্নাতকে গুরুত্ব দেয়ার অর্থ এই নয় যে, ফরয বাদ দিয়ে বা ফরযে কোন কমতি ঘটিয়ে হলেও তা আদায় করতে হবে। ফজরের ফরযে লম্বা কিরাআত পড়া হবে - এই অজুহাতে এখানে মানুষকে সুন্নাতটি পড়ে নিতে বলা হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে উপরোক্ত হাদীসটির সুস্পষ্ট বিরোধিতা করা হয়। তাছাড়া যুক্তির মানদন্ডেও এটি টিকে না। কারণ কোন সুন্নাত নামাযেই ফরযের চেয়ে কাজ কম নয়।

---

১০৫. সহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাবু তা'আহুদি রাক'আতাইল ফাজরি ওয়া মান সাম্মাহা তাতাউ'আন।

১০৬. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫৩

www.waytojannah.com

বরং চার রাক‘আত বিশিষ্ট সুন্নাত নামাযে ফরয নামাযের চেয়ে কিরাআত বেশি। এখানে প্রতি রাক‘আতেই সূরা মিলাতে হয়। তাছাড়া রুকূ, সিজদাহ ইত্যাদি উভয়ের বেলাতেই সমান। বরং নফলকে নিজের সাধ্যমত লম্বা করাই উত্তম। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যক্তিগত অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি ফরয নামাযকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করতেন এবং সুন্নাত নামাযকে লম্বা করতেন। সুন্নাতকে অনেক লম্বা করায় এবং একাধারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায পড়ায় কখনো কখনো তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত।[১০৭] আর ফরয নামাযে অনেক সময় শিশুদের কান্নার আওয়াজে তিনি নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। তাছাড়া যারা ইমাম হয়ে মানুষদের নামায পড়াতেন তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপদেশ ছিল যেন তারা তাদের পেছনের দূর্বল ও অসুস্থ মুসল্লীদের দিকে খেয়াল করে এবং প্রয়োজনে যেন নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে। তাই আমাদের উচিত কোরআন ও সুন্নাহর বিধানগুলোকে সমন্বয় করে প্রত্যেকটিকে তার যথার্থ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদানের চেষ্টা করা। অন্যথায় একটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আরেকটির হক নষ্ট করে ফেলার আশংকা থেকে যায়। আর সেই সুযোগে যা সুন্নাত নয় তাই এসে সুন্নাতের স্থান দখল করে বসে।

নামায সংক্রান্ত আরো কতিপয় বহুল প্রচলিত বিদ‘আত:

ক. বিতরের পর নফল নামায বসে পড়ায় অধিক সাওয়াব

আমাদের সমাজের মুরব্বীদের মাঝে একটি বিষয় প্রচলিত আছে যে, তারা প্রতিদিন বিতরের নামাযের পর হালকাভাবে দুই রাক‘আত নফল নামায পড়েন এবং সেটি ইচ্ছাকৃতভাবে বসে বসে পড়েন। এই দুই রাক‘আত নফল নামাযকে তারা হালকী (সংক্ষিপ্ত) নফল নামে অভিহিত করেন। তারা এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, এই নামাযটি বসে পড়লে অধিক সাওয়াব হয়। অবশ্য তাদের এই আমলের সপক্ষে তারা কোন দলীল উপস্থাপন করতে পারেন না। তারা শুধু বলেন যে, আমরা আমাদের নেককার পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে এভাবে শুনে এসেছি এবং তাদেরকেও এরূপ করতে দেখেছি। অথচ আমরা জানি যে, একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এরূপ আমল পাওয়া গেলেও অন্য অনেকগুলো বিশুদ্ধ হাদীস এরূপ আমলের বিপরীত হিসেবে গণ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

১০৭. ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (এত দীর্ঘ সময়) নামায পড়তেন যে, তাঁর দুই পা ফুলে যেত। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার তো পূর্বাপর সব কিছু ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, আপনি কেন এত কষ্ট করেন? (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন: আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দাহ হব না!” (মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি)

www.waytojannah.com

রাত্রিকালীন নামাযের সবশেষে বিতর পড়তেন। উম্মাতকেও তিনি তাদের রাতের নামাযের শেষ নামায হিসেবে বিতর (বেজোড়) পড়তে আদেশ করেছেন। যেমন-

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا .

"ইবন 'উমার (রা) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বিতরকে তোমরা তোমাদের রাতের সালাতের শেষ বানাও।"[১০৮] বিতর সংক্রান্ত আরো বেশ কিছু হাদীসও রয়েছে। যেমন-

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أوتروا قبل أن تصبحوا .

"আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: তোমরা সকালে উপনীত হওয়ার আগে বিতর পড়ে নাও।"[১০৯]

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل ، و هي معترضة بين يديه ، فإذا بقي الوتر ، أيقظها فأوترت . رواه مسلم . وفي رواية له : فإذا بقي الوتر قال : قومي فأوتري يا عائشة .

"'আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাতের নামায পড়তেন এমতাবস্থায় তিনি (কখনো কখনো) তাঁর সামনে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতেন। (নফল নামায শেষে) যখন তাঁর বিতর পড়া বাকী থাকত, তখন তিনি তাকে জাগিয়ে দিতেন। অত:পর (তিনি উঠে) বিতর পড়ে নিতেন। ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন তাঁর বিতর পড়া বাকী থাকত, তখন তিনি ('আয়িশাকে ডেকে দিয়ে) বলতেন: হে 'আয়িশা! উঠে বিতর পড়ে নাও।"[১১০]

عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق ، فمن شاء

---

১০৮. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৪০৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭৫১, আবূ দাউদ, হাদীস নং- ১৪৩৮ ও নাসায়ী, হাদীস নং- ২৩০, ২৩১
১০৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭৫৪
১১০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭৪৪ ও ১৩৫

www.waytojannah.com

فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة .

"আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: বিতর অপরিহার্য। সুতরাং যে চায় পাঁচ রাক'আত দিয়ে, যে চায় তিন রাক'আত দিয়ে এবং যে চায় এক রাক'আত দিয়ে বিতর করবে।"[১১১] শাইখ আলবানীর মতে হাদীসটি সহীহ।[১১২]

عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلاة الليل مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع واحدة توتر لك .

"ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: রাতের সালাত দুই দুই রাক'আত করে। যখন তুমি তা শেষ করতে চাও, তখন এক রাক'আত পড়ে নাও, যা তোমার সালাতকে বিতর করে দেবে।"[১১৩] অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

عن أبي مجلز قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الوتر ركعة من آخر الليل .

"আবূ মুজলায (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন 'উমার (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন: বিতর হচ্ছে শেষ রাত্রিতে এক রাক'আত।"[১১৪] অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে:

عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى .

"ইবন 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রাতের সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তখন তিনি বললেন: রাতের সালাত হচ্ছে দুই দুই রাক'আত করে। তোমাদের কেউ যখন সকাল হয়ে যাচ্ছে বলে মনে

১১১. ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৭০, ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭৬ ও হাকিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৪

১১২. আল-আলবানী, সাহীহু ওয়া দা'য়ীফু ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৯০

১১৩. সহীহ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৫৪

১১৪. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১৮

www.waytojannah.com

করবে, তখন সে এক রাক'আত পড়ে নেবে, যা তার আগের সালাতকে বিতর করে দেবে।"[১১৫]

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من خاف أن لا يقوم من آخر الليل ، فليوتر أوله . و من طمع أن يقوم آخره، فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، و ذلك أفضل .

"জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠার ব্যাপারে আশংকা করে, সে যেন প্রথম রাতেই বিতর পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠার ব্যাপারে আশাবাদী হয়, সে যেন শেষ রাতেই বিতর পড়ে। কেননা শেষ রাতের নামায সাক্ষ্য স্বরূপ হবে। তাই এটিই (বিতরকে শেষ রাতের জন্য রেখে দেয়া) উত্তম।"[১১৬]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، و ركعتي الضحى ، و أن أوتر قبل أن أرقد.

"আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে আমার খালীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতে ও পূর্বাহ্নের/চাশতের দুই রাক'আত নামায পড়তে ওসীয়াত করেছেন। আর আমি যেন শুয়ে যাবার আগে বিতর পড়ে নিই।"[১১৭]

উপরোক্ত হাদীসগুলো বিভিন্নভাবে বর্ণিত হলেও সবগুলো হাদীসেরই বক্তব্য হলো যে, রাত্রিকালীন নামাযের সর্বশেষ নামায হলো বিতর। তাই যারা শেষ রাতে উঠতে পারবে না বলে মনে করে তাদেরকে প্রথম রাতেই বিতরের মাধ্যমে নামাযের সমাপ্তি টানতে বলা হয়েছে। আর যারা শেষ রাতে উঠার আশা রাখে তারা যেন শেষ রাতের জন্য বিতরকে রেখে দেয়। অতএব, বিতরের পর দুই রাক'আত নফলটি বসে পড়লে অধিক সাওয়াব- এভাবে বলার সুযোগ নেই। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো তা করেছেন বিধায় এটি করা জায়েয।

তাছাড়া যে কোন নফল নামায বসে পড়লে অধিক পুণ্য হওয়ার বিষয়টিও প্রশ্নবোধক। কেননা সাধারণভাবে যে কোন নামাযই দাঁড়িয়ে পড়া ফরয। তবে দাঁড়াতে সমস্যা হলে

---

১১৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১৬
১১৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭৫৫, তিরমিযী, হাদীস নং- ৪৫৬
১১৭. সহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ৪৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭২১

www.waytojannah.com

বসেও পড়া যায়। এমনকি বসতেও অপারগ হলে শুয়ে শুয়ে কিংবা ইশারায়ও নামায আদায় করা যায়। কিন্তু নামাযটি নফল হওয়ার কারণে তা বসে পড়তে হবে অথবা বসে পড়লে অধিক সাওয়াব হবে- এটা কিভাবে জানা গেল? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিয়মিত আমল এবং তাঁর কোন আদেশ তো একথা প্রমাণ করে না। বরং একথা প্রমাণিত যে, রাত্রিকালীন নফল নামায দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে পড়তে তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله! وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا .

"'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পড়তে তাঁর দুই পা ফুলে যেত। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন এভাবে করেন? অথচ আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন: আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দাহ হব না?"[১১৮]

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ، فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء . قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس و أدعه .

"ইবন মাস'উদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক রাতে আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি এত (দীর্ঘ সময় ধরে) দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, আমি একটি খারাপ চিন্তা করে ফেললাম। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো- তুমি কি (খারাপ) চিন্তা করেছিলে? তিনি বললেন: আমি চিন্তা করেছিলাম যে, রাসূলকে রেখে দিয়ে আমি বসে পড়ি।"[১১৯]

অতএব, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কিয়ামুল লাইল করাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভ্যাস। তাছাড়া ফরয নামাযের তুলনায় তিনি সচরাচর নফল নামাযকে দীর্ঘ করতেন। নফল নামায বসে পড়লে অধিক সাওয়াব তো দূরের কথা বরং অর্ধেক সাওয়াবের কথাই সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে,

---

১১৮. সহীহুল বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৮১৯, ২৮২০
১১৯. সহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১৫, ১৬ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭৭৩

www.waytojannah.com

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل . و من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، و من صلى نائما فله نصف أجر القاعد .

"বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন: যদি কেউ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তবে সেটি উত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে তার জন্য দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব। আর যে শুয়ে সালাত আদায় করবে তার জন্যে বসে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব।"[১২০]

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, বসে নামায আদায় করা নয় বরং দাঁড়িয়ে নামায আদায় করাই উত্তম। এটি ফরয ও নফল, দিনের ও রাতের সকল নামাযের বেলাতেই প্রযোজ্য। তাই নফল নামায বসে পড়লে অধিক সাওয়াব প্রাপ্তির বিষয়টি সঠিক নয়। আর বিতরের পর হালকী নফলের রেওয়াজটিও বিশুদ্ধ নয়। তিরমিযী, ইবন মাজাহ, আদ্ দারিমী ও মুসনাদে আহমাদ- এর বর্ণনায় এসেছে যে - রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতরের পর বসে বসে দুই রাক'আত নফল পড়েছেন। তবে তা তাঁর নিয়মিত আমল ছিল না। বরং অনেকগুলো বর্ণনামূলক হাদীসে তিনি বিতর নামাযকে রাতের সর্বশেষ নামায বানাতে বলেছেন। মুহাদ্দিসগণের অনেকে বসে বসে দুই রাক'আত নফল পড়ার হাদীসটিকে দূর্বল বলেছেন। তাছাড়া মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীস এবং কাওলী (বর্ণনামূলক) হাদীসের সংঘাতের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কাওলীটিই অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা ফে'লী হাদীস কখনো কখনো বিশেষ কোন অবস্থায় হয়। অথবা কোন বিষয়ে বৈধতা বর্ণনার জন্য হয়। কিংবা তা কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য খাস হয়। পক্ষান্তরে, কাওলী হাদীস দ্বারা উম্মাতকে বিশেষ নির্দেশনা দেয়াই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যা তাদের জন্য বিশেষভাবে পালনীয়।

খ. বিবাহিত ও অবিবাহিতদের নামাযে বৈষম্য

বিবাহিত ও অবিবাহিতের নামাযে বিরাট বৈষম্য আছে বলে কোথাও কোথাও প্রচার করা হয়। বলা হয় যে, অবিবাহিত পুরুষের ৭০ রাক'আত নামায অপেক্ষা বিবাহিত পুরুষের দুই রাক'আতই উত্তম। এটিকে হাদীসের বক্তব্য বলে দাবী করা হলেও কোন্ হাদীস গ্রন্থে আছে তা বলা হয় না। তাই এর শুদ্ধাশুদ্ধি অনুসন্ধান করা কঠিন। তবে হাদীসের

১২০. সহীহ ওয়া দা'য়ীফুল জামি' আস-সাগীর, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৩০৯

www.waytojannah.com

বক্তব্য চিন্তা করলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এটি মওযূ' বা জাল। কোন 'ইবাদাতের মান ভাল হওয়ার জন্য বা তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য বিবাহ শর্ত হতে পারে না। আর বিবাহিত হলেই নামাযে বেশি মনোযোগী হবে এটাও বলার কোন সুযোগ নেই। বরং অবিবাহিত ব্যক্তির দুনিয়াবী ব্যস্ততা ও দুনিয়ার প্রতি বিভিন্নভাবে তার সংশ্লিষ্টতা বিবাহিতের তুলনায় কম থাকাই স্বাভাবিক। তাই নামাযে সে চাইলে আরো বেশি একাগ্র হতে পারবে। হাদীস শরীফে তাই যৌবনের 'ইবাদাতকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর পথে চলমান যুবকদের প্রশংসা করা হয়েছে।

তাছাড়া, বিবাহিত ও অবিবাহিতের নামাযের ইমামতিতে পার্থক্য করার একটি প্রবণতাও আমাদের সমাজে চালু আছে। বলা হয় যে, বিবাহিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে অবিবাহিত ব্যক্তির ইমামত জায়েয নয়। এমনকি এও বলা হয় যে, যদি সকলেই বিবাহিত হয় তাহলে তাদের মধ্যে যার স্ত্রী অধিক সুন্দরী তিনি ইমামতির বেশি উপযুক্ত। এটিও আরেকটি সুস্পষ্ট বিদ'আত। কেননা হাদীসে ইমামতির জন্য বিবাহকে শর্ত করা হয়নি। সাধারণভাবে ইমামতির শর্ত হলো পুরুষ হওয়া। পুরুষদের উপর নারীর ইমামতি গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া বিশেষভাবে ইমামতির শর্ত হলো ব্যক্তির জ্ঞান ও আমল সংক্রান্ত কিছু বিষয়। যেমন- ব্যক্তির কোরআন সম্পর্কিত জ্ঞান, তার শারী'য়াতের জ্ঞান, ইসলামের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, বয়স ইত্যাদির ভিত্তিতে কে ইমামতির বেশি উপযুক্ত তা নির্ধারণের কথা হাদীসে রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سنا

"সম্প্রদায়ের ইমামতি করবেন তিনি যিনি তাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব পড়তে অধিক পারদর্শী। পড়ায় যদি তারা সমান পারদর্শী হন তাহলে সুন্নাহর জ্ঞানে যিনি অগ্রগামী তিনি। যদি সুন্নাহর বেলায়ও তারা সমান হন তাহলে তাদের মধ্যে যিনি আগে হিজরাতকারী তিনি। আর যদি হিজরাতের দিক দিয়েও তারা সমান হন তাহলে তাদের মধ্যে যিনি বয়সে বড় তিনি।"[১২১]

উক্ত হাদীসে কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞান, ইসলামের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং বয়সের বিষয়টিকে ইমামতির জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি করা হয়েছে। বিয়ের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে কোনভাবেই আলোচনায় আনার কোন অবকাশ নেই। তবে উপরোক্ত হাদীসটিতে সা'ঈদ ইবন মানসূরের বর্ণনায় আরেকটি বাক্য সংযোজন করা হয়েছে। তা হলো- (لا يؤمن

---

১২১. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৩

www.waytojannah.com

(الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه إلا بإذنه "ব্যক্তির নিজের বাড়িতে অথবা তার কর্তৃত্বাধীন এলাকায় তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন ইমামতি না করে।" অর্থাৎ উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত যোগ্যতার পাশাপাশি যদি জামা'আত অনুষ্ঠান স্থলের মালিক বা সেখানকার নেতা উপস্থিত থাকেন তাহলে তিনিই ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হবেন।

গ. মহিলাদেরকে জামা'আত, জুমু'আহ ও ঈদের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখা

ইসলামী বিধানে মহিলাদের জামা'আতে নামায আদায়ের সুযোগ আছে। তারা জুমু'আয় শরীক হতে পারেন এবং ঈদগাহে যেতেও তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। অনেকে ফিতনার আশংকার অজুহাত দেখিয়ে মহিলাদেরকে এসব 'ইবাদাত থেকে বিরত করেন এবং এগুলো তাদের জন্য মাকরূহ বলে ফাতওয়া দেন। মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও আস্-সুন্নাহয় মহিলাদেরকে এগুলো থেকে বারণ করা হয়নি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই এসব 'ইবাদাতের দিকে আহবান করা হয়েছে। জামা'আতে নামায আদায়ের যে অতিরিক্ত সাওয়াব তা সকলের জন্যই অবারিত করা হয়েছে, শুধু পুরুষদের জন্য তা খাস করা হয়নি। জুমু'আহ এবং ঈদের কল্যাণেও সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة .

"ইবন 'উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: একা একা নামাযের চেয়ে জামা'আতে নামায সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব।"[১২২]

উপরোক্ত হাদীসে জামা'আতে নামাযের যে ফযীলত বলা হয়েছে তা কেবল পুরুষদের জন্য নয়। বরং যে কেউ জামা'আতে নামায আদায় করবে, তার বেলায় এই ফযীলত প্রযোজ্য হবে। তবে পুরুষদের জন্য জামা'আতে নামায আদায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু নারীদের জন্য তা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। একইভাবে জুমু'আর নামাযের যে গুরুত্ব ও ফযীলত কোরআন এবং সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে, তাও কেবল পুরুষদের জন্য নয়। বরং নারী পুরুষ সকলের জন্যই তা সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে নারীদের জন্য জুমু'আকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কিন্তু আমাদের সমাজের অনেক 'আলিম ঢালাওভাবে মহিলাদের জন্য জামা'আতে নামায আদায় ও জুমু'আর নামায আদায়কে হারাম বলে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। অথচ তারা মসজিদে যেতে চাইলে

---

১২২. সহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ১০৯, ১১০ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৬৫০

www.waytojannah.com

তাদেরকে বারণ করতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) "তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মাসজিদসমূহে যেতে বারণ করো না।"[১২৩]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় মহিলা সাহাবীগণ জুমু'আর নামাযে যেতেন। ফজরের নামায সহ অন্যান্য ফরয নামাযেও তারা জামা'আতে শামিল হতেন। তবে তাদের উপর এ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের স্ত্রী যয়নাব (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বলেছেন, তোমাদের (মহিলাদের) কেউ যখন মসজিদে আসে, তখন সে যেন সুগন্ধি লাগিয়ে না আসে।[১২৪] এ হাদীস থেকে মহিলাদের মসজিদে আসার ক্ষেত্রে ঐচ্ছিকতা বুঝা যায়। আর যদি তারা আসে তাহলে যেন শালিনতার সাথে নিরবে এসে নামায পড়ে যায়। 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ফজর নামায শেষ করতেন, তখন মহিলাগণ চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে ঘরে ফিরে যেতেন। অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না।[১২৫] তবে তাদের শারীরিক অসুস্থতা, চলাফেরায় কষ্ট, যাতায়াতের ঝামেলা ও শিশুদের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্য ঘরে নামায পড়া উত্তম বলেছেন। জামা'আতের নামাযে কাতার সম্পর্কে ইসলামী শারী'য়ার নিয়ম হলো- প্রথমে পুরুষদের, তারপর বালকদের ও তারপর মহিলাদের কাতার হবে। যদি মহিলারা জামা'আতে শামিলই হতে না পারত, তাহলে তাদের জন্য জামা'আতে স্থান নির্ধারন করা হতো না। এমনকি মহিলা যদি একজনও হন, তবুও তিনি বালকদের পিছনেই দাঁড়াবেন। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন: একবার আমাদের ঘরে আমি ও একটি ইয়াতিম ছেলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। আমার মা উম্মু সুলাইম (রা) আমার পেছনে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন।[১২৬] তাছাড়া নামাযে ইমামের ভুল হলে হাদীস শরীফে ইমামকে সতর্ক করার জন্য পুরুষ মুসল্লীদেরকে 'সুবহানাল্লাহ' বলার এবং নারীদেরকে হাতের উল্টা পিঠে শব্দ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১২৭] নারীরা জামা'আতে শামিল হতে না পারলে তাদের জন্য ইসলামের এ নির্দেশনা থাকত না এবং তাদের পক্ষে এ নির্দেশ মান্য করা সম্ভবও হবে না।

---

১২৩. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২
১২৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪
১২৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, ৩৩
১২৬. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৫
১২৭. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯০

www.waytojannah.com

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর সাহাবীগণের সময়েও তারা জুমু'আর নামায সহ অন্যান্য ফরয নামাযের জামা'আতে যেতেন। 'উমার (রা) এর খিলাফাতকালে খুতবাহ চলাকালীন সময়ে একবার এক মহিলা সাহাবী 'উমারের মোহরানা সংক্রান্ত আলোচনার প্রতিবাদ করেছিলেন। ইবন 'উমার (রা) বলেন, 'উমারের (রা) স্ত্রী 'আতিকা (রা) ফজর ও 'ইশার জামা'আতে মসজিদে হাজির হতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি কেন (নামাযের জন্য) বের হন? অথচ আপনি জানেন যে, 'উমার (রা) ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন না যে, তার স্ত্রী মাসজিদে যাক। তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, তাহলে এমন কি বাধা রয়েছে যে, 'উমার (রা) স্বয়ং আমাকে নিষেধ করছেন না। তাকে বলা হলো যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিষেধাজ্ঞার কারণে তাকে কখনো মাসজিদে যেতে নিষেধ করতেন না। অতএব, জুমু'আহ এবং জামা'আতের কল্যাণ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার কোন অবকাশ নেই।

একইভাবে ঈদগাহে যাওয়াকে এক শ্রেণীর 'আলিম নারীদের জন্য রীতিমত গর্হিত কাজ বলে গণ্য করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিমে আলাদা অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। মহিলা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় ঈদগাহে উপস্থিত হতেন এবং ঈদের নামাযের পর যে খুতবাহ দেয়া হত, তাতে মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলাদাভাবে কিছু নসীহত করতেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা সম্বলিত হাদীস বিদ্যমান। যেমন-

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض و ذوات الخدور . فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير و دعوة المسلمين ، قلت: يا رسول الله ! إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها .

"উম্মু 'আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃদ্ধা, ঋতুবর্তী ও কুমারী নির্বিশেষে সকল নারীকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদহায় নিয়ে যেতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তবে যারা ঋতুবর্তী তারা যেন নামায থেকে বিরত থাকে এবং মুসলিমদের সাথে দু'আ ও কল্যাণে শামিল হয়। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কারো হয়ত জিলবাব (ওড়না/চাদর)

www.waytojannah.com

থাকেনা (তাহলে তারা কিভাবে ঈদগাহে যাবে?)। তিনি বলেন: তাকে যেন তার অপর বোন নিজের জিলবাব পরিয়ে নেয়।"[১২৮]

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরকে ওড়না ধার করে হলেও ঈদগাহে উপস্থিত হতে বলেছেন। আর ঋতুবতীদেরকেও ঈদের কল্যাণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে এত বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন, আমরা কেন তা থেকে আমাদের নারী সমাজকে এত পিছিয়ে রাখছি?

আমাদের সমাজের নারীদের অনেকেরই ইসলামী জ্ঞান প্রায় শূন্যের কোঠায়। ইসলাম সম্পর্কে যতটুকুই জানে তাও আবার ভ্রান্তিতে পূর্ণ। বাইরের ইসলামী জগতের সাথে সম্পর্ক না থাকায় এসব ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনেরও কোন সুযোগ তাদের মিলে না। আর অধিকাংশ স্বামীরাই বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকায় তাদের মাধ্যমেও নারীদের ইসলাম জানার সুযোগ খুব একটা হয়ে উঠে না। তবে আল্লাহর মেহেরবাণীতে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনে সম্পৃক্ত হওয়ার সুবাদে এখন কিছু সংখ্যক নারীর মাঝে ইসলামী পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। তারা কোরআনের অনুবাদ, হাদীস ও বিভিন্ন ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে যৎসামান্য আশার আলো ছড়াচ্ছেন। ইসলামের আলোকে তারা নিজেরা আলোকিত হচ্ছেন এবং তাদের মাধ্যমে তাদের সন্তানরাও আলোকিত হচ্ছে। এমনকি আশে পাশের পরিবারগুলোতেও এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে তাদের সংখ্যা ইসলাম না জানা ও না মানা নারীদের তুলনায় নিতান্তই কম। অধিকাংশ নারীই এখন চিন্তা-চেতনায় পশ্চাৎমুখী, দীন পালনের ব্যাপারে চরম উদাসীন। চরিত্র ও নৈতিকতায় প্রগতিবাদী তথা ইহুদী, খ্রীস্টান ও মুশরিকদের যথার্থ অনুসারী। সম্ভবত: এ কারণেই আজকের মায়েরা জাতিকে শাহজালাল (রহ.) ও শাহ মাখদূমের (রহ.) মত ওলী, 'আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) ও মুজাদ্দিদে আলফেসানীর (রহ.) মত আল্লাহ ওয়ালা, গাজী সালাহ উদ্দীনের (রহ.) মত বীর মুজাহিদ, ইমাম গাযালীর (রহ.) মত শিক্ষাবিদ দার্শনিক, ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) ও ইবনুল কাইয়্যিমের (রহ.) মত মুজতাহিদ এবং 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীযের (রহ.) মত ন্যায়পরায়ন শাসনকর্তা উপহার দিতে পারছে না।

অতএব জামা'আত, জুমু'আহ ও ঈদের কল্যাণ থেকে মহিলাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। বরং তারা যেন এ সুযোগগুলো সঠিকভাবে পেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা মুসলিম সমাজপতি ও রাষ্ট্রনায়কদের অন্যতম দায়িত্ব। আর ফিতনার যে আশংকার কথা বলে তাদেরকে এসব দীনী অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সে আশংকার কথা বলে

---

১২৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৩১

www.waytojannah.com

কিন্তু তাদেরকে অবাধে মার্কেটে বিচরণ করা থেকে বিরত রাখা হয়নি। ইসলাম নারী-পুরুষ সকলের জন্য বিদ্যার্জনকে ফরয করেছে। শিক্ষার সকল স্তর অতিক্রম করার অধিকার পুরুষদের ন্যায় নারীদেরও আছে। এ অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্যেই ইসলামে সহশিক্ষাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সব ক্ষেত্রে তাদের জন্য আলাদা শিক্ষায়তন গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু আজকের সমাজ ব্যবস্থা নারীদেরকে এ সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করছে। সহশিক্ষার কবলে ফেলে তাদেরকে সর্বত্র পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য করা হয়েছে। প্রগতির দোহাই দিয়ে আর উচ্চশিক্ষার অজুহাতে এখন যুব সমাজের চরিত্র হননের সকল পথ খুলে দেয়া হয়েছে। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, গাড়ি-ঘোড়ায় সর্বত্র পুরুষদের ভীড় ঠেলে নারীদের সার্বক্ষণিক বিচরণকে বাধাহীন ও অবাধ করা হয়েছে। অথচ দীনের এসব আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্নেই কেবল তাদেরকে ফিতনার অযুহাত দেখিয়ে তা থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। চাকুরী-বাকরী, লেখা-পড়া ইত্যাদিতে তারাও পুরুষদের মত সর্বত্রই যাচ্ছে, কিন্তু তাদের জন্য পুরুষদের ন্যায় সব জায়গায় নামাযের ব্যবস্থা নেই। অন্যকথায়, সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবেই যেন তাদেরকে ইসলামের কিছু মৌলিক 'ইবাদাত থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, বর্তমান সমাজের নারীসমাজ যখন নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সোচ্চার, তখনও কিন্তু তারা তাদের এসব মৌলিক অধিকার নিয়ে কোন কথা বলছে না। তাদের যত সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, মিছিল-মিটিং, আলোচনা সভা, পত্রিকায় লিখন, মানব বন্ধন ইত্যাদি সবই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পুরুষের মত সমান অধিকার প্রাপ্তির দাবীতে। কিন্তু ইসলামী শারী'য়াহ প্রদত্ত তাদের এসব অধিকার নিয়ে কিন্তু তাদের নিজেদের মাঝেও কোন আলোচনা নেই, নেই কোন দাবী দাওয়া।

ং. শবে বরাত ও শবে মি'রাজের নামায

সাধারণভাবে রাত্রিকালীন নফল নামায বা 'কিয়ামুল লাইল' বা 'সালাতুত তাহাজ্জুদ' সারা বছরই পড়ার বিধান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু বিশেষ কোন রাত্রিতে এই নামায পড়তেন না এবং বিশেষ কোন রাত্রিতে তা পড়ার জন্য তিনি কাউকে বলেননি। হাদীস শরীফে শবে বরাত ও শবে মি'রাজের নামায বলে কোন নামাযের কথা আসেনি। তবে রামাদান মাসে কিয়ামুল লাইলের কথা এসেছে দুই ভাবে। প্রথমতঃ সাধারণভাবে রামাদানে কিয়ামুল লাইলের কথা এসেছে। দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে লাইলাতুল কাদরে কিয়ামুল লাইলের কথা এসেছে। কিন্তু অন্য কোন বিশেষ রাত্রির বিশেষ কিয়ামের কথা কোন হাদীসে আসেনি। এমনকি কদরের রাতে যে কিয়ামের কথা বলা হয়েছে তার নামও কিন্তু কদরের রাতের নামায নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

www.waytojannah.com

من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .

"যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রামাদান মাসে কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায আদায়) করল, তার অতীতের গুনাহরাজি ক্ষমা করে দেয়া হলো।"[১২৯]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ، فيقول: من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .

"আবূ হুরাইরা (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদানের কিয়ামুল লাইলের (তারাবীহের) ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ না করে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন: যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রামাদানে কিয়াম করবে, তার অতীতের গুনাহরাজি ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১৩০] আর কদরের রাত্রিতে কিয়ামুল লাইলের মর্যাদার কথাও আলাদা হাদীসে এসেছে:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه . متفق عليه .

"আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে কদরের রাত্রিতে কিয়ামুল লাইল করবে, তার অতীতের গুনাহরাজি ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১৩১]

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان .

"'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: তোমরা রামাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে কদরের রাত্রি অন্বেষণ কর।"[১৩২]

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في

---

১২৯. সহীহুল বুখারী, ৪/২১৭, ২১৮ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭৮৬
১৩০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭৫৯ ও ১৭৪
১৩১. সহীহুল বুখারী, খ. ৪, পৃ. ২২১
১৩২. সহীহুল বুখারী, খ. ৪, পৃ. ২২৫

www.waytojannah.com

رمضان ما لا يجتهد في غيره ، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره .

"'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রামাদান মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (নফল 'ইবাদাতের ব্যাপারে) এত বেশি চেষ্টা করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। আর এ মাসের শেষ দশকে তিনি এত বেশি চেষ্টা করতেন যা অন্য অংশে করতেন না।"[১৩৩]

অতএব, কদরের রাত্রিতে বিশেষ 'ইবাদাত প্রমাণিত এবং যেহেতু এ রাত্রি নির্ধারিত নয় তাই শেষ দশকের পুরোটাই বিশেষ 'ইবাদাতের জন্য নির্ধারিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কদরের রাত্রির বিশেষ ফযীলত প্রাপ্তির জন্য রামাদানের শেষ দশক মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। পুরো দশকেই তিনি কিয়ামুল লাইলে সর্বোচ্চ মনোযোগী হতেন। কিন্তু তাই বলে কদরের নামায নামে আলাদা কোন নামায তিনি পড়তেন না এবং এ ব্যাপারে তাঁর কোন নির্দেশনাও নেই। আর শবে বরাত ও শবে মি'রাজের নামাযের কথা তো বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশের কোন কোন এলাকার মসজিদে এই দুই রাত্রিতে জামা'আতের সাথে ১২ রাক'আত নামায আদায় করা হয় এবং এই নামায শেষে আবার রামাদানের মত বিতরের নামাযকেও জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়। বরাত ও মি'রাজের রাত নিয়ে এরূপ বাড়াবাড়ি এবং এতে বিশেষ বিশেষ 'ইবাদাতের প্রচলন নি:সন্দেহে দীনের মধ্যে নতুনত্ব আরোপ তথা বিদ'আত।

ঙ. নামাযের কাফ্ফারাহ

আমাদের দেশের কোন কোন 'আলিম মৃত্যুর পূর্বে কোন ব্যক্তির বাদ পড়ে যাওয়া নামাযের জন্য নির্ধারিত কাফ্ফারার প্রচলন করেন। এক্ষেত্রে তারা রোযার সাথে একে তুলনা করে থাকেন। অথচ এভাবে কোন 'ইবাদাতের প্রচলন করার এখতিয়ার কোন মানুষের নেই। ইসলামের মৌলিক 'ইবাদাতগুলোর মধ্যে নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। নামাযের বিষয়টি অন্য সব মৌলিক 'ইবাদাত থেকে ব্যতিক্রম। অন্য সব মৌলিক 'ইবাদাতে কাফ্ফারাহ অথবা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ আছে, কিন্তু নামাযে তা নেই। নামায প্রত্যেক মুকাল্লাফ[১৩৪] ব্যক্তির নিজেরই আদায় করতে হয়। শারীরিক অসুস্থতা কিংবা অপারগতার দোহাই দিয়ে তা অন্যকে দিয়ে আদায় করানো যায় না। কিংবা কোন আর্থিক কাফ্ফারার বিনিময়েও নামাযকে বাদ দেয়া যায় না। ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত তথা হুঁশ থাকা অবস্থায় তার যিম্মা থেকে নামাযের দায়িত্ব রহিত হয় না।

---

১৩৩. সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৮৬
১৩৪. মুকাল্লাফ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার উপর ইসলামী বিধান প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

www.waytojannah.com

সে দাঁড়াতে না পারলে বসে পড়বে, বসতে না পারলে শুয়ে পড়বে, শুতে না পারলে যেভাবে আছে সেভাবেই ইশারা-ইঙ্গিতে হলেও নামায আদায় করবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار .

"যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে (সর্বাবস্থায়ই) আল্লাহকে স্মরণ করে, আর আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে চিন্তা করে (এবং বলে) হে আমাদের রব, তুমি নিশ্চয়ই এগুলোকে অযথা সৃষ্টি করনি। পবিত্র ও মহান তোমার সত্তা। আমাদেরকে তুমি আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।"[১৩৫] 'আয়িশা সিদ্দিকাহ (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রতিটি মুহূর্তেই মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করতেন।[১৩৬] অতএব, নামাযে ও নামাযের বাইরে সর্বত্রই এবং সর্বাবস্থায়ই মহান আল্লাহকে স্মরণ করা আমাদের দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك .

"তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়, যদি তা (দাঁড়াতে) না পার তাহলে বসে নামায পড়। যদি তাও (বসতে) না পার তাহলে (শুয়ে) তোমার পার্শ্ব ফিরেই নামায আদায় কর।"[১৩৭]

প্রকৃত ব্যাপার হলো, নামায কাযা করার কোন সুযোগই মূলত: ইসলামী শারী'য়াতে রাখা হয়নি। তাই এর কোন কাফ্ফারারও প্রশ্ন আসে না। ব্যক্তির জ্ঞান লোপ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে নামায আদায় করতেই হবে। যদি তার জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, অথবা সে ঘুমে থাকে, এমতাবস্থায় তার উপর নামায ফরয থাকে না। কিন্তু যখনই সে জ্ঞান ফিরে পাবে ও ঘুম থেকে জেগে উঠবে এবং তার মনে পড়বে যে, তার নামায পড়া হয়নি, অথবা মারাত্মক কোন বিপদের কারণে তার একাধিক নামায কাযা হয়ে গেছে, তখন সে শীঘ্রই নামাযগুলো আদায় করে নেবে। আর যদি এ সুযোগ আসার আগেই সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার অপারগতার কারণে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন না বরং মাফ করে দেবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি সচেতন ও সজ্ঞান থেকে, বুঝে শুনে ইচ্ছে করে বছরের পর

---

১৩৫. সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১৯১
১৩৬. আল-জামি' আত-তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৩
১৩৭. 'আলী ইবন 'উমার আবুল হাসান আদ্-দারা কুতনী, সুনান আদ্-দারা কুতনী (বৈরূত: দার আল-মা'রিফাহ, ১৩৮৬ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৮০

www.waytojannah.com

বছর বেপরোয়াভাবে নামায পরিত্যাগ করে চলবে আর মৃত্যুর সময় যৎসামান্য কাফ্ফারাহ দিয়ে পার পেয়ে যাবে, তা কি করে হতে পারে? অথচ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো-

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন নামাযের কথা ভুলে যায়, সে যেন তা তখনই পড়ে নেয়, যখন তার তা স্মরণ হয়। এটি ছাড়া এর আর কোন কাফ্ফারাহ নেই।"[১৩৮] অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-

أو يغفل عنها فإن كفارتها أن يصلها إذا ذكرها.

"অথবা কেউ যদি নামাযের ব্যাপারে বেখায়াল হয়ে যায়, তাহলে তার কাফ্ফারাহ হলো যখনই নামাযের কথা স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নেবে।"[১৩৯]

অতএব, নামাযের ক্ষতি পূরণ কেবল নামায দিয়েই করতে হবে। ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা দিয়ে, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে দিয়ে বদলা আদায়ের মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ হবে না, যেমনটি রোযা, হাজ্জ ইত্যাদির বেলায় হয়ে থাকে। অথচ আমাদের দেশের একশ্রেণীর 'আলিম মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে রোগশয্যায় থাকাকালীন যে কয় ওয়াক্ত নামায পড়তে পারেনি, সে কয় ওয়াক্ত নামাযের কাফ্ফারাহ ধরে তা পরিশোধ করার জন্য তাকিদ করে থাকে। এ ব্যক্তির উপর যে দশ বছর বয়স থেকেই নামায ফরয হয়েছিল এবং সে মৃত্যু পর্যন্ত যে আরো কত শত সহস্র ওয়াক্ত নামায পড়েনি, তার কোন কাফ্ফারাহ হিসাব করা হয় না। আবার তিলাওয়াতে সিজদাহ, সহু সিজদাহ ইত্যাদির উপরও নিজেদের মনগড়া কাফ্ফারাহ নিরূপণ করা হয়। অথচ নামায ছাড়া তার গোটা জীবনে আরো যে কত অসংখ্য ফরয বাদ পড়েছে, সেগুলোর কাফ্ফারাহ কি হবে- তা তো হিসাব করা হয় না। বিশেষত: যাকাতের ব্যাপারটি তো কখনোই স্মরণ করা হয় না। আর এটি কি করেই বা হিসাব করা সম্ভব? উপরন্তু শিরক, বিদ'আত ও অসংখ্য হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে সে যে পাহাড় সম গুনাহ কামিয়েছে তারই বা কি হবে? শুধু বিগত কয়েক ওয়াক্ত নামাযের কাফ্ফারাহ দিয়েই কি মুক্তি আশা করা যাবে? যদি তা না হয়, তাহলে নামাযের কাফ্ফারার এরূপ মনগড়া প্রথা চালু করে এ প্রহসন দেখানো হচ্ছে কেন?

---

১৩৮. সুনান আল-কুবরা, খ. ২, পৃ. ৪৫৬ ও সুনান আবী দাউদ, খ. ১, পৃ. ১৭৪
১৩৯. সুনান আন-নাসায়ী, খ. ১, পৃ. ২৯৩।

www.waytojannah.com

একইভাবে কোন কোন স্বার্থান্বেষী 'আলিম শারী'য়াতের নির্ধারিত কাফ্ফারাকে বাদ দিয়ে নিজের ইচ্ছামত কাফ্ফারার বিধান দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। যেমন- কসমের কাফ্ফারাহ হলো দশ জন মিসকীনকে খাওয়ানো। অথচ বলা হয় যে, এক জেলদ কোরআন শরীফ দান করে দিলেই এর কাফ্ফারাহ হয়ে যাবে, ইত্যাদি। শারী'য়াতের বিধানকে এভাবে বদলিয়ে ফেলা কিংবা নতুন বিধান রচনা করার কোন এখতিয়ার মহান আল্লাহ কোন 'আলিমকে প্রদান করেননি। পূর্ববর্তী ইহুদী 'আলিমরা যেভাবে তাদের কিতাবগুলোকে বিকৃত করার কারণে মহান আল্লাহর তিরস্কার পেয়েছিল, এরাও যেন তাদেরই উত্তরসূরী। তাই এ জাতীয় 'আলিমদের ব্যাপারে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে।

চ. জুমু'আর নামায ২২ রাক'আত

আমাদের দেশে জুমু'আর ওয়াক্তে বিভিন্ন নামে মোট ২২ রাক'আত নামাযের প্রচলন করা আছে। কিন্তু হাদীস শরীফে এরূপ ২২ রাক'আত নামাযের কোন ফিরিস্তি পাওয়া যায় না। বরং খুতবার আগে যারা মসজিদে চলে আসেন তাদেরকে যত সম্ভব নামায পড়তে বলা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বেঁধে দেয়া হয়নি।[১৪০] অর্থাৎ নফল নামায হিসেবে জুমু'আর পূর্বে কিছু নামায পড়া যায়। তবে তার রাক'আত নির্দিষ্ট নয়। আবূ দাউদে নাফি' (রা) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- ইবন 'উমার (রা) জুমু'আর আগে লম্বা নামায পড়তেন এবং জুমু'আর পরে ঘরে গিয়ে দুই রাক'আত পড়তেন। জুমু'আর দিন আগে আগে মাসজিদে এসে নফল নামায পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উৎসাহিত করেছেন এবং এর ফযীলত বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণও তা আমল করেছেন। আর জুমু'আর পরে চার রাক'আত অথবা দুই রাক'আতের কথা হাদীস শরীফে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে কখনো চার এবং কখনো দুই রাক'আত পড়েছেন। সাধারণত: মসজিদে হলে তিনি চার রাক'আত পড়তেন এবং ঘরে গিয়ে হলে দুই রাক'আত পড়তেন। এটিই ছিল উম্মাতের জন্য তাঁর নির্দেশনা এবং সাহাবীগণও এভাবেই আমল করতেন। এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো নিম্নরূপ-

---

১৪০. হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমু'আর দিন তাড়াতাড়ি মাসজিদে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আগে আসার জন্য অধিক ফযীলতের কথা বলেছেন। আর খুতবার আগে নামাযের ব্যাপারে এভাবে বলেছেন: (ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت للإمام إذا تكلم) "অত:পর সে যত সম্ভব নামায পড়বে। তারপর ইমামের খুতবাহ শুরু হয়ে গেলে চুপ করে খুতবাহ শুনবে।" অর্থাৎ খুতবাহ শুরু হওয়ার আগে অনেক সময় পেলে ইচ্ছা করলে সে নফল সালাতও আদায় করতে পারবে। এর জন্য কোন নির্ধারিত সংখ্যা নেই।

www.waytojannah.com

عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة .

"ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে জুমু'আর পর দুই রাক'আত নামায পড়েছেন।"[১৪১]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ».

"আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কেউ যখন জুমু'আর নামায পড়ে, সে যেন এর পর চার রাক'আত নামায পড়ে নেয়।"[১৪২]

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ.

"ইবন 'উমার (রা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমু'আর পরে নামায না পড়ে (মসজিদ থেকে) চলে যেতেন। অত:পর তাঁর ঘরে গিয়ে তিনি দুই রাক'আত নামায পড়তেন।"[১৪৩]

জুমু'আর নামাযের ২২ রাক'আতের যারা প্রবক্তা, তাদের ফিরিস্তি অনুযায়ী জুমু'আর ফরযের পর যে নামাযগুলো রয়েছে, তার মধ্যে আখিরী যোহর নামক চার রাক'আত নামায আছে, যা আরো বিভ্রান্তিকর একটি বিদ'আত। এ নামাযটির অস্তিত্বও বিশাল হাদীস ভান্ডারের কোথাও নেই।

অতএব, জুমু'আর নামায ২২ রাক'আত হওয়া সংক্রান্ত যে কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত, তার কোন প্রামাণিক ভিত্তি নেই। এটি সুস্পষ্ট বিদ'আত। অধিকন্তু আরেকটি কথা মুসলিম মহিলাদের মাঝে যুগের পর যুগ প্রচারিত হয়ে আসছে যে, পুরুষরা জুমু'আর নামায শেষে বাসায় না ফিরলে মহিলারা ঐ দিনের জোহরের নামায আদায় করতে পারবে না। অথচ একজনের 'ইবাদাতের জন্য আরেকজনের 'ইবাদাত কখনো আটকে থাকতে পারে না। নামাযের সময় হয়ে গেলে এবং মহিলারা জুমু'আয় না গিয়ে

---

১৪১. সহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ৪১
১৪২. সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৬
১৪৩. সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৭

www.waytojannah.com

থাকলে তারা অবশ্যই সে দিনের যোহরের নামায পড়ে নেবে, পুরুষদের বাড়িতে ফেরার সাথে তাদের যোহরের নামাযের কোন সম্পর্কই নেই। এসব ভিত্তিহীন ও আজগুবী কথা দিয়ে গোটা মুসলিম সমাজ আজ ছেয়ে গেছে। ইসলামের সহজ ও সাবলীল বিধানগুলোকে এভাবে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে এবং মানুষের মাঝে এ বিষয়ে ভীতির সঞ্চার করা হয়েছে।

ছ. জুমু'আয় অতিরিক্ত খুতবার প্রচলন ও কাবলাল জুমু'আর জন্য সময় দান

জুমু'আর দিন হল সপ্তাহের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এটি মুসলিমদের সাপ্তাহিক সম্মিলনের দিন। এ দিনে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল কিংবা তাঁর প্রতিনিধি জুমু'আর নামাযের আগে জনগণের উদ্দেশ্যে সমসাময়িক বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাসহ ভাষণ দেন। যে ভাষণটি জুমু'আর খুতবাহ নামে পরিচিত। খুতবাহ সহ জুমু'আর দুই রাক'আত নামাযকে যোহরের চার রাক'আতের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। জুমু'আর দিনের এই খুতবাটি তাই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সামাজিক অবকাঠামোকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে, শাসক ও শাসিতের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মানসে মুসলিমদেরকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য জুমু'আর খুতবায় সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই খুতবার মাধ্যমে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে জনসাধারণের করণীয় নির্দেশ করা হয়। মুজতাহিদ ইমামগণ সকলেই তাই এই খুতবার গুরুত্বের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা তাই এই খুতবার ভাষা মুসল্লী সাধারণের ভাষায় হওয়া বৈধ বলে মত দিয়েছেন এবং খতীব নিজে আরবীতে পারদর্শী হলেও খুতবাহ আরবীতে হওয়া জরুরী নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৪৪]

কিন্তু অত্যন্ত দু:খজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের জনসাধারণের অধিকাংশই হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এখানকার খুব কম সংখ্যক মসজিদেই মাযহাবের এই মতের আলোকে বাংলাভাষায় খুতবাহ দেয়া হয়। সময়ের সাথে মোটেও সামঞ্জস্যশীল নয় এমন গুটিকতক বিষয়ে প্রতি জুমু'আতেই আরবীতে খুতবাহ পাঠ করে শুনানো হয়, যা অধিকাংশ মুসল্লীরাই বুঝেন না এবং কোন কোন খতীব নিজেও বুঝেন না। এমতাবস্থায় জুমু'আর মূল খুতবাকে বাংলা ভাষায় চালু না করে বরং খুতবাহ শুরুর আগে বাংলায় আরেকটি খুতবার প্রচলন করা হয়েছে। আর সে সময়ে মসজিদে আগত মুসল্লীদেরকে লাল বাতি জ্বালানো সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বারণ করা হয় যেন তারা নামাযে না দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনার জন্য বসে পড়েন। এই খুতবাহ শেষ হলে আবার পাঁচ

---

১৪৪. আল-জাযায়িরী, 'আবদুর রহমান, আল-ফিক্‌হ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৬ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৯১

www.waytojannah.com

মিনিটের বিরতি দেয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, যারা সুন্নাত পড়েননি তারা যেন চার রাক'আত কাবলাল জুমু'আহ পড়ে নেন। অথচ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যক্তিগত আমল ও তাঁর নির্দেশনা ছিল অন্যরকম। তিনি নিজে মসজিদে এসে সরাসরি মিম্বারে উঠে সালাম দিয়ে বসে পড়তেন। তারপর আযান দেওয়া হত এবং তিনি খুতবাহ শুরু করতেন। আর যারা আগে মসজিদে চলে আসত তাদেরকে তিনি যত সম্ভব নামায আদায়, তাসবীহ পাঠ ও কোরআন তিলাওয়াতের জন্য বলতেন। তাছাড়া সাধারণভাবে মসজিদে এসেই দুই রাক'আত 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' না পড়ে বসার ব্যাপারে তিনি বারণ করতেন। হ্যাঁ কেউ যদি এসেই সরাসরি ফরয নামাযে শামিল হয়ে যায় অথবা ঐ ওয়াক্তের কোন সুন্নাত পড়তে দাঁড়ায় তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু কোন নামাযই না পড়ে বসে যাওয়াকে হাদীস শরীফে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এতদ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

"আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন দুই রাক'আত নামায না পড়ে সে যেন না বসে।"[১৪৫] অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن جابر رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم و هو في المسجد ، فقال: صل ركعتين .

"জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলাম এমতাবস্থায় যে তিনি মসজিদে অবস্থানরত। তখন তিনি আমাকে বললেন: দুই রাক'আত নামায পড়ে নাও।"[১৪৬]

এমনকি খুতবাহ চলাকালীন অবস্থায়ও কেউ এসে যেন সরাসরি বসে না যায়, বরং সংক্ষেপে যেন দুই রাক'আত নামায পড়ে নিয়ে তারপর বসে। এ ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামে)-এর বাস্তব আমল থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায়।

---

১৪৫. সহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৯১
১৪৬. সহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮৪৩

www.waytojannah.com

যেমন-

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ ». قَالَ لاَ. قَالَ « قُمْ فَارْكَعْهُمَا ».

"জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জুমু'আর দিন সুলাইক আল-গাতফানী (মসজিদে) আসলেন এমতাবস্থায় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বারে বসা আছেন। সুলাইক এসে নামায না পড়েই বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কি দুই রাক'আত নামায পড়েছ? তিনি বললেন: না। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: ওঠ, অত:পর দুই রাক'আত নামায পড়ে নাও।"[১৪৭]

অতএব, জুমু'আর দিনের এই অতিরিক্ত খুতবাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত নয় এবং এই খুতবাহ চলা অবস্থায় মানুষদেরকে সুন্নাত পড়তে বারণ করা অথবা নিরুৎসাহিত করাও সুন্নাতের পরিপন্থী। তাছাড়া জুমু'আর আগে ও পরে 'কাবলাল জুমু'আহ' এবং 'বা'দাল জুমু'আহ' নামে কোন নামাযের কথা হাদীসে আসেনি। সম্ভবত অনুমান ভিত্তিক জুমু'আর আগে পড়া হয় বিধায় 'কাবলাল জুমু'আহ' এবং জুমু'আর পরে পড়া হয় বিধায় শাব্দিক অর্থে এটিকে 'বা'দাল জুমু'আহ' নামে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসে এই নামে কোন নামাযের কথা আসেনি। ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন: ইবন মাজায় জুমু'আর আগে এক সালামে যে চার রাক'আত নামায পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ খুবই দুর্বল এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়।

জ. তারাবীহের দুই ও চার রাক'আত পর পর পঠিত দু'আ

আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত নিয়ম হলো এই যে, এখানে তারাবীহের নামাযে প্রতি দুই রাক'আত ও চার রাক'আত পর পর বিশেষ দু'আ পাঠ করা হয় এবং বিশেষ বাক্যের মাধ্যমে মুনাজাত করা হয়। তারাবীহের ব্যাপারে আরেকটি মুখরোচক ব্যাখ্যাও আমাদের সমাজে চালু আছে। তা হলো- তারাবীহের নামায মানেই হলো তাড়াতাড়ির নামায। তাই এই নামাযকে যে যত তাড়াতাড়ি পড়তে পারে তাকেই তত উত্তম মনে করা হয়।

১৪৭. সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৪

www.waytojannah.com

মাসজিদ গুলোতে তারাবীহের ইমাম নিয়োগের সময় অধিকতর দ্রুত গতি সম্পন্ন হাফিয ইমামকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। অর্থাৎ যিনি যত দ্রুত কোরআনের তিলাওয়াত করতে পারবেন (চাই অধিক দ্রুততার কারণে তার তিলাওয়াত বুঝা যাক অথবা না যাক) তিনিই তারাবীহের ইমাম হওয়ার বেশি যোগ্য বলে গণ্য হবেন। চট্টগ্রাম শহরের এক মাসজিদে দেখেছি, সেখানে ছয় রাত্রিতে গোটা কোরআনের খতম করা হয়। সেখানে কোরআনের যে অংশটি তিলাওয়াত করা হয় তা তারতীলের সাথে তো পড়া হয়ই না, এমনকি ইমাম বা মুক্তাদি কেউই তা কান দিয়ে শুনতেও পান না। পাঁচমিশালী কিছু শব্দ কেবল কানের মধ্যে এসে দোলা দেয়। যেখানে কোরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যই হলো- মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হিদায়াতের বাণীসমূহ সঠিকভাবে শুনা, এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা, এর আলোকে পথ চলার চিন্তা করা, তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করে এর প্রতিটি বর্ণ পঠন ও শ্রবণের মাধ্যমে সাওয়াব অর্জন করা। কোরআন তিলাওয়াতের এসব মহৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই মহান আল্লাহ কোরআন পঠিত হওয়া অবস্থায় আমাদেরকে তা মনোযোগ দিয়ে শুনার এবং ঐ সময় অন্য কোন কাজ না করে চুপ থাকার আদেশ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون .

"আর যখন (তোমাদের সামনে) কোরআন পড়া হয় তখন তা মন দিয়ে শুনো এবং চুপ থাক। হয়ত তোমাদের উপর রহমত নাযিল হবে।"[১৪৮] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: (ورتل القرآن ترتيلا) "আর কোরআনকে থেমে থেমে পড়ুন।"[১৪৯]

এ আয়াতের মাধ্যমে কোরআন পড়ার সময় তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। এবং কোরআন পড়ার সময় এর মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। সূরা আল-মুয্যাম্মিলের এ আয়াতটিতে মূলত: রাত্রিকালীন নফল নামাযের তিলাওয়াতের কথাই বলা হয়েছে। আর তারাবীহ হলো রামাদান মাসের রাত্রিকালীন নফল নামায। তাই এ নামাযে কোরআনকে থেমে থেমে এবং ধীরে ধীরে পড়াই স্বাভাবিক। আল-কোরআনের অন্যত্র তাই ঐসব মু'মিনদের গুণকীর্তন করা হয়েছে যারা এ কোরআনকে যথার্থভাবে পড়ে। ইরশাদ হয়েছে:

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به و من يكفر به فأولئك هم الخاسرون .

---

১৪৮. সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২০৪
১৪৯. সূরা আল-মুয্যাম্মিল, ৭৩:৪

www.waytojannah.com

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা এমনভাবে তিলাওয়াত করে যেমনভাবে করা উচিত। তারা এর উপর (খাঁটি দিলে) ঈমান আনে। আর যারা এর সাথে কুফরী করে তারাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত।"[১৫০]

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল-কোরআনের সত্যতা বুঝতে পেরে তার প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তা সঠিকভাবে তিলাওয়াত করত, মূলত: এখানে তাদেরই গুণকীর্তন করা হয়েছে। আর যারা জেনে বুঝে এ কিতাবের বিরোধিতা করেছিল তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং আজও যারা জেনে বুঝে কোরআনের বিধানগুলোকে অস্বীকার করে ও এর বিরোধিতা করে তাদের বেলায়ও ঐ একই কথা প্রযোজ্য হবে।

তারাবীহের ব্যাপারে সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, থেমে থেমে ও বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে আদায় করা হয় বলেই এটি হচ্ছে 'সালাতুত তারাবীহ'। আর যেহেতু এটি ফরয নামায নয়, তাই এর কিরাআত, রুকূ' ও সিজদাহ ইত্যাদি লম্বা ও ধীরস্থির হওয়াই স্বাভাবিক। ফরয ছাড়া অন্যান্য নামাযে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সচরাচর রুকূ', সিজদাহ ও কিরাআত লম্বা করতেন। অথচ আমাদের সমাজে তারাবীহ নামাযের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে রুকূ' সিজদাহ ইত্যাদি ধীরস্থিরতার সাথে করা হয় না। বরং এগুলো এত তাড়াতাড়ি করা হয় যে, ইমামের সাথে সাথে চলাই দুষ্কর হয়ে যায়। রুকূ' ও সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাসবীহ পড়া যায় না। আর দুই সিজদার মাঝখানে তো তাসবীহ দূরে থাক, স্থির হয়ে বসাও যায় না। তাড়াহুরার কারণে এ দুই জায়গায় যে গুরুত্বপূর্ণ দু'আ রয়েছে তা পড়ার কোন সুযোগই মিলে না। তাছাড়া তাশাহ্হুদ এবং দরূদ শরীফের পর যে 'দু'আ মা'সূরাহ' রয়েছে তাও অনেক ইমাম তাড়াতাড়ির দোহাই দিয়ে বাদ দিয়ে থাকেন।

আর তারাবীহের নামাযে তিলাওয়াতের বেলায়ও অন্যান্য নামাযের মত একই কথা প্রযোজ্য হবে। যে কোন নামাযেই তিলাওয়াত হতে হয় তারতীলের সাথে। তারাবীহ হওয়ার কারণে এ নামাযের তিলাওয়াতে তারতীলের কোন প্রয়োজন নেই- এমন কথা তো হাদীসের কোথাও পাওয়া যায় না। সাহাবীদের বাস্তব আমলেও এর কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া তারাবীহের নামাযে সম্পূর্ণ কোরআনকে খতম করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই এবং এটি সুন্নাতও নয়। অথচ যে কোন মূল্যে যেন তেন উপায়ে তারাবীহের নামাযে সম্পূর্ণ কোরআনকে খতম করার রেওয়াজ আমাদের সমাজে চালু হয়ে আছে। এছাড়া তারাবীহের প্রতি দুই রাক'আত ও চার রাক'আত পর পর এক বিশেষ দু'আর

---

১৫০. সূরা আল-বাকারাহ, ২:১২১

www.waytojannah.com

প্রচলন করা আছে, কোরআন ও সুন্নাহয় যার কোন ভিত্তি নেই। তারাবীহের প্রতি দুই বা চার রাক'আত অন্তর অন্তর পড়ার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে কোন সুনির্দিষ্ট দু'আ কিংবা মুনাজাত শিখিয়ে যাননি। কিন্তু আমাদের দেশের প্রায় সকল মসজিদেই তারাবীহের নামায শেষ করে, অথবা এর প্রতি চার রাক'আত পর পর একটি বিশেষ দো'আ (اللهم إنا نسألك الجنة ..... يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين) পড়া হয়, অন্য কোন দু'আ পড়া হয় না। এ দু'আটি অন্য কোন মাসে বা অন্য কোন নামাযের পর পড়া হয় না। অথচ উক্ত দু'আটিও কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

ঝ. জানাযার নামাযের পর পর সম্মিলিত দু'আ পাঠ

জানাযার নামায শেষে সম্মিলিতভাবে দু'আ বা মুনাজাত করা শারী'য়াত সম্মত নয়। এটি আরেকটি সুস্পষ্ট বিদ'আত। আমাদের দেশের কোন কোন এলাকায় এটি ব্যাপকভাবে চালু আছে যে, সালাতুল জানাযার পর পরই সুরাতুল ফাতিহা ও সুরাতুল ইখলাস ইত্যাদি পড়ে আবার সম্মিলিতভাবে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা হয়। অথচ একটু আগে শারী'য়াত সম্মত উপায়েই জানাযার নামাযের ভেতর মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে তাঁর জীবদ্দশায় যত সাহাবীর জানাযা পড়েছেন তাদের বেলায় তিনি এটা করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কিরামের মাঝেও এরূপ আমল দেখা যায়নি। তাবি'য়ীগণও এই আমল করেননি। এরপর মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে ও এর স্বপক্ষে কোন উক্তি পাওয়া যায় না। বরং তারা সকলেই এটিকে সালাতুল জানাযার মধ্যে অতিরঞ্জন বলে অভিহিত করেছেন।

যারা জানাযার পর পর দু'আ করার পক্ষ নিয়েছেন তারা সুনান আবী দাউদ এবং সুনানুল বাইহাকীতে বর্ণিত একটি হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করে থাকেন। আর তা হলো- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ "তোমরা যখন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়বে, তখন তার জন্য ইখলাসের সাথে দু'আ করবে"।[১৫১] কিন্তু এই হাদীসে মূলত: নামাযের পর আলাদা করে দু'আর কথা বলা হয়নি। বরং জানাযার নামাযের ভেতর মৃতব্যক্তির জন্য যে দু'আ করা হয় তা একাগ্রতার সাথে দরদভরা মন নিয়ে করতে বলা হয়েছে। কেননা জানাযার নামাযটি মূলত: মৃত ব্যক্তির জন্য এক বিশেষ দু'আ।

---

১৫১. আহমাদ ইবন আল-হুসাইন ইবন 'আলী আল-বায়হাকী, সুনানুল বায়হাকী আল-কুবরা (মক্কা: মাকতাবাতু দার আল-বায, ১৪১৪ হি.), খ. ৪, পৃ. ৪০

www.waytojannah.com

তবে মৃত ব্যক্তির জানাযার পর তাকে যখন দাফন করে ফেলা হয় তখন তার জন্য দু'আ করতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ করেছেন। এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ.

"'উসমান ইবন 'আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে অবসর হতেন, তখন তিনি সেখানে দাঁড়াতেন এবং বলতেন: তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা কর এবং কবরে তার দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ কর। কেননা সে এখন জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৫২]

অতএব, জানাযার নামাযের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করার পর সাথে সাথে আবারো দু'আ করা প্রমাণিত নয়। বরং দাফন করে ফেলার পর কবরের পাশে কিছু সময় অবস্থান করা ও মৃত ব্যক্তির জন্য আবারো দু'আ করা প্রমাণিত এবং তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত। তাছাড়া কফিন বা লাশ বহন করার সময় উচ্চস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করা, কালেমা পাঠ করা কিংবা যিকর করাও শারী'য়াত সম্মত নয়। আমাদের সমাজে কাউকে কাউকে এ মুহূর্তগুলোতে বিশেষ বিশেষ দু'আ পড়তে শুনা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাবি'য়ীন (রহ.) এবং মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে এর স্বপক্ষে কোন আমল পাওয়া যায় না। বরং এ বিষয়ে রাসূলের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান। যেমন:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ صَوْتٌ وَلَا نَارٌ وَلَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: উচু শব্দে কিংবা আগুন প্রজ্জলিত করে মৃত ব্যক্তিকে অনুসরণ করবে না। আর জানাযার সামনে দিয়েও চলবে না।"[১৫৩] অন্য হাদীসে এসেছে:

১৫২. আবূ দাউদ, খ. ৩, পৃ. ২০৯ ও মুসতাদরাক হাকিম, খ. ১, পৃ. ৫২৬
১৫৩. মুসনাদ আহমাদ, খ. ১৬, পৃ. ৪৮৫

www.waytojannah.com

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الصُّمْتَ عِنْدَ ثَلاثٍ :

عِنْدَ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ وَعِنْدَ الزَّحْفِ وَعِنْدَ الْجِنَازَةِ .

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তিন সময়ে আল্লাহ নিরবতা পছন্দ করেন- কোরআন তিলাওয়াত করার সময়, যুদ্ধের ময়দানে এবং জানাযাহ বহন করার সময়।"[১৫৪] একইভাবে লাশ দাফন করার সময় আযান দেয়ার কথাও শারী'য়াতের কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। এটি আরেকটি বিদ'আত এবং কুসংস্কার। কোরআন এবং সুন্নাহয় এর কোনই ভিত্তি নেই। মাযহাবের ইমামদের কারো থেকেও এরূপ প্রথার প্রচলন ঘটেনি। সউদী আরবের গ্র্যান্ড মুফতী মরহুম শাইখ ইবন বাযকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি একে ঘৃণিত বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অতএব, কফিনকে বহন করে নেয়ার সময় উচ্চস্বরে কালিমাহ পাঠ করা, বিভিন্ন দু'আ পড়া ও যিকর করা ইত্যাদি বিদ'আত। এগুলো থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে এবং এসময় অত্যন্ত ভদ্রভাবে নমনীয়তার সাথে মৃত ব্যক্তিকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। নিজে মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে হবে এবং কোন কিছু পড়তে চাইলে তা মনে মনে পড়তে হবে।

ঞ. নামাযের ওমরি কাযা পালনের রেওয়াজ বিদ'আত

আমাদের সমাজের অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমকে তাদের নিজেদের জীবনের বাদ পড়ে যাওয়া নামাযগুলোর কাযা করতে দেখা যায়। তাদের কেউ কেউ প্রতিদিন প্রতিওয়াক্তের নামাযকে দুই বার করে আদায় করেন। একটি হলো সেই দিনের ওয়াক্তিয়া নামায, আর আরেকটি হলো অতীতের বাদ পড়ে যাওয়া ঐ ওয়াক্তের নামায। এই নামাযকে তারা ওমরি কাযা নামে অভিহিত করেন। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহয় এই নামাযের কোন ভিত্তি নেই। আর যুক্তির মানদন্ডেও এটি টিকে না।

নামায হলো সময়ের সাথে বেঁধে দেওয়া একটি 'ইবাদাত। সময় না আসলে এই 'ইবাদাতটি বান্দাহর উপর ফরয হয় না। আর কোন কারণে সময় চলে গেলে পরবর্তী নিকটতম সময়ে মনে হওয়া বা সুযোগ হওয়া মাত্রই এটি আদায় করে নেয়া একজন মু'মিনের উপর ফরয। সময়ের বাইরে আদায় করা এই নামাযটি ফিকহের পরিভাষায় কাযা বলে। কারো নিকটতম অতীতের এক বা একাধিক নামায এভাবে না পড়া হয়ে

১৫৪. আত-তাবারানী, সুলাইমান ইবন আহমাদ, আল-মু'জাম আল-কাবীর (আল-মুসিল: মাকতাবাতুল 'উলূমি ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি.), খ. ৫, পৃ. ২১৩

www.waytojannah.com

থাকলে তিনি তা ধারাবাহিকভাবে কাযা হিসেবে আদায় করে নেবেন। আর ভবিষ্যতে এরূপ না করার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তাওবা করে ওয়াদাবদ্ধ হবেন। কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে কেউ নামায না পড়ে থাকলে পরবর্তী মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর সংশ্লিষ্ট ঐ নামাযের সময় তার অতীতের নামাযের কাযা করার কোন বিধান ইসলামী শারী'য়ায় নেই। বরং এ সুযোগ থাকলে মানুষ প্রায়শ:ই এভাবে কারণে অকারণে নামায বাদ দিতে থাকবে, আবার পরবর্তীতে নিজের সুবিধামত আবার তা কাযা করতে থাকবে। অথচ কোন মানুষের এটা জানা নেই যে, সে আগামী ওয়াক্তের নামাযের সময় বেঁচে থাকবে। সম্ভবত: এ কারণেই ইসলামে নারীদের অসুস্থতা জনিত কারণে বাদ পড়ে যাওয়া নামাযগুলোও পরবর্তীতে আর কাযা করতে হয় না। এরূপ বিধান থাকলে এটা মানুষের জন্য মারাত্মক বোঝা হয়ে যেত এবং নামায কাযা করার ব্যাপারেও মানুষ বেপরোয়া হয়ে যেত।

মানুষের দীর্ঘ সময়ের বাদ পড়ে যাওয়া অতীতের নামাযের ব্যাপারে তাই ইসলামের বিধান হচ্ছে সঠিকভাবে তাওবা করে ফেলা। আর পরবর্তীতে দৈনন্দিন নামাযকে তার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বয়স্ক সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণের পর তাদের অতীতের বড় বড় পাপের ব্যাপারে তাদের করণীয় জানতে চাইলে তিনি তাদেরকে এ উপদেশই দিতেন এবং বলতেন: (الإسلام يجب ما قبله) 'ইসলাম অতীতের সবকিছুকে মিটিয়ে দেয়'। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি নতুন করে ইসলামে প্রবেশ করলে তার অতীতের সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায়। তাই অতীতের পাপের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির সঠিকভাবে অনুশোচিত হওয়ার অর্থই হলো যে, তিনি তার ভবিষ্যত জীবনে আর সে পাপ করবেন না এবং অন্যান্য পুণ্যের কাজ বেশি বেশি করে করবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ তাই করতেন। তাদের কাউকে অতীতের বাদ পড়ে যাওয়া নামাযের ওমরি কাযা করতে দেখা যায়নি। তাছাড়া নামায এমন একটি 'ইবাদাত যা এভাবে বাদ পড়ে যাওয়ার কোন সুযোগও নেই। অবশ্য আমাদের সমাজে যারা বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ না করে কেবল বংশানুক্রমিকভাবে মুসলিম তাদের বেলায় এমনটি হয়ে যেতে পারে। যেমন অনেকে পুরা যৌবনটাই বেনামাযী হয়ে কাটিয়ে দেয়। তারপর একসময় সমবয়সী কারো মৃত্যু হওয়ার পর তার বোধ ফিরে আসে। তিনি কি তখন ওমরি কাযা করবেন? না, তার বেলায়ও সঠিক তাওবাই হলো এর একমাত্র সমাধান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'খাদ্য, পানীয় এবং যাবতীয় মালামাল সহ কারো উট হারিয়ে গেলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর হতাশ হয়ে যাওয়ার পর সে উট যদি স্বেচ্ছায় কাছে এসে দাঁড়ায়, তাহলে উটের মালিক যেমন খুশী হয়, বান্দাহ তার পেছনের পাপের জন্য তাওবা করলে মহান আল্লাহ তার চেয়ে আরো বেশি খুশী হন'।

www.waytojannah.com

অতএব, ইসলামের পক্ষ থেকে এরূপ সুযোগ প্রাপ্তির পর তাওবা করে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের বিধানের দিকে ফিরে আসাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব। আর নিজের অতীতের গুনাহের কথা চিন্তা করে ভবিষ্যত জীবনে ইসলামের পক্ষে সকল কাজে নিজের ভূমিকাকে আরো শানিত করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা ওমরি কাযা একটি সুস্পষ্ট বিদ'আত। এবং শুধু বিদ'আতই নয় এটি ইসলামের আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়ারও শামিল।

একশত ত্রিশ ফরযের বিদ'আত

আমাদের দেশের ইসলামী কোন কোন গোষ্ঠী ও দাওয়াতী সংগঠন দেশের সাধারণ জনতার মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে তাদেরকে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের মোট (১৩০) একশত ত্রিশটি ফরযের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এটি একটি গর্হিত বিদ'আত এবং কোরআন ও সুন্নাহর নীতি বিরুদ্ধ আচরণ। কোরআন-সুন্নাহর কোথাও ফরয কাজসমূহকে কোন সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা হয়নি। আর যেসব বিষয়কে তাদের এখানে ফরয হিসেবে দেখানো হয়েছে, এর সবগুলো প্রকৃতপক্ষে ফরয নয়। তাছাড়া এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফরয বাকী রয়ে গেছে যা তাদের তালিকায় সন্নিবেশিত করা হয়নি। তাদের মতে, এই একশত ত্রিশ ফরয সবারই মনে রাখা কর্তব্য। তাই তারা সহজে মনে রাখার সুবিধার্থে এগুলোকে এভাবে ছন্দাকারে সাজিয়েছেন।

চার মাযহাব + চার কুরছি + অযু বিচে চার	= ১২ ফরয
পাঁচ ওয়াক্ত + পাঁচ নিয়্যত করহ শুমার	= ১০ ফরয
আরকান আহকাম তের + সতের রাকাত (ফরয)	= ৩০ ফরয
মুসলমানী পাঁচ বেনা + ঈমানের সাত	= ১২ ফরয
ত্রিশ রোযা + ত্রিশ নিয়্যত জানিবে একিন	= ৬০ ফরয
গোসলেতে তিন + আর তায়াম্মুমে তিন	= ০৬ ফরয
সর্বমোট	**= ১৩০ ফরয।**

উপরের তালিকায় তারা আল্লাহর হুকুমসমূহকে একশত ত্রিশ ফরযে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন। তারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এই একশত ত্রিশ ফরযের বাইরে আর কোন হুকুম বা ফরয নেই। অথবা তারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এই একশত ত্রিশ ফরযই ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরয। অথচ তাদের তালিকায় তারা এমন কতিপয় জিনিসকে ফরযের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের জন্য ফরয করে দেননি। যেমন- চার মাযহাব ও চার কুরসী এগুলো ফরয হওয়ার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। আবার এমন অনেক জিনিস মহান আল্লাহ আমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন যা তারা একশত ত্রিশ ফরযের অন্তর্ভুক্ত করেননি, বরং বাদ দিয়েছেন। তাহলে

www.waytojannah.com

নিশ্চয়ই তাদের মতে সেগুলো ফরয নয়। অন্যথায় তারা তা বাদ দিলেন কেন? তাদের তালিকায় কোরআনে বর্ণিত যেসব গুরুত্বপূর্ণ ফরয বাদ পড়েছে তার কয়েকটি নিম্নরূপ-

আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও উলিল আমর এর আনুগত্য করা। জিহাদ করা। দীন প্রতিষ্ঠা করা। দীনের উপর অটল ও অবিচল থাকা। পর্দা পালন করা। মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করা। স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করা। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করা। সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন করা। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। সৎ কাজের প্রতি আদেশ করা। অসৎ কাজে বাধা দেওয়া। বিদ্যার্জন (শারী'য়াতের জ্ঞানার্জন) করা .. ইত্যাদি।

একশত ত্রিশ ফরয সংক্রান্ত এ প্রচারণা মুসলিম সমাজে এক মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কোরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী শারী'য়ার ব্যাপারে এটি একটি সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। আল্লাহর দেয়া শারী'য়াতকে নিজেদের ইচ্ছামত কতকগুলো কাজে সীমাবদ্ধ বানিয়ে ফেলা এক জঘন্য অপরাধ বৈকি! এর মাধ্যমে ইসলামের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক 'ইবাদাত সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অনীহা জন্মানো খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া এসবের মাধ্যমে ইসলামে বিকৃতি ঘটানো ছাড়াও নিজেদেরকে শারী'য়াত প্রণেতা সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের সকলকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। এটি মুসলিম সমাজের জন্য আকীদাগত এক বিরাট ফিতনা ছাড়া আর কিছু নয়।

কবর কেন্দ্রিক বিদ'আত

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার কবরকে কেন্দ্র করে আজকাল অনেকগুলো বিদ'আতের সূত্রপাত হয়েছে। একটু সামর্থবান হলেই লোকেরা নিজেদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের কবরকে পাকা করেন, কবরের উপর ছাদ নির্মাণ করেন, মূল্যবান পাথর দিয়ে কবরের চারপাশ বাঁধাই করেন এবং পাথর খোদাই করে নেম প্লেট তৈরি করেন। কোথাও কোথাও কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কবরকে কেন্দ্র করে (ভেতরে ফেলে) মসজিদ নির্মাণ করা হয়। অথবা কবরস্থানকে সামনে রেখে তার পেছনে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। আমাদের দেশের কোন কোন অঞ্চলে এটি রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে যে, যেখানেই কবর সেখানেই মসজিদ। খোঁজ নিলে দেখা যায় যে, সেখানে কারো কবর ছিল, আর সেই কবরকে কেন্দ্র করে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। আর এখান থেকেই কবর পূজা তথা মৃতব্যক্তিকে সিজদাহ করা ও তার কাছে কিছু চাওয়ার বিষয়টির উদ্ভব হয়েছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহয় এগুলোর কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। বরং এসব বিষয়ে তিনি জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং সতর্ক করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ:

عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن

www.waytojannah.com

يقعد عليه وأن يبنى عليه .

"জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর বাঁধাতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর ঘর তৈরি করতে নিষেধ করেছেন"।[১৫৫]

عن جابر رضي الله عنه قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ .

"জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর বাঁধাতে, তার উপর কিছু লিখতে, তার উপর ঘর তৈরি করতে ও তা পদদলিত করতে নিষেধ করেছেন"।[১৫৬] এ হাদীসের অংশ বিশেষ নাসাঈ ও ইবন মাজাহ্তে উল্লেখ হয়েছে।[১৫৭] কোন কোন হাদীস গ্রন্থে পা দ্বারা দলিত করার কথাটি উল্লেখ নেই।[১৫৮]

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর পাকা করা, তার উপর গম্বুজ বা ছাদ নির্মাণ করা এবং কোন কিছু লেখাকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। অন্য হাদীসে কবরের মাটিকে পর্যন্ত উঁচু না করে তা সমতল রাখতে বলেছেন। কোন জায়গায় এগুলোর চর্চা হলে তা তিনি কঠোর হস্তে দমন করতেন। বর্ণিত হয়েছে-

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ، ألا يدع تمثالا إلا طمسه ، ولا قبرا مشرفا إلا سواه .

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন, যেন তিনি সকল মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং সকল উঁচু কবরকে সমতল করে ফেলেন"।[১৫৯]

عن أبي الهياج قال قال علي رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته ، ولا صورة في بيت إلا طمستها

---

১৫৫. সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৬৭
১৫৬. আত-তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৩৬৮
১৫৭. আন্-নাসাঈ, খ. ৪, পৃ. ৮৮, ইবন মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৪৯৮
১৫৮. ইবন হিব্বান, খ. ৭, পৃ. ৪৩৪; আল-হাকিম, খ. ১, পৃ. ৫২৫
১৫৯. সহীহ মুসলিম, জানায়েয অধ্যায়, হাদীস নং- ৯৬৯; তিরমিযী, হাদীস নং- ১০৪৯; আবূ দাউদ, হাদীস নং- ৩২১৮

www.waytojannah.com

"আবুল হাইয়াজ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, 'আলী (রা) তাকে বলেন: আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাব না, যে কাজে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? আর তা হচ্ছে এই যে, কোন উঁচু কবরকে সমতল করা ব্যতীত ও কোন ঘরের ভেতরের ছবি মুছে ফেলা ব্যতীত তুমি ক্ষান্ত হবে না"।[১৬০]

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج .

"ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারতকারিণী মহিলা এবং কবরকে সিজদার স্থান ও প্রদীপ জালাবার স্থানে পরিণতকারীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন"।[১৬১]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر .

"আবূ হুরাইরা (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের কেউ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসলে তার কাপড় পুড়ে এ আগুন তার চামড়ায় পৌঁছে যাওয়াও তার জন্য কোন কবরে বসার চেয়ে উত্তম"।[১৬২]

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم .

"'উকবাহ ইবন 'আমির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা তরবারির উপর আমার চলা, অথবা আমার জুতা আমার পায়ের সাথে সেলাই করে নেয়া, আমার নিকট কোন মুসলিমের কবরের উপর দিয়ে চলার চেয়ে উত্তম"।[১৬৩]

উপরোল্লেখিত হাদীসসমূহে কবর গাঁথা, কবর উঁচু করা, কবরে বাতি দেয়া এবং কবরস্থানে বসে থাকাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

১৬০. আন্-নাসাঈ, খ. ৪, পৃ. ৮৮
১৬১. আবূ দাউদ, খ. ৩, পৃ. ২১৮; আত-তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ১৩৬; ইবন হিব্বান, খ. ৭, পৃ. ৪৫৩; আল-হাকিম, খ. ১, পৃ. ৫৩০
১৬২. সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৬৭; ইবন হিব্বান, খ. ৭, পৃ. ৪৩৭; আবূ দাউদ, খ. ৩, পৃ. ২১৭; আন্-নাসাঈ, খ. ৪, পৃ. ৯৫; ইবন মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৪৯৯ ও মুসনাদ আহমাদ, খ. ২, পৃ. ৩০১
১৬৩. ইবন মাজাহ, খ. ২, পৃ. ২২৩ ('আল্লামা আলবানীর মতে হাদীসটি সহীহ)।

www.waytojannah.com

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এসব কাজ নিষিদ্ধ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। তাছাড়া ইসলামী জীবন বিধানে কবরের যিয়ারাত করাকে উৎসাহিত করা হলেও শুধুমাত্র কোন বিশেষ কবরকে কেন্দ্র করে সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ আমাদের মুসলিম সমাজে আজ যে বিষয়টি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেছে তা হলো, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোন বিশেষ ব্যক্তির কবরকে যিয়ারাতের মাধ্যমে শুরু করা হয়। যদিও ইসলামী শারী'য়াতে এ ধরনের কোন আমলের কোন অস্তিত্বই নেই। বিশেষ করে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কবরের যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করা হয় এবং এটিকে পুণ্যের কাজ মনে করে এর জন্য প্রচুর অর্থ কড়ি ব্যয় করা হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে কর্মস্থল থেকে ছুটিও নেয়া হয়। অথবা এটা করতে গিয়ে নিজের চাকরীগত দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শন করা হয়। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন-

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي.

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানকে কেন্দ্র করে সফর করা বৈধ নয়। (আর তা হলো) - মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী)।"[১৬৪]

অতএব, সাওয়াবের নিয়্যাতে অন্য কোন বিশেষ স্থানের উদ্দেশ্যে সফর বৈধ নয়। কেবল এই তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সাওয়াব প্রাপ্তির আশায় সফর করা যাবে। কেননা এই মসজিদগুলোতে নামায পড়ার বিশেষ ফযীলত রয়েছে যা অন্য কোন মসজিদের বেলায় নেই। এমনকি শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবরকে যিয়ারাতের উদ্দেশ্যেও সফর করা বৈধ নয়। হ্যাঁ নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবরও যিয়ারাত করে আসা যাবে। সুতরাং অন্য কোন পুণ্যবান ব্যক্তির কবর যিয়ারাতের মাধ্যমে সাওয়াব হাসিলের আশায় সফর করে যাওয়ারও কোন সুযোগ নেই। তবে অন্য কোন কাজে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে থাকলে সেখানকার পুণ্যবান ব্যক্তিদের কবর যিয়ারাত করতে দোষের কিছু নেই।

বুখারী খতমের বিদ'আত:

আধুনিককালে আরেকটি নতুন বিদ'আতের উদ্ভব হয়েছে, যা 'আলিমদের দ্বারাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেরাই এর চর্চা করে থাকেন। আর তা হলো, সহীহুল বুখারী খতম করার বিদ'আত। বড় বড় কাওমী মাদ্রাসাহ এবং কোন কোন আলীয়া মাদ্রাসায় এখন অত্যন্ত বরকতের কাজ মনে করে সহীহুল বুখারীকে খতম করা হয়। ঘটা করে আনুষ্ঠানিকতার

---

১৬৪ সহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ৭৮

www.waytojannah.com

সাথে বুখারীর খতম উদ্ভোধন করা হয়। এরপর খতম সমাপ্ত করে আবার জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা জানান দেয়া হয় এবং বিভিন্ন মিডিয়ায় তা প্রচার করা হয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল-কোরআনের পর পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো সহীহুল বুখারী। এ গ্রন্থটি প্রশ্নাতীতভাবে সকলের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসসমূহের সবচেয়ে প্রামাণ্য সংকলন হিসেবে এ গ্রন্থটির এমন গ্রহণযোগ্যতা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে কোন বিবেচনায়ই একে কোরআনের সাথে তুলনা করা চলে না। অথচ মাদ্রাসার ছাত্রদের মাঝে এখন এটি একটি ফযীলতপূর্ণ কাজ হিসেবে গণ্য হয়েছে। কেননা কোরআনের খতমের সাথে তারা এটিকে তুলনা করতে শুরু করেছেন। কোরআন যেমন না বুঝে পড়লেও এর প্রতি হরফ তিলাওয়াতের জন্য নেকী রয়েছে। বুখারী শরীফের বেলায়ও কারো কারো মাঝে এ ধরনের চিন্তাই যেন ক্রিয়াশীল। যদিও সুস্পষ্ট দলীল না থাকায় কেউ এটা মুখ খুলে বলে না, কিন্তু তাদের আচরণ থেকে এমনটিই বুঝা যায়। নইলে কোন প্রকার অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা না করেই শুধু আক্ষরিকভাবে বরকতের দাবী করে বুখারী শরীফকে আদ্যোপান্ত তিলাওয়াতের আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? কোথাও কোথাও রাত জেগে একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে রুটিন অনুযায়ী পালাক্রমে একেকজন ছাত্র তা পাঠ করেন ও অন্যরা শ্রবণ করেন। কখনো বা অতি দ্রুত খতম সমাপ্ত করার জন্য কিতাবের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন হালকায় ভাগ করে নেয়া হয়। অর্থাৎ এর পাঠ ও শ্রবণ দুটোকেই তারা 'ইবাদাত হিসেবে গণ্য করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসের ব্যাপারে এটি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি এবং সুস্পষ্ট বিদ'আত বৈকি?

সমাজের 'আলিমদের নিজেদের মাঝে এ ধরনের বিদ'আতের চর্চা হতে দেখলে জাহিলরা নি:সন্দেহে এর মাধ্যমে উৎসাহিত হবে। তারাও নির্ভয়ে এবং বুক ভরা আশা নিয়ে প্রচলিত রকমারি বিদ'আতের চর্চা করতে থাকবে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের উপর ভিত্তি করে যেসব খতমের (খতমে ইউনুস, খতমে তাহলীল, খতমে খাযেগান.. ইত্যাদি) প্রচলন আমাদের সমাজে রয়েছে সেগুলো আরো বেশি আসকারা পাবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশাল হাদীস ভান্ডারের সবটুকু নাড়াচাড়া করতে পারা এবং তাঁর গোটা জীবনাচার জেনে নেয়া নি:সন্দেহে অনেক ভাল। কিন্তু তা কোনক্রমেই মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের তিলাওয়াত ও এর বিধি-বিধান জানার সমতুল্য নয়। আর এর মাধ্যমে সাওয়াব প্রাপ্তির কথা তো কোথাও বলা হয়নি। কাজেই এর মাধ্যমে সমাজের অন্যান্যদের জন্য বিদ'আত চর্চার পথ করে দেয়ার কোন অর্থই থাকতে পারে না। উপরন্তু সামান্য মাসলাহাহ (কল্যাণ) প্রাপ্তির চেয়ে বিশাল মাফসাদাহ (অকল্যাণ ও বিশৃংখলা) এড়াতে পারা অনেক বেশি মঙ্গলজনক।

www.waytojannah.com

বিদ'আতীদের পরকালীন পরিণাম

যারা বিদ'আতের চর্চা করেন তারা শুধু ইহকালেই নিন্দনীয় নন। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মারাত্মক পরিণতি। যারা বিদ'আত সৃষ্টি করে আর যারা তাদেরকে প্রশ্রয় দেয় তাদের সকলকেই হাদীস শরীফে লা'নত করা হয়েছে। বিদ'আতীরা হাউযে কাউসারের পানি থেকে হবে বঞ্চিত। আর তারা জাহান্নামের কুকুর হিসেবে গণ্য হবে। মৃত্যুর আগে তাদের তাওবাহ গ্রহণ করা হবে না এবং দুনিয়ায় তাদের নেক আমলগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে কোরআন এবং হাদীসের কিছু দলীল নিম্নে প্রদত্ত হলো।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

"(হে নবী) আপনি বলে দিন যে, আমি কি তোমাদেরকে বলব: কারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হলো যারা তাদের পার্থিব জীবনের সকল চেষ্টাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অথচ তারা ধারণা করে যে, তারা ভাল কাজই করছে।"[১৬৫]

'আলী (রা) এবং সুফিয়ান সাওরী (রহ.) প্রমুখের মতে এ আয়াতে উল্লেখিত 'আমলের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত' বলতে বিদ'আত চর্চাকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের শেষাংশে বিদ'আতীদের ঐ উক্তির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা জোর গলায় বলে বেড়ায় যে, আমরা তো মন্দ কিছু করছি না, আমরা যা করছি তা সবই ভাল এবং আখিরাতে আমরা এর প্রতিদান পাব। অথচ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দীনের মধ্যে যে ব্যক্তি এমন জিনিস উদ্ভাবন করল যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

أَبَى اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ .

'মহান আল্লাহ বিদ'আতীদের আমল কবুল করতে অস্বীকার করেছেন, যতক্ষণ না তারা তা পরিত্যাগ করে'।[১৬৬] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته .

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ প্রত্যেক বিদ'আতীর তাওবার পথ বন্ধ করে দেন যতক্ষণ না সে

---

১৬৫. সূরা আল-কাহাফ, ১৮:১০৩-১০৪

১৬৬. আল-হাইসামী, ইবন হাজার, আয্-যাওয়াজির 'আন ইকতিরাফিল কাবাইর (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, ১৪২০ হি.), খ. ১, পৃ. ১৯১

www.waytojannah.com

তার বিদ‘আতকে ছেড়ে দেয়" ।[১৬৭]

(مَن أَحدَثَ فِي أَمرِنَا هَذَا مَا لَيسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ)

“যে ব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।”[১৬৮] তিনি আরো ইরশাদ করেছেন:

(مَن عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

“কেউ যদি এমন কাজ করে যা আমাদের এই দীনে নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।”[১৬৯] হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا ، يخرج من الإسلام كما يخرج الشعر من العجين .

মহান আল্লাহ বিদ‘আতীর, রোযা, নামায, হাজ্জ, ‘উমরাহ, জিহাদ এবং অন্য কোন ফরয কিংবা নফল ইত্যাদি কোন কিছুই কবুল করবেন না। সে ইসলাম থেকে এরূপ বের হয়ে যায় যেমন আটা থেকে চুল বের হয়ে যায়।[১৭০]

যারা বিদ‘আতকে প্রশ্রয় দেয় তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদ দু‘আ করে বলেছেন: (لَعَنَ اللهُ مَن آوَى مُحدِثًا) ‘যে ব্যক্তি নতুন উদ্ভাবিত কাজ (বিদ‘আত) কে আশ্রয় দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিন।’ অন্য বর্ণনায় এসেছে:

(من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)

‘যে ব্যক্তি বিদ‘আত সৃষ্টি করবে, অথবা বিদ‘আতীকে আশ্রয় দেবে তার উপর ‘আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লা‘নত বর্ষিত হবে’।[১৭১] এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

(فَلْيَحذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمرِهِ أَن تُصِيبَهُم فِتنَةٌ أَو يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ)

“যারা তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) হুকুমের বিরোধিতা করে

---

১৬৭. প্রাগুক্ত।
১৬৮. সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং- ২৬৯৭ ও মুসলিম, হাদীস নং- ১৭১৮
১৬৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৭১৮
১৭০. সহীহ ওয়া দা'য়ীফুল জামি' আস্-সাগীর, খ. ২৯, পৃ. ৫০০
১৭১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৯৭৮

www.waytojannah.com

তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর কোন ফিতনা বা কোন মর্মন্তুদ শাস্তি আসতে পারে।"[১৭২] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصحاب البدع كلاب أهل النار .

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: বিদ'আতীরা হলো জাহান্নামের কুকুর।"[১৭৩] সাহাল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমি হাউযের কাছে অবস্থান করব। যে আমার সামনে দিয়ে যাবে সে পান করবে। আর যে পান করবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। অত:পর একটি দল আসবে যাদেরকে আমি চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু তাদের ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে। তখন আমি বলব: তারা তো আমার লোক। তখন বলা হবে: আপনি জানেন না, আপনার পর তারা (দীনের ভেতর) নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছিল। তখন আমি বলব: দূর হও, দূর হও- যারা আমার পর (দীনকে) পরিবর্তন করেছিলে।[১৭৪]

অতএব, বিদ'আতের এসব ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পরিণতির কথা চিন্তা করে আমাদের উচিত এথেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা। নিজেরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রকৃত সুন্নাহর উপর আমল করা ও অন্যদেরকে সেদিকে আহবান জানানো। আর বিদ'আতের ব্যাপারে নিজেরা যথাসম্ভব সতর্ক থাকা ও অন্যদেরকে তা থেকে সতর্ক রাখা।

পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে প্রচলিত আরেকটি গুরুতর বিদ'আত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পাঠের স্বত:সিদ্ধ সুন্নাতটির দোহাই দিয়ে একটি মারাত্মক বিদ'আতের প্রচলন পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে ঘটেছে, তা হলো 'মিলাদ মাহফিল'। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্য যে শারী'য়াত নিয়ে এসেছেন, তার মধ্যে এ অনুষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি নিজে কখনো এ কাজ করেননি এবং এর আদেশও দেননি। এমনকি তাঁর সাহাবীগণ যাঁরা তাঁদের নিজেদের জীবনের চেয়েও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অধিক ভালবাসতেন তাঁরাও তাঁর মৃত্যুর পর কখনো এ জাতীয় অনুষ্ঠান উদযাপন করেননি। অতএব এটি সুস্পষ্ট বিদ'আত এবং দীনের সাথে এ অনুষ্ঠান পালনের কোন সম্পর্ক নেই। উপরন্তু যে বিদ'আত থেকে

১৭২. সূরা আন্-নূর, ২৪:৬৩
১৭৩. আল-জামি' আস-সাগীর, খ. ১, পৃ. ৭০
১৭৪. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬৬

www.waytojannah.com

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ ও সতর্ক করেছেন, এটি সেগুলোরই অন্তর্ভুক্ত।

এক্ষেত্রে আরো বিস্ময়কর ও মারাত্মক ব্যাপার হলো এই যে, এই মিলাদ মাহফিলে দরুদরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এসব তথাকথিত ভক্ত অনুরক্তরা মাঝখানে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যায়। মিলাদ মাহফিলে এভাবে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যাওয়ার এই রেওয়াজ কবে কোথা থেকে শুরু হয়? এ প্রসঙ্গে জানা যায় যে, "হিজরী ৭৫৫ সালে খাজা তাকী উদ্দীন মালিকী (রহ.) এর দরবারে একবার এক কবি উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শানে কিছু গযল, শে'র (কবিতা / কাসীদাহ) ইত্যাদি আবৃত্তি করল। তখন খাজা সাহেবের মনে এমন জযবা এসে গেল যে, তিনি এগুলো শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে দাঁড়িয়ে যান। তখন তার উপস্থিত ভক্তবৃন্দও তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়। অবশ্য তখনকার এ দাঁড়ানোটা কোন মিলাদ মাহফিলে ছিল না"।[১৭৫] কিন্তু পরবর্তীতে এই উপমহাদেশে যারা মিলাদ মাহফিলের চর্চা শুরু করেন, এই কিয়াম তাদের মিলাদ মাহফিলের একটি নিয়মিত কর্মসূচীতে পরিণত হয়।

তারা হঠাৎ করে দাঁড়ায় এই ভেবে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রুহ মুবারক সে মজলিসে এসে হাজির হয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে -

১) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রূহ মুবারক যে আসে তার কি কোন শর'য়ী দলীল আছে?

২) যদি থাকে তাহলে তা কখন আসে? মাহফিলের শুরুতে, না মাঝে, না শেষে?

৩) যদি শুরুতে বা শেষে আসে তাহলে তখন কেন তারা দাঁড়ায় না?

৪) আর যদি মাঝে আসে (যেমনটি তাদের আমল থেকে মনে হয়) তাহলে তারা কি তা টের পেয়ে অমনি দাঁড়িয়ে যায়? আবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রস্থান টের পেয়ে কি তারা বসে যায়?

৫) যদি তা না হয় তাহলে মাহফিলের পুরো সময়টিই তো বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন ভাষায় রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দরুদই ছিল। তথাপি এর কিছু অংশে দাঁড়ানো হলো না, মাঝখানে দাঁড়ানো হলো এবং পরে আবার দাঁড়ানো হলো না কেন?

৬) আর যদি নিছক সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটু দাঁড়ানো হয়ে থাকে, অথচ রাসূল

---

১৭৫. মাওলানা সুলতান আহমাদ, সুন্নাত ও বিদ'আত (ঢাকা: আল্লাহর দান লাইব্রেরী, ২য় সংস্করন, ২০০৫), পৃ. ১০১

www.waytojannah.com

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসেছেন বলেও কেউ দেখেনি, কিংবা এর সমর্থনে কোন দলীলও নেই, তাহলে কি এটি কারো স্মরণে কোন মজলিসের সকলে মিলে এক মিনিট নিরবতা পালনের শামিল?

৭) যদি তাও না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে খুঁজে দেখতে হবে যে, এরূপ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় আমাদেরকে কি নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। নাকি অন্য কোন বিশেষ আকীদা বিশ্বাসের কারণে এটি করা হয়।

উপরন্তু, মিলাদে কিয়ামের প্রচলনকারী এবং এই বিদ'আতের অনুসারীদের জ্ঞাতার্থে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো পেশ করতে চাই।

(عن أوس بن أوس – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَة فِيْه خُلِق آدمُ، وفِيْهِ قُبِضَ ، وَفِيْهِ النَّفْخَةُ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ . قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ الله ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلاَتُنَا وَقَدْ أَرِمْتَ (أَيْ بَلَيْتَ) ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ)

"আউস বিন আউস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের দিনসমূহের মাঝে সর্বোত্তম হলো জুমু'আর দিন। এ দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দিনেই তাঁকে মৃত্যু দেয়া হয়েছে। এ দিনে সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এ দিনেই মহাপ্রলয় ঘটবে। তাই তোমরা এ দিনে আমার প্রতি বেশি বেশি দরুদ পড়বে, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যখন মাটির সংগে মিশে যাবেন, তখন কেমন করে আমাদের দরুদ আপনার কাছে পৌঁছানো হবে ? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: মহান আল্লাহ নবীদের দেহ ভক্ষণ করা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।"[১৭৬]

(عَنْ أَبِي هريرة – رضي الله عنه– قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَصَلُّوْا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ)

---

১৭৬. আবূ দাউদ, হাদীস নং-১০৪৭

www.waytojannah.com

"আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: আমার কবরকে উৎসব স্থলে পরিণত করো না, আর আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ কর। কেননা তোমরা যেখানেই হও না কেন, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে।"[১৭৭]

وعنه –رضي الله عنه– أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– قال: مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ)

"আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: যখনই কেউ আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করে, আল্লাহ আমার নিকট আমার রূহকে ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই।"[১৭৮]

অতএব এ ব্যাপারে আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের আদর্শকে। কেননা তাঁরাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সরাসরি উঠাবসা করেছেন এবং তাঁর আদেশ নিষেধের পুংখানুপুংখ অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁরা কি তাঁর সম্মানে দাঁড়াতেন? অথবা দাঁড়ালে তিনি কি খুশী হতেন?

প্রকৃতপক্ষে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে কখনো তা পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন না যে, তাঁর সম্মানের জন্য লোকেরা উঠে দাঁড়াক। এ প্রসংগে আবূ উমামা (রা) বর্ণনা করেন যে-

(خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ: لاَ تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهُ بَعْضًا)

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাঠির উপর ভর দিয়ে আমাদের সামনে আসলেন। তখন আমরা তাঁর সম্মানের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: অনারব লোকেরা যেমন পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ায়, তোমরা তেমন করে দাঁড়াবে না।"[১৭৯] অন্য হাদীসে এসেছে:

كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم و هم قعود ، فلا تفعلوا ....

---

১৭৭. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৪২
১৭৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৪১
১৭৯. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫২৩০

www.waytojannah.com

"তোমরা তো পারস্য এবং রোমানদের মত করতে যাচ্ছ। তারা তাদের বাদশাহদের সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়, যখন তারা বসা থাকে। অতএব, তোমরা তা করো না।"[১৮০]

একবার মু'য়াবিয়া (রা) এমন একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, যেখানে ইবন 'আমির ও ইবন যুবাইর উপস্থিত ছিলেন। মু'য়াবিয়ার আগমনে ইবন 'আমির দাঁড়ালেন, কিন্তু ইবন যুবাইর বসে থাকলেন। তখন মু'য়াবিয়া (রা) ইবন 'আমিরকে বললেন:

(اِجْلِسْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَثَّلَ لَهُ الْعِبَادُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي النَّارِ)

"তুমি বসো, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সম্মানার্থে লোকেরা দাঁড়াক এটা চায় এবং এতে খুশী হয়, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঘর বেছে নেয়।"[১৮১]

কোন একজন সম্মানিত ব্যক্তির আগমনে তো এমনিতেই দাঁড়ানো হয়ে থাকে এবং সম্মান প্রদর্শনের জন্য এরূপ দাঁড়িয়ে যাওয়ার যে স্বভাবসুলভ প্রচলন মানব মাত্রেই আছে, এর ব্যাপারে ইসলাম কখনোই বাধ সাজতে যাবেনা। কিন্তু কথা হলো- এভাবে দাঁড়ানোর শর'য়ী রীতি চালু করতে হলে অবশ্যই শারী'য়াতের দলীল থাকতে হবে। অন্যথায় তা বিদ'আত ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই বিদ'আতটিও প্রচলিত অন্যান্য বিদ'আতের মতই কোন একটি সুন্নাতের ছদ্মাবরণে তার যাত্রা শুরু করে কালক্রমে একেক এলাকায় একেক প্রক্রিয়ায় চালু হয়ে রয়েছে। যে সুন্নাতটির দোহাই দিয়ে এ বিদ'আতটির যাত্রা শুরু হয়েছে তা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করার সুন্নাত। আমরা সকলেই একথা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ একটি অতি উত্তম আমল এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। এ ব্যাপারে কোরআনুল কারীমে আল্লাহ নিজেই আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَه يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِي يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوْاعَلَيْه وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য রহমত প্রার্থনা করেন। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর জন্য রহমতের দো'আ কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর।"[১৮২]

---

১৮০. সহীহ ইবন হিব্বান, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯১
১৮১. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং- ১৬৮৯১
১৮২. সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৬

www.waytojannah.com

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا)

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠায়, আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিদানে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন।"[১৮৩]

অতএব এই দরুদ পাঠ একটি সার্বক্ষণিক সুন্নাত। কখনো কোথাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা উল্লেখ হলেই তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর প্রতি দরূদ পড়তে হয়। সালাতের সময়, জুমু'আর দিনে ও রাতে এবং অন্য যে কোন সময় তাঁর উপর দরুদ পাঠের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা প্রমাণিত হয়। এমনকি তাশাহ্হুদের সময় দরুদ পড়াকে কেউ কেউ (ইমাম শাফি'য়ী) ফরযও বলেছেন।[১৮৪] আবার এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম শুনেও দরুদ না পড়লে সে ব্যক্তিকে তিরস্কার করা হয়েছে। আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

(رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ)

"সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত যার সামনে আমার উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সে আমার প্রতি দরুদ পাঠায়নি।"[১৮৫]

'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

(اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ)

"সে ব্যক্তি বখীল (কৃপণ), যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে আমার প্রতি দরুদ পড়ল না।"[১৮৬]

সুতরাং এই সুন্নাতের বিরোধিতা আমরা কস্মিণকালেও করছি না, বরং আমরা সকলেই এই সুন্নাতের বাস্তব অনুসারী। মিলাদের ভেতর 'কিয়াম' তথা দাঁড়ানো বিষয়ক উপরোক্ত নাতিদীর্ঘ আলোচনা থেকে যে বিষয়টি বের হয়ে এসেছে, তা হলো- মিলাদ মাহফিলের

---

১৮৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৮৪
১৮৪. ইবন রুশদ আল-কুরতুবী, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, (বৈরুত: দারুল কুতুব, ১০ম সংস্করণ, ১৯৮৮), খ. ১, পৃ- ১৩০
১৮৫. ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর বলেছেন যে, এটি হাসান হাদীস। হাদীস নং-৩৫৩৯
১৮৬. ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর বলেছেন যে, এটি হাসান এবং সহীহ হাদীস। হাদীস নং- ৩৫৪০

www.waytojannah.com

প্রবক্তারা বলুক কিংবা না বলুক তারা মনে করে যে, মিলাদের মজলিসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে হাজির হন। অথচ তারা ভাল করেই জানে যে, এরূপ মাহফিল একই সময় অনেক জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবগুলো মাহফিলেরই অবস্থা অবলোকন করেন, তাদের খবরাখবর জানেন এবং একই সাথে সকলের মাঝে উপস্থিত হন।

পক্ষান্তরে কোরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ দলীলের ভিত্তিতে গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, একই সাথে সবকিছু দেখা, সব খবর রাখা এবং সর্বত্র বিরাজ করা কেবল আল্লাহ পাকেরই গুণ। এ গুণে তাঁর সাথে কোন বান্দাহ অংশীদার হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যতটুকু অদৃশ্যের বিষয় জানাতেন, তিনি কেবল ততটুকুই জানতেন। কিছু কিছু অদৃশ্য বিষয়ের খবর দিতে পারায় উম্মাত যেন একথা না ভাবে যে, তিনিও গায়েব জানেন, সে লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ দিয়েই মহান আল্লাহ বার বার উচ্চারণ করিয়েছেন- তিনি যেন বলে দেন যে, তিনি গায়েব জানেন না। ইরশাদ হয়েছে:

(قُلْ لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلاَ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّيْ مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمى وَالبَصِيْرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُوْنَ)

"আপনি বলুন: আমি তোমাদেরকে বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগত নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন: অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না?"[১৮৭]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

(قُل لاَ أَملِكُ لِنَفسِي نَفعًا وَّلاَ ضَرًّا إلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَو كُنتُ أَعلَمُ الغَيبَ لَاستَكثَرتُ مِنَ الخَيرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إن أَنَا إلاَّ نَذِيرٌ وَّبَشِيرٌ لِقَوم يُؤمِنُونَ)

"বলুন হে নবী! আমি আমার নিজের জন্যে কোন কল্যাণের উপর কর্তৃত্বশালী নই, না

১৮৭. সূরা আল-আন'আম, ৬:৫০

www.waytojannah.com

Contents

কোন ক্ষতির উপর। তবে শুধু তা-ই যা আল্লাহ চান। আমি যদি গায়েব জানতাম, তাহলে নিশ্চয়ই আমি অনেক বেশি কল্যাণ লাভ করে নিতাম এবং আমাকে কোন দু:খ বা কষ্টই স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী, শুধু সুসংবাদদাতা ঈমানদার লোকদের জন্য।"[১৮৮]

আবার শুধু রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখ দিয়ে বলিয়েও তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং নিজের পক্ষ থেকে সাধারণ ঘোষণাও করে দিয়েছেন যে, অদৃশ্যের সকল চাবিকাঠি কেবল তাঁরই হাতে। তিনি বলেন:

(وَعِنْدَه مَفَاتِحُ الغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَ لاَ رَطْبٍ وَ لاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِيْنٍ)

"তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না, কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে।"[১৮৯]

উপরন্তু মৃত্যুর পর নবী-রাসূলগণেরও কোন বাহ্যিক প্রভাব দুনিয়াতে আছে বলে কোন দলীল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা তাঁদের কবরে জীবিত, সেটি ভিন্ন কথা। কিন্তু অন্য সব মৃতদের মত তাঁরাও শুধু কিয়ামাতের দিনই কবর থেকে বের হবেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: 'কিয়ামাতের দিন আমার কবরই সর্বপ্রথম খোলা হবে। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমারই সুপারিশ সবার আগে গৃহীত হবে।'[১৯০]

এ ব্যাপারে মুসলিম 'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতেও একথাই ধ্বনিত হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন:

(ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ)

---

১৮৮. সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৮৮
১৮৯. সূরা আল-আন'আম, ৬:৫৯
১৯০. 'আবদুল 'আযীয ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন বায, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

www.waytojannah.com

"এরপর তোমাদের অবশ্যই মরতে হবে, অত:পর তোমাদেরকে অবশ্যই কিয়ামাতের দিবসে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।"[১৯১]

অতএব মিলাদের কিয়ামের মাধ্যমে তাদের যে অন্তর্নিহিত আকীদা বিশ্বাস, তা অত্যন্ত ভয়ানক বিদ'আত ও কুসংস্কার যা কুফরীর দিকে ধাবিত করে। তাই এ বিষয়ে যথার্থ অবহিত হওয়া ও এহেন মারাত্মক বিদ'আতের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা তাওহীদপন্থী প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর সালাত ও সালাম আদায়ের পদ্ধতি:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠের গুরুত্বের ব্যাপারে কোন প্রকার সংশয়ের কোন অবকাশই থাকল না। কিন্তু এই দরূদ ও সালাম প্রেরণের সঠিক পন্থা কি তা নিয়ে আলোচনার দাবী রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে কি এর কোন পন্থা বাতলে দিয়েছেন? অথবা তাঁর সাহাবীগণ এ ব্যাপারে কোন্ পন্থা অবলম্বন করতেন- তা নিয়ে যৎকিঞ্চিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহর নাম শুনলেই 'সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলার প্রচলন সাহাবায়ে কিরামের মাঝে তখনও ছিল। সালামের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম স্ব উদ্যোগে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জানতে চাইলে তিনি নামাযের তাশাহ্হুদে নবীর প্রতি সালামের যে বাক্যটি আছে তার দিকে ইঙ্গিত করলেন। সেখানে 'আস্সালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বাক্যটি রয়েছে। এখানে নবীর প্রতি সালামের কথা রয়েছে। ইতোপূর্বে সাহাবায়ে কিরাম এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে শিখে নিয়েছেন। নামাযের মধ্যে পঠিত এই তাশাহ্হুদকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোরআনের বিভিন্ন সূরার মত নিবিড়ভাবে তাঁর সাহাবীদেরকে শিখিয়েছিলেন। এরপর সূরা আল-আহযাবের ৫৬ নাম্বার আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম এ প্রসঙ্গে আবারো রাসূলের কাছে জানতে চান। হাদীসের প্রায় সকল গ্রন্থেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সালাম প্রেরণ ও সালাত আদায় প্রসঙ্গে বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে সহীহুল বুখারীর একটি বর্ণনা এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

قال البخاري: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي

---

১৯১. সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩:১৬

www.waytojannah.com

عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

"বুখারী (রহ.) বলেন: আমাকে 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ বর্ণনা করেছেন এবং তাকে ইবনুল হাদ এর সূত্রে লাইস বর্ণনা করেছেন। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন খাব্বাব এর সূত্রে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন: আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই তো হলো সালাম (যা আমরা তাশাহ্হুদের মাধ্যমে শিখেছি)। কিন্তু আপনার প্রতি সালাত আদায় কিভাবে করব? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা বলবে- "আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদিন .. "।"[১৯২]

অর্থাৎ নামাযের মধ্যে তাশাহ্হুদের পর যে দরূদ আমরা পড়ে থাকি তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে পড়তে বললেন। উল্লেখ্য যে, নামাযের ভেতর বসা অবস্থায় অত্যন্ত আদবের সাথে আমরা মহান আল্লাহর গুণকীর্তন ও প্রশংসার পরই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর এভাবে সালাম ও সালাত আদায় করে থাকি। সূরা আল-আহযাবে রাসূলের প্রতি সালাত আদায়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেছেন। এছাড়াও যখনই আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা বলি অথবা শুনি তখনই তার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালবাসার গুরুত্ব:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সর্বাধিক ভালবাসা একজন মু'মিনের কাছে তার ঈমানেরই দাবী। কোন ব্যক্তির ঈমানদার হওয়ার দাবী তখনই সত্য বলে প্রমাণিত হবে যখন সে দুনিয়ার অন্য সকলের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অধিক ভালবাসবে। এ বিষয়ে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন:

(لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه وَ وَلَدِه وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ)

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে

১৯২. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬১২

www.waytojannah.com

তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।"[১৯৩]

শুধু তাই নয়, একজন মু'মিনের কাছে তার ঈমানের দাবী হলো- কেবল অন্য সব মানুষের চেয়ে নয় বরং তার নিজের চেয়েও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অধিক ভালবাসা। একবার 'উমারের (রা) হাত ধরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে 'উমার (রা) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে (আমার নিজেকে ছাড়া) দুনিয়ার সকলের চেয়ে অধিক ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আল্লাহর কসম! হে 'উমার, তুমি এখনো মু'মিন হতে পারনি। বিনীত কণ্ঠে হযরত 'উমার শুধালেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে তাহলে কি করতে হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানালেন: তোমাকে তোমার নিজের চেয়েও আমাকে অধিক ভালবাসতে হবে। হযরত 'উমার (রা) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এখন থেকে আপনি আমার কাছে আমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন: (الآن يا عمر) 'হে 'উমার! এতক্ষণে তুমি মু'মিন হলে'।[১৯৪] 'উমারের (রা) এ ঘটনায় আরো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সর্বাধিক ভাল না বেসে কেউ ঈমানের দাবীদার হলে তার দাবী মিথ্যা।

আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালবাসার সর্বোত্তম নমুনা হলো, তাঁর আনীত আদর্শের পুংখানুপুংখ অনুসরণ করা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁর প্রদর্শিত বিধানকেই অনুকরণীয় বলে মনে করা। মহান আল্লাহও চান যে, একজন মু'মিন এভাবেই তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালবাসুক। এজন্যেই তিনি তাঁর নিজের ভালবাসা ও সন্তুষ্টিকে নবীর ভালবাসার উপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ)

"হে নবী! আপনি জানিয়ে দিন যে, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসার দাবীদার হয়ে থাক, তবে আমার অনুকরণ কর। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন। এবং তোমাদের গুনাহরাজি ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[১৯৫]

---

১৯৩. সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং- ১৫ ও মুসলিম, হাদীস নং- ৭০
১৯৪. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৩৪৯১
১৯৫. সূরা আলি 'ইমরান ৩:৩১

www.waytojannah.com

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ আরো ঘোষণা করছেন:

(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا)

"আপনার রবের কসম! ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের ভিতরকার ব্যাপারাদি নিরসনে আপনাকে বিচার ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেবে। অত:পর আপনার ফায়সালার ব্যাপারে মনের মধ্যে কোন প্রকার ইতস্তত: বোধ করবে না এবং তা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।"[১৯৬]

অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালবাসতে হবে সর্বাধিক। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা না থাকলে মু'মিনই হওয়ার দাবী করা যাবে না। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি এরূপ ভালবাসা প্রকাশের সঠিক পন্থা কি?

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালবাসার সঠিক পন্থা:

ঈমানের দাবী অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে এর সঠিক পন্থা জেনে নিতে হবে। আর এ পন্থা বলে দেয়ার অধিক হকদার তিনি নিজেই। এবং এক্ষেত্রে একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারেন কেবল তাঁর সাহাবীগণই। যাঁরা বাস্তবিক পক্ষেই তাঁকে নিজেদের জীবনের চেয়েও অধিক ভাল বেসেছেন। যাঁরা তাঁদের জান ও মাল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত পন্থায় বিলিয়ে দিয়ে তাঁর আনীত আদর্শকে সমুন্নত করেছেন। নিজেদের জানের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জান, নিজেদের মতের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মতকে প্রাধান্য দিয়ে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন।

উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিশিষ্ট সাহাবী 'আমর ইবন আল-জামুহ (রা) এর স্ত্রী 'হিন্দ' (রা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখার জন্য অধির হয়ে উঠেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পথে লোকেরা তাকে জানাল যে, তোমার স্বামী, তোমার ছেলে ও তোমার ভাই শহীদ হয়েছেন। তিনি সকলের মৃত্যুর কথা শুনেই 'ইন্না লিল্লাহ' পড়লেন এবং ধৈর্য ধারণ করলেন। প্রতিবারই তিনি জিজ্ঞেস করলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খবর কি? যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

১৯৬. সূরা আন্-নিসা ৪:৬৫

www.waytojannah.com

সাল্লাম) বেঁচে আছেন তখনই তিনি সান্ত্বনা পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালবাসার এর চেয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হতে পারে? তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যথার্থ অনুকরণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একমাত্র সেসব সাহাবীদেরই পদাংক অনুসরণ করতে হবে।

ভালবাসার স্থান অন্তরের কুটিরে। এটি মনের অভ্যন্তরের লুকায়িত বিষয়। শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখে প্রকৃত ভালবাসা বুঝার উপায় নেই। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি অন্তরে প্রোথিত ভালবাসার বহি:প্রকাশ ঘটাতে হবে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শের যথাযথ অনুকরণের মাধ্যমে। তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে। তাঁর প্রতি বেশি বেশি দরুদ ও সালাম প্রেরণের মাধ্যমে। আর এ সব কিছুর সঠিক পন্থা জেনে নিতে হবে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহীহ হাদীস থেকে। কেননা অন্যান্য 'ইবাদাতের মত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালবাসাও একটি মৌলিক 'ইবাদাত। তাই নিজের ইচ্ছামত এই ভালবাসার বহি:প্রকাশ ঘটালে তা হবে হয় পক্ষপাতদুষ্ট, নয় অতিরঞ্জিত।

বিদ'আত প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

আমাদের সমাজ জীবন আজ বিদ'আতের সয়লাব। যেসব সাধারণ মানুষ বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন, তারা একান্তই দীনের প্রতি আরো অধিক আনুগত্য প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে এসব বিদ'আত চর্চা করছেন। দীনকে ভালবেসে অধিক পুণ্যের আশায় তারা এসব বিদ'আতে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই তাদেরকে দরদ ভরা মন নিয়ে নিজের কাছে টেনে বিষয়গুলো বুঝাতে হবে। কোনভাবেই তাদের সাথে বাক-বিতন্ডা ও ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। প্রথমেই তার কাজটাকে ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলা যাবে না। দীনের সঠিক রূপকে তাদের সামনে সহজ করে উপস্থাপন করতে হবে। নিজে তাদের সামনে সঠিক সুন্নাতটি পালন করতে থাকতে হবে এবং কৌশলে নিজে তাদের পালনকৃত এসব বিদ'আতকে এড়িয়ে যেতে হবে। বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের সহযোগিতায় আস্তে আস্তে তাদের সাথে এসব বিষয়ে মত বিনিময়ের সুযোগ করে নিতে হবে। যে বিদ'আতটিতে তারা লিপ্ত, তার বিরোধিতা করার আগে এর সাথে সম্পৃক্ত যে সুন্নাতটি থেকে তারা দূরে সরে রয়েছে, সেটির দিকে তাদেরকে আহবান জানাতে হবে। সঠিক সুন্নাতটি তাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারলে বিদ'আতটি থেকে তাদেরকে সরিয়ে আনা সহজ হবে।

বিদ'আতকে প্রতিরোধ করার স্বার্থে হাদীসের ব্যাপক চর্চার কোন বিকল্প নেই। একটা সময় এমন ছিল যখন আমাদের পূর্বসূরী মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি হাদীসের জন্য দিনের পর দিন মাইলের পর মাইল

www.waytojannah.com

সফর করতেন। অথচ আজকাল হাদীসের বিশাল ভান্ডার আমাদের হাতের মুঠোয়। ইচ্ছা করলে যে কেউ যে কোন বিষয়ের সকল হাদীস তাঁর সামনে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পেয়ে যায়। তাই এসব হাদীস গ্রন্থের সহযোগিতায় আমাদের সকলকে সুন্নাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠিতব্য প্রতিটি ঘটনায় হাদীসের আলোকে সমাধান খুঁজতে হবে। মৃতপ্রায় কোন সুন্নাতকে জীবিত করার যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা মাথায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, একটি সুন্নাতকে জীবিত করার অর্থই হলো একটি বিদ'আতকে বিলুপ্ত করা। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। পারিবারিক পাঠাগার, মসজিদ পাঠাগার ইত্যাদিতে হাদীসের গ্রন্থসমূহের উপস্থিতি ঘটাতে হবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় হাদীস শিক্ষামূলক বিষয় রাখতে হবে। পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত বইয়ের তালিকায়ও হাদীসের বই সন্নিবেশিত করা যেতে পারে। এভাবে পরিকল্পিত উপায়ে হাদীসের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে বিদ'আতের অপনোদন করা সম্ভব হতে পারে। আর এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে সম্মানিত 'আলিম সমাজকে। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যারা মসজিদগুলোতে ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তাঁদের দায়িত্ব বেশি এবং এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা রাখার সুযোগও বেশি। ইসলামের যে কোন বিষয়ে জানার জন্য সাধারণ মানুষ সচরাচর তাঁদেরই দ্বারস্থ হয়, তাঁদেরই কথা মত চলে। নিজে লেখা পড়া করে এসব বিষয়ে জানার প্রবণতা মানুষের মধ্যে খুব একটা নেই। তাছাড়া এ যোগ্যতাও সকলের না থাকাই স্বাভাবিক।

উপসংহার:

ইসলামী জীবন বিধান একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান। এ বিধানে মানব জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের মৌলিক সমাধান নিহিত। এটি পালন করা স্থান, কাল ও অবস্থা ভেদে সকলের জন্য সহজতর করে দেয়া হয়েছে। এ জীবনাদর্শে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ ও দোষ-গুণ ইত্যাদি চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। ইসলামের বিধানগুলো ভারসাম্যপূর্ণ। এখানে যেমনিভাবে চোরের হাত কাটার বিধান রয়েছে, তেমনি রয়েছে রাষ্ট্র কর্তৃক সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার বিধান। এ বিধানে পেটের দায়ে চুরি করলে হাত কাটা হয় না। এখানে সৎ কাজের আদেশ দান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আদেশ নিষেধের বাণী সম্বলিত পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোতেও বিশেষ সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে।

ইসলামী জীবন বিধানের প্রতিটি ধারা-উপধারা তার বিন্দু-বিসর্গ সমেত সুবিন্যস্তরূপে সংরক্ষিত। আর তাও আবার কেবল লিখিতভাবে সংরক্ষিত নয়, বরং একদল নিবেদিত প্রাণ আল্লাহর বান্দাহ সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর

www.waytojannah.com

নির্দেশনা অনুযায়ী তা নিজেদের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপস্থিতিতেই মহান আল্লাহ এ বিধানের পরিপূর্ণতা ও পরিসমাপ্তির ঘোষণা দেন। আর এজন্যই ইসলাম বিদ'আত নামক মারাত্মক ব্যাধিটিকে কঠোর হস্তে দমন করতে চায়। বিদ'আত যতই ক্ষুদ্র পরিসরে হোক, তাকে তৎক্ষণাত ক্ষুদ্র থাকা অবস্থায়ই উৎপাটিত করে ফেলা উচিত। নইলে তা অতি দ্রুত ডাল-পালা মেলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড যে ঘটাবে না- তা কে বলতে পারে? এ প্রসংগে প্রখ্যাত ইসলামী পন্ডিত (মদীনার ইমাম নামে যিনি খ্যাত) ইমাম মালিকের (রহ) সুদৃঢ় অবস্থানের একটা নমুনা উল্লেখ করেই এ আলোচনার যবনিকা টানতে চাই।

"এক ব্যাক্তি ইমাম মালিককে (রহ.) বলল: হে আবু 'আবদুল্লাহ! আমি ইহরাম করতে চাচ্ছি। তো কোত্থেকে করব ? ইমাম মালিক (রহ.) বললেন: যুল হুলাইফা থেকে। কেননা এটাই হলো মদীনাবাসীদের ইহরামের মীকাত। এখান থেকেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম বেঁধেছিলেন। লোকটি বলল: আমি মসজিদে নববী থেকে ইহরাম করতে চাই। মালিক (রহ.) বললেন: তুমি তা করো না। লোকটি আবার বললো: আমি রাসূলের কবরের পার্শ্বে বসে ইহরাম করতে চাই। মালিক (রহ.) বললেন: না, তা করবে না। আমি তোমার উপর ফিতনার আশংকা করছি। লোকটি বলল: এতে ফিতনার কি আছে? আমি তো শুধু কয়েক মাইল দূরত্বই বৃদ্ধি করলাম। (অর্থাৎ মক্কার পথে অবস্থিত যুল হুলাইফায় ইহরাম না করে মদীনা অর্থাৎ মসজিদে নববীতে অবস্থিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবরের নিকটে বসে করতে চাচ্ছি)? তখন ইমাম মালিক (রহ.) বললেন: এর চেয়ে বড় ফিতনা আর কি হতে পারে যে, তুমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে অধিক পরহেযগার ভাবছ? (আর তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইহরামের স্থানকে বাদ দিয়ে অন্যত্র ইহরাম করতে চাচ্ছ।) আল্লাহ তা'আলার এ বাণী কি তুমি শুননি:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾

"অতএব যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করে বসবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে (আল-কোরআন, ২৪: ৬৩)।"[১৯৭]

১৯৭. আল-আলবানী, মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, হাজ্জাতুন্-নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কামা রাওয়াহা 'আনহু জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, (বৈরূত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৩৯৯হি.) পৃ.

www.waytojannah.com

মহান আল্লাহর কাছে আমরা বিদ'আতের ভয়াবহ বিষবাস্প থেকে আশ্রয় চাই। নিজের অজান্তে যেটুকু বিদ'আতে আমরা জড়িয়ে যাই, তার জন্য আমরা ক্ষমা চাই। কেবল তিনিই পারেন দীনী ফিতনার এই সয়লাব থেকে আমাদেরকে হিফাযত করতে এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত বিধানের উপর আমাদেরকে অটল ও অবিচল রাখতে।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِه وَأَصْحَابِه وَمَنْ اتَّبَعَ هُدَاهُ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

গ্রন্থপঞ্জী :

এ পুস্তিকা রচনায় যেসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এবং আরো যেসব গ্রন্থ থেকে আমি উপকৃত হয়েছি সেগুলোর একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো। এগুলোর মধ্যে যেসব গ্রন্থের বিস্তারিত বর্ণনা পাদটিকায় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর এখানে শুধু নাম দেয়া হলো। মহান আল্লাহ এ সকল ইমাম, 'আলিম ও বিজ্ঞজনদের তাঁর অফুরন্ত নি'আমত, রহমত, মাগফিরাত ও মর্যাদা প্রদান করুন এবং এ গ্রন্থকে তাদের জন্যেও সাদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করুন।

১. আল-কোরআনুল কারীম
২. সহীহুল বুখারী
৩. সহীহ মুসলিম
৪. জামি' আত-তিরমিযী
৫. সুনান আবী দাউদ
৬. সুনান আন্-নাসায়ী
৭. সুনান আল-বায়হাকী আল-কুবরা
৮. সুনান আদ্-দারিমী
৯. মুয়াত্তা ইমাম মালিক
১০. মুসনাদ আহমাদ ইবন হাম্বল
১১. আল-হাকিম, আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন 'আবদিল্লাহ, আল-মুসতাদরাক 'আলা আস্-সাহীহাইন
১২. ইবন হিব্বান, সহীহ ইবন হিব্বান
১৩. 'আলী ইবন 'উমার আবুল হাসান আদ্-দারা কুতনী, সুনান আদ্-দারা কুতনী
১৪. আল-আলবানী, মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাহীহু ওয়া দা'য়ীফু ইবন মাজাহ
১৫. আল-আলবানী, মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, হাজ্জাতুন্-নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কামা রাওয়াহা 'আনহু জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু
১৬. আত-তাবারানী, সুলাইমান ইবন আহমাদ, আল-মু'জাম আল-কাবীর
১৭. আন্-নাবাবী, ইয়াহইয়া ইবন শারফ, রিয়াদুস সালেহীন
১৮. মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আবদুল বাকী, আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল হাদীসিন্- নাবাবী

www.waytojannah.com

১৯. ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম
২০. শাতিবী, আবূ ইসহাক ইবরাহীম, আল-ই'তিসাম
২১. আল-হাম্বলী, 'আবদুর রহমান ইবন রজব, জামি'উল 'উলূমি ওয়াল হিকাম
২২. শাইখুল ইসলাম, আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া
২৩. মুহাম্মদ হামিদ আন্-নাসির, বিদা'উল ই'তিকাদি ওয়া আখতারুহা 'আলাল মুজতামি'আতিল মু'আসিরাহ, সৌদি আরব, ১৯৯৫
২৪. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, সুন্নাত ও বিদ'আত
২৫. ইবন 'আব্দিল বার, জামি'উ বায়ান আল-'ইলম
২৬. আশ্-শাওকানী, মুহাম্মদ ইবন 'আলী, নাইলুল আওতার
২৭. মুহাম্মদ ইবন জামীল যাইনূ, আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান ওয়া আল-আকীদাহ আল-ইসলামিয়্যাহ
২৮. ইবন ফাউযান, দুরুসুন ফিল 'আকীদাতিল ইসলামিয়্যাহ
২৯. 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আল-'আজলান, আখতাউন ফিল-'আকীদাহ
৩০. হাফিয ইবন রজব, আল-ইরশাদু ইলা সাহীহিল ই'তিকাদ
৩১. মোল্লা 'আলী আল-কারী, আল-মিরকাতুল মাফাতীহ
৩২. 'আবদুল 'আযীয ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন বায, উজুবু লুযূমিস্-সুন্নাহ ওয়াল হাযারি মিনাল-বিদ'আহ
৩৩. আল-জাযায়িরী, 'আবদুর রহমান, আল-ফিক্হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ
৩৪. আল-কুরতুবী, ইবন রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ
৩৫. আল-জাযায়িরী, আবূ বকর জাবির, মিনহাজুল মুসলিম
৩৬. আল-হাইসামী, ইবন হাজার, আয্-যাওয়াজির 'আন ইকতিরাফিল কাবাইর
৩৭. মাওলানা সুলতান আহমাদ, সুন্নাত ও বিদ'আত
৩৮. ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম, হাদীস নিয়ে বিভ্রান্তি , বিআইসি, ঢাকা, ২০১০
৩৯. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাসূলুল্লাহ (সা) এর পোশাক ও পোশাকের ইসলামী বিধান, ঢাকা, ২০০৮
৪০. মাসুদা সুলতানা রুমী, মহিমান্বিত তিনটি রাত, ঢাকা, ২০০৯
৪১. মাসুদা সুলতানা রুমী, বিদ'আতের বেড়াজালে ইবাদাত, ঢাকা, ২০০৯
৪২. মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন খাকী, ইসলামের বাসস্থানে শির্ক ও বিদ'আতের অবস্থান, চট্টগ্রাম, ২০০৪
৪৩. ড. মুহাম্মদ 'আলী আল-খাওলী, মু'জামুল আলফায আল-ইসলামিয়্যাহ
৪৪. ড. মুহাম্মদ হাসান আল-হিমসী, কোরআনুন কারীম তাফসীর ওয়া বায়ান মা'আ আসবাবিন নুযূল লিস্-সুয়ূতী মা'আ ফাহারিস কামিলাহ লিল-মাওয়াদি' ওয়াল আলফায
৪৫. আল-মুনজিদ ফিল্-লুগাতি ওয়াল আ'লাম, (লেবাননঃ বৈরুত, দার আল-মাশরিক, ১৯৮৬ ইং)
৪৬. HANS WRHR, A Dictionary of Modern Written Arabic
৪৭. Munir Baalabakki, AL-MAWRID DICTIONARY

[গবেষণাপত্রটি ২২ অকটোবর, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত স্টাডি সেশনে উপস্থাপিত হয়।]

www.waytojannah.com

Contents

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN: 984-843-029-0 set